য়াছে, কিন্তু অবশেষে সত্যের জয় হইবে। যাহারা অধিক দুঃখী তাহারা সর্ব্বাগ্রে স্নেহের পাত্র হইবে। ঈশ্বরের অনুরোধে, ধর্ম্মের অনুরোধে এবং মনুষ্যত্বের অনুরোধে সকলে একবার বিধবাদিগের সাধ্যমত কি উপকার করিতে পারেন চেষ্টা করিয়া দেখুন।

হিন্দু বিধবাদিগের বিবাহ যেখানে ধর্ম্মসঙ্গত ও সাধ্য, সেখানে অবিলম্বে সম্পন্ন হউক। কিন্তু অনেক স্থলেই বিধবাদিগকে চির বৈধব্য ভোগ করিতে হইতেছে ও হইবে। তাহাদিগের জন্য নিম্নলিখিত তিনটী উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। ১ম, অর্থ সাহায্য, ২য় জ্ঞানদান, ৩য়, ধর্ম্ম শিক্ষা।

বিধবা নারীগণের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা অধিক। হিন্দুশাস্ত্রের নিয়মানুসারে নারীগণ ধনাধিকারী নহেন, পিতা পতি বা পুত্রের দয়াতেই প্রতিপালিত হন। তন্মধ্যে যাঁহার পতি আছে তিনি অর্দ্ধাঙ্গ সহধর্ম্মিণী নাম ধারণ করিয়া পতির সম্পত্তি ভোগ করিতে পারেন। বিধবা নারীর পিতৃ বা ভ্রাতৃ গৃহে প্রায় দাসীর ন্যায় অবস্থাতে থাকিতে হয়। পুত্রের নিকট হইতে সুখ ভোগ অল্পের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে। বিধবাদিগের মধ্যে পতি পুত্র বিহীনা অবীরা অনেক। তাহাদিগের হয়ত মাথা রাখিবার একটু স্থান নাই, পরিধানের দুই হাত বস্ত্র জুটে না এবং একবেলা এক মুঠা শাকান্ন আহারও দুর্ঘট হইয়া উঠে। এইরূপ দুঃখের অবস্থায় হয়ত কোন অল্প বয়স্কা বিধবা দুই তিনটী শিশু সন্তানের প্রতিপালনের ভার প্রাপ্ত! কি দুর্দ্দশা, আপনার যৎসামান্য গ্রাসাচ্ছাদন হওয়া ভার, তাহার উপর, অনাথ অসহায় জীব গুলিকে রক্ষা করিতে হইবে। এ প্রকার অবস্থাপন্ন দুঃখিনী রমণীর মন যে কত ভাবনা চিন্তা ও কষ্টে দিবানিশি পেষিত হয় তাহা সেই জানে, আর সেই অন্তর্যামী পুরুষই জানেন। যে ভদ্রকুল-বালা দুই দিন পূর্ব্বে গৃহের চতুঃপ্রাচীরের বাহির হইত না, এখন সে কোথায় যাইবে, কোথায় গেলে সাহায্য পাইবে কিছুই জানে না, ভাবিয়াও স্থির করিতে পারে না। সে কি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে পারে? সে কি মোট বহিয়া বা শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দৈনিক জীবিকা লাভ করিতে পারে? তাহাও করিতে পারে না, দুঃখের জ্বালায়ও জীর্ণ

শীর্ণ হইয়া মরিতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় কত নারী যে কালযাপন করিতেছে কে তাহার তত্ত্ব লয়? ইহাদিগকে যদি কেহ কোন উপায় দেখাইতে পারে ইহারা আনন্দচিত্তে সকল কষ্ট সহিয়া খাটিতে পারে। যদি বিধবা 'ফণ্ড' হইয়া তাহা হইতে তাহাদিগকে পাট কাটা, সুতা কাটা, ও অন্যান্য শিল্পকর্ম্ম করাইয়া লওয়া হয় তাহা হইলে কি তাহাদিগের ও সাধারণের মঙ্গল হয় না? যে দেশে পুত্রের বিবাহ, শ্রাদ্ধ বা অন্য প্রকার ক্ষণিক ও আমোদকর কার্য্যে এক এক ধনিসন্তান সৌখিনতা ও আড়ম্বর দেখাইবার জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেন, সেই দেশে এই অভাগিনী-দিগের সামান্যরূপ প্রতিপালনের কি কোন সংস্থান হইতে পারে না? ইচ্ছা, চেষ্টা ও দয়ার ভাব থাকিলে ইহা যে অসম্ভব আমরা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না।

২য়—জ্ঞানদান। খাওয়া পরার দুঃখের জ্বালা থাকুক আর না থাকুক, জ্ঞানের অভাব সকলেরই আছে। এইরূপ কথিত আছে যে সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ভাস্করাচার্য্য পাছে তাঁহার কন্যা লীলা-বতী বিধবা হইয়া কষ্ট পান, এই জন্য তাঁহাকে বিদ্যাতে ব্যুৎপন্ন করেন। বস্তুতঃ জ্ঞানালোচনায় যদি মন নিমগ্ন থাকিতে পায় তাহা হইলে সাংসা-রিক দুঃখ কষ্ট তত অনুভূত হয় না এবং মনে কুচিন্তা কুভাব উদ্রেক হইতে অধিক অবসর পায় না। কিন্তু জ্ঞান লাভে ইহা অপেক্ষাও অধিক ফল আছে। জ্ঞানালোক দ্বারা ভ্রম, কুসংস্কার সকল দূর হইয়া যত সত্য গ্রহণ করা যায় ততই মনের বলবৃদ্ধি হয় এবং ততই আশ্চর্য্য আনন্দ লাভ করিয়া জীবনকে উন্নত ও কৃতার্থ করা যায়। বিধবাগণের মধ্যে অনেকের অবকাশ যথেষ্ট থাকে, যদি শিক্ষার সুবিধা পান তাঁহারা ত্বরায় বিদ্যাবতী হইতে পারেন। সেই বিদ্যাদ্বারা তাঁহাদিগের প্রতিপালন হইতে পারে এবং অন্যান্য নারীমণ্ডলীর অশেষ উপকারের সম্ভাবনা। বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষয়িত্রীর যেরূপ প্রয়োজন, তাহাতে বিধবাগণ শিক্ষিত হইলে কত কার্য্যকারিণী হইতে পারেন।

৩—ধর্ম্মোন্নতি সাধন। শরীর ও মনের দরিদ্রতা আছে, কিন্তু আত্মার দরিদ্রতা আরও গভীর ও শোচনীয়। প্রকৃত ধর্ম্ম না পাইলে আত্মা

অচেতন মৃতপ্রায় থাকে, পাপ তাহাকে অধিকার করিয়া চির যন্ত্রণার কূপে নিঃক্ষেপ করে। যদিও আমরা ভারত ভূমিকে পুণ্য ভূমি এবং হিন্দুজাতিকে ধর্ম্মনিষ্ঠ জাতি বলিয়া মানি, কিন্তু আমাদিগের ধর্ম্ম বাহিরের আড়ম্বর পূর্ণ, তাহার জীবন আছে না আছে সন্দেহ স্থল। বিধবাগণ অনেক কঠোর অনুষ্ঠান করেন সত্য, কিন্তু যত কষ্ট স্বীকার করেন ততদূর কি ফল লাভ হয়? অন্তর পরীক্ষা করিলে তাঁহাদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে অভাব অনেক আবিষ্কৃত হয়। কত হিন্দুনারী অপথে পদার্পণ ও বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জাতীয় চরিত্র কলঙ্কিত করিতেছে। তাহাদিগের সংশোধনের উপায় চিন্তা করা প্রত্যেক দেশহিতৈষীর কর্ত্তব্য। বিধবা নারীগণকে আন্তরিক আধ্যাত্মিক ধর্ম্মসাধনে উৎসাহ ও সাহায্য দান করা বিধেয়। তাঁহারা যে প্রত্যেকে ঈশ্বরের কন্যা, প্রত্যেকের পরিত্রাণ যে ঈশ্বর করিবেন এবং প্রত্যেককে সমুদায় শরীর মন ও আত্মা দিয়া যে ঈশ্বরের সেবা করিতে হইবে তাহা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। তাঁহারা যদি ঈশ্বরকে পিতা ও মনুষ্য পরিবারকে ভ্রাতা ভগিনী বলিয়া সেবা করিতে পারেন নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের শান্তি, পবিত্রতা ও অক্ষয় সুখ লাভ হয়। যে ধর্ম্মদ্বারা ঈশ্বর ও পরকালের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর হয় এবং আন্তরিক বল লাভ করিয়া এক দিকে ইন্দ্রিয় সকলের সংযম ও অন্যদিকে প্রলোভন সকলকে পরাভব করা যায় সেইরূপ ধর্ম্ম তাহাদিগের পক্ষে আবশ্যক। বিধবাগণ ধর্ম্ম চিন্তা, ধর্ম্ম আলোচনা ও ধর্ম্ম অনুষ্ঠান এইরূপ মনে বাক্যে ও কার্য্যে যাহাতে ধর্ম্মের সহিত সর্ব্বদা সংযুক্ত থাকিয়া পবিত্র জীবন ধারণ করিতে পারেন তাহার উপায় করা বিধেয়।

বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন।

(মাতা, সুশীলা ও সত্যপ্রিয়।)

মা। পদার্থের সাধারণ গুণ গুলি তোমরা শুনিয়াছ। আজি কি বিষয় শুনিবে?

সত্য। মা! ইহার পর পদার্থের বিশেষ গুণ গুলি বুঝাইয়া দিও। কিন্তু আজি আমি পাঠশালে একটী নূতন কথা শুনিয়া আসিলাম তাহার বিষয় কিছু বল না। মা! মরীচিকা কি? তাতে না কি স্থলে জল, জলে স্থল এইরূপ ভ্রম হয়?

মা। তোমরা কখন দেখ নাই তাই

ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্য মানিতে পার। কিন্তু দৃষ্টির ভ্রম জন্মিবার অনেক গুলি কারণ আছে, অগ্রে তাহা জানিতে পারিলে সকলি সহজে বুঝিতে পারিবে। বল দেখি আমরা যে দর্শন করি তাহার জন্য কি কি চাই?

সু। মা! দর্শনের জন্য চক্ষু চাই, আর দেখিবার বস্তু চাই।

সত্য। না! কেবল তাই নয়। বস্তু থাকিতে পারে, চক্ষুও থাকিতে পারে, কিন্তু অন্ধকারে ত আমরা দেখিতে পাই না; অতএব আলোকও চাই।

মা। কেবল তাই নয়; এই তিনটী কারণ ছাড়া আর দুইটী কারণ আছে তাহা তোমরা সহজে অনুভব করিতে পার না। মন সকল কার্য্যের কর্ত্তা, দর্শন কার্য্যে সেই মনের স্থিরতা চাই। আর একটী কারণ যদিও না হইলে নয় এরূপ নহে, কিন্তু আমরা যে অবস্থায় আছি তাহাতে আবশ্যক অর্থাৎ আমরা যে বায়ু সাগরে নিমগ্ন আছি এবং যাহার মধ্য দিয়া সকল বস্তু দর্শন করি তাহারও সাম্যভাব চাই। এইরূপে দেখিবে, ঠিক দর্শনের জন্য দৃশ্য বস্তু, চক্ষু, আলোক, মন এবং বায়ুমণ্ডল এই কয়টীর উপরে আমাদিগকে নির্ভর করিতে হয়। দয়াময় পরমেশ্বর এই পাঁচটীর এরূপ সংযোগ করিয়া দিয়াছেন যে তাহাতে সর্ব্বদা আমাদিগের দর্শন কার্য্য সুন্দররূপে চলিতেছে। কিন্তু যদি কোন কারণে ইহাদিগের কাহার একটু ব্যতিক্রম হয়, দর্শন কার্য্যের তৎক্ষণাৎ ব্যতিক্রম ঘটে।

সু। দর্শনের ব্যতিক্রম কিরূপ হয়?

সত্য। কেন, বোধ কর চক্ষুতে যদি কোন পীড়া হয় তাহাতে বড় বস্তু ছোট, ছোট বস্তু বড় দেখায়। পাণ্ডুরোগ অর্থাৎ নেবা হইলে সব হলুদ রঙ দেখায়।

সু। তা ঠিক্। আলোকের ব্যাঘাত হইলেও ঠিক্ দেখা যায় না। অন্ধকারে একটা গাছ যেন মস্ত একটা ভূত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে বোধ হয়।

সত্য। দৃশ্য বস্তুর ব্যতিক্রম হইলে ত দেখিবার ব্যাঘাত হইবেই। কিন্তু মা! মন এবং বায়ুমণ্ডলের ব্যতিক্রমে কিরূপ দেখিবার ব্যাঘাত হয় তাত আমরা কখন শুনি নাই।

মা। তোমরা দেখিয়াছ, বিকারী

রোগী বা পাগলেরা কত মিথ্যা প্রলাপ বাক্য বলে। তাহাদের যা কল্পনা হয় তাই সত্য সত্য স্পষ্ট রূপে দেখিতেছে মনে করে। মনের বিকারে এইরূপ হয়। আর আমরা যে স্বপ্ন দেখি, তাই বা কি? কেবল মনের খেলা। মনের এমন একটী গুপ্ত শক্তি আছে যাহাতে মন চক্ষু ও আলোকাদি না পাইলেও দেখিতে পারে, কিন্তু অনেক সময় মনের ভ্রমে দৃষ্টিরও ভ্রম হয়।

সু। চক্ষু না থাকিলে এক রকম স্বপ্নে দেখা, সেত মিছা দেখা, কিন্ত ঠিক্ দেখা কি যায়?

মা। এক এক জনের এমন অবস্থা হয় যে চক্ষু বুজাইয়াও বাহিরের এমন কি দূরের বিষয় সকলও ঠিক্ বর্ণনা করিতে পারে। আর বোধ কর সর্ব্বদর্শী ঈশ্বরের ত চক্ষু নাই, কিন্তু তিনি সকলই দর্শন করেন। অতএব মনের দেখা আশ্চর্য্য নয়।

স। আচ্ছা মা! এ সকল বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু বায়ুমণ্ডলের ব্যতিক্রমে কিরূপে দর্শনের ব্যতিক্রম হয় বল?

মা। তোমরা দেখিয়াছ, একগাছি ছড়ির যদি কতকটা জলে ডুবাও আর কতকটা বাহিরে রাখ, তাহা হইলে কিরূপ দেখায়?

সু। তাহা হইলে ছড়ী গাছি সোজা ছিল, যেন বাঁকিয়া পড়িয়াছে বোধ হয়। আবার জল হইতে তুলিলে ছড়ি যেমন সোজা তেমনি দেখা যায়।

স। হাঁ মা, এইরূপ জলের ভিতর হাত কি মুখ ডুবাইলে কেমন চেপ্টা চেপ্টা হইয়া যায়। ইহার কারণ কি?

মা। যখন জলের মধ্যে আমরা কোন বস্তু দেখি, তখন আমাদের চক্ষু ও দৃশ্য বস্তুর মধ্যে দুটী মধ্যবর্ত্তী কারণ থাকে—বায়ু ও জল। বায়ু অপেক্ষা জল ঘন তা জান। এই জন্য লঘু পদার্থ বায়ুর মধ্যে আমাদিগের দৃষ্টি প্রথমে সরল রেখায় যায়, কিন্তু তৎপরে ঘন পদার্থ জলে তাহা সোজা যাইতে না পারিয়া বাঁকিয়া পড়ে। এই জন্য জলে সোজা বস্তু বাঁকা ও বড় বস্তু ছোট দেখায়। এক পাত্র জলে একটী টাকা কি পয়সা এক স্থানে রাখিয়া দেও, তাহা যেখানে থাকিবে সেখানে না দেখিয়া অন্য স্থানে দেখিবে। পাত্রের উপরে বা পার্শ্বে নানাদিক্ হইতে চাহিয়া দেখ তাহা নানা প্রকার দেখাইবে। মধ্যবর্ত্তী পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্ব ও সেই

কারণে আলোকের কিরণের বক্রতা ইহার কারণ। বায়ুমণ্ডলের বিষয়েও সেইরূপ। ইহার সকল স্থানের বায়ু এক প্রকার নয়। নিম্নের বায়ু অধিক ঘন এবং উচ্চ উচ্চ ভাগে ক্রমশঃ লঘুতর বায়ু আছে। ইহাতে পৃথিবীর উপরে এক প্রকার বায়ুর মধ্যে সচরাচর দেখিবার কোন ব্যাঘাত হয় না বটে, কিন্তু আমরা আকাশে চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি যেরূপ দর্শন করি তাহা ঠিক্ নয়। সূর্য্য উদয় হইবার পূর্ব্বে আমরা তাহাকে দর্শন করি, এবং সূর্য্য অস্ত গেলেও আমরা তাহার পরে কিয়ৎক্ষণ তাহাকে দর্শন করিতে থাকি।

সু। এত বড় আশ্চর্য্য! সূর্য্য আকাশে নাই, অথচ আমরা তাহাকে দেখিতে পাই?

স। তা না হইবে কেন? সূর্য্যের কিরণ প্রথমে সরল ভাবে দূরস্থ সূক্ষ্ম বায়ুর উপর পড়ে, পরে ঘন বায়ুর মধ্য দিয়া বাঁকিয়া আমাদের নিকট আসিতে থাকে, ইহাতেই আমরা তাহাকে দেখিতে পাই।

মা। দৃষ্টিভ্রম হইবার স্থূল তাৎপর্য্য বুঝিলে। এখন তোমাদিগকে মরীচিকার বিষয় বলিব।

সামান্যত যে মরীচিকা দেখা যায় তাহার এইরূপ বর্ণনা শুনা যায়:—

কোন পথিক বালুকাময় মরুভূমিতে প্রচণ্ড রৌদ্রে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তখন হঠাৎ দেখেন সম্মুখে অনতিদূরে নির্ম্মল সলিল-পূর্ণ সরোবর ও তাহার তটে বিচিত্র বৃক্ষপূর্ণ উদ্যান শোভা পাইতেছে। তৃষ্ণার্ত্ত পথিক আশ্চর্য্য হইয়া জলপান মানসে ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে ধাবমান হন। কিন্তু যত যান দেখিতে পান সরোবর ও উদ্যান ততই তাঁহা হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। হতভাগ্য পথিক প্রাণপণে ছুটিয়া অবশেষে ধূলায় ধূসরিত, দৃষ্টি শক্তি-হীন এবং হতাশ হইয়া ভূতলে পতিত হন, হয়ত তাহাতেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। মৃগেরা তৃষ্ণাতুর হইয়া এইরূপ ভ্রমে পতিত হয়, এইজন্য মরীচিকার আর একটী নাম মৃগতৃষ্ণিকা।

স। কি আশ্চর্য্য! স্থলকে কি ঠিক জল বলিয়া ভ্রম হয়, কিছু প্রভেদ নাই?

মা। কিছু নয়, এমন কি জলের মধ্যে যেমন বৃক্ষ প্রভৃতির প্রতিবিম্ব পড়ে, ইহাতেও ঠিক্ সেইরূপ দেখা যায়।

সু। মা! এত বড় দুঃখের, এরূপ হয় কেন?

মা। উষ্ণদেশে বিশেষতঃ মরুভূমিতে সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপে মাটী গরম হয়, তাহাতে ভূমির গাত্রস্থ বায়ুও গরম হইয়া বিস্তারিত ও লঘু হইয়া পড়ে। তোমাদিগকে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, সূর্য্য হইতে তাপ লাগিয়া বায়ু গরম হয় না, কিন্তু মাটী হইতে যে তাপ পুনরায় উঠে তাহাতেই হয়। সুতরাং উপরের বায়ু ঘন ও নীচের বায়ু লঘু এইরূপ বায়ুর অদৃশ্য থাক থাক হইয়া পড়ে। সূর্য্যের কিরণ আবার যখন ঘন বায়ু হইতে লঘু বায়ুতে পতিত হয়, তখন ঠিক সরল রেখায় না আসিয়া বক্র ও বিস্তারিত হইয়া পড়ে, ইহাতে লঘুতর বায়ুর স্তর অর্থাৎ থাক্‌কে জলরাশি বলিয়া ভ্রম হয়। দূরস্থিত বৃক্ষাদি কিরণের পথে পতিত হওয়াতে দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাহাতেই উদ্যানের ভ্রম জন্মে। যেমন বায়ু এবং জল এই দুই মধ্যবর্ত্তী পদার্থের ভিতর দিয়া দেখিলে দৃষ্টির ভ্রম হয় পূর্ব্বে বলিয়াছি, লঘু ও ঘন বায়ুর মধ্যদিয়া পদার্থ সকল দেখিলেও সেইরূপ ভ্রম হয়। নানা অবস্থা বশতঃ পথিকেরা অধিক ভ্রমে পড়ে।

তোমরা মনোযোগ দিয়া শুন, আমি মরীচিকার অনেক আশ্চর্য্য কথা এক এক করিয়া বর্ণনা করিতেছি। মরীচিকা সকলকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। লম্বমান, পার্শ্বস্থ এবং শূন্যস্থ। প্রতিবিম্ব সরলভাবে, পার্শ্বে বা শূন্যে পড়িয়া এই কয়েক প্রকার হয়।

১। লম্বমান মরীচিকা। ইহা কিরণ সকল ঊর্দ্ধ্ব অধভাবে বাঁকিয়া পড়িলে হয়। এই মরীচিকা জলাশয়ের মত এবং তাহার তটে পদার্থ সকল ও তাহাদের উল্‌টা প্রতিবিম্ব দেখা যায়। এই প্রকার মরীচিকা মিসর দেশে অধিক। মহাবীর নেপোলিয়ান যৎকালে ঐ দেশে যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন তাঁহার সৈন্যগণ এইরূপ ভ্রমে পড়িয়া অনেক কষ্ট পায়। ইহাতে ভূমি সকল রৌদ্রপূর্ণ হইয়া বন্যাতে ভাসমান জ্ঞান হয় এবং তাহার নিকটস্থ গ্রাম সকল হ্রদ মধ্যস্থ দ্বীপের ন্যায় বোধ হয়। প্রত্যেক গ্রামের নিম্নে তাহার উল্‌টা প্রতিবিম্ব দেখা যায়, যেন জলে ছায়া পড়িয়াছে। দর্শক কাছে আসিলে সে বন্যাও থাকে না, সে ছায়াও দেখা যায় না—দূরে তদ্রূপ অন্য একটী মরীচিকা দৃষ্ট হয়। এই প্রকার মরীচিকা পারস্য দেশে "সির অব" অর্থাৎ আশ্চর্য্য জল বলিয়া প্রসিদ্ধ,

ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলস্থ বালুকারণ্যে 'চিত্র' নামে খ্যাত। ফ্রাঙ্কো ডঙ্কার্ক নগরের ধারেও এই প্রকার জলভ্রম হয়।

২—পার্শ্বস্থ মরীচিকা। কিরণ সকল ধরাতলের সমান হইয়া পড়িলে ইহা উৎপন্ন হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্‌টেম্বর জুরিন্ ও সোরেট নামে দুই সাহেব জেনিবা হ্রদের নিকটে এইরূপ মরীচিকা দেখেন। ১৬,০০০ হাত দূরে একখানি জাহাজ হ্রদের বামপার্শ্ব দিয়া জেনিবা নগরে আসিতেছিল, সেই সময়ে তাঁহারা দেখিলেন জলের উপরে ডান তীরের নিকট দিয়া জাহাজের প্রতিবিম্ব চলিয়া যাইতেছে। জাহাজ উত্তর হইতে দক্ষিণে যাইতেছিল, কিন্তু প্রতিবিম্ব পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম গামী বোধ হইল। ১৮০৬ অব্দের ৬ই আগষ্ট মিনস্ সাহেব একটী আশ্চর্য্য মরীচিকা দেখিয়া ছিলেন। ইংলণ্ডের ডোবর উপকূলের দুর্গটী পর্ব্বতপারস্থ রামসগেট নামক স্থানের নিকট বোধ হইল এবং এই প্রতিবিম্বটী এত স্পষ্ট দেখা গেল, যে পর্ব্বত অদৃশ্য হইল। এইরূপে মধ্যে একটী বৃহৎ প্রণালী সত্ত্বেও ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের উপকূল দ্বয় কখন কখন একত্র সংলগ্ন বোধ হয়। মিসর ও ভারতবর্ষে এইরূপ মরীচিকা দেখা যায়। কর্ণেল টড সাহেব রাজপুতানার জয়পুর, হিসার এবং রোটা প্রভৃতি প্রদেশে সূর্য্যোদয় হইলে ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত দেখিয়াছেন এবং মার্ব্বেল পাথরের ন্যায় নানা রঙের ও নানা আকারের অট্টালিকা সকলও দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। ৬।৭ ক্রোশ দূরস্থিত আগারোয়া দুর্গের প্রতিবিম্ব পড়িয়া না কি এইরূপ হয়। হিসারের লোকে ইহাকে 'হরিশ্চন্দ্র রাজার দুর্গ' বলে।

৩—শূন্যস্থ মরীচিকা। ইহাতে একটী বস্তু যেখানে থাকে, তাহার উপরে শূন্যে তাহার প্রতিবিম্ব উলটা না হইয়া ঠিক্ চিত্রিত হয়। পোর্টার নামে এক সাহেব বাগদাদ নগরের নিকটস্থ মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতে করিতে টাইগ্রীস্ নদীর জল অনেক উচ্চে উত্থিত, দর্শন করিয়াছিলেন। এ প্রকার মরীচিকা প্রায় সমুদ্র বা উপকূলে দেখা যায়। ১৮২২ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন স্কোর্সবি ১৫ ক্রোশ দূর হইতে পিতার জাহাজ শূন্যে প্রতিবিম্বিত দেখিতে পান। সিসিলি ও ইটালীর মধ্যস্থ মেসিনা প্রণা-

নীতে একটী আশ্চর্য্য শূন্যস্থ মরীচিকা দেখা যায়, ইহাকে "ফেটা মর্গাণা" বলে। মনুষ্য, সৈন্যশ্রেণী, উদ্যান, গাড়ী ঘোড়া ও ঘর বাড়ীর প্রতিবিম্ব কখন তীরে, কখন জলে, কখন শূন্যে এবং কখন জলরাশির উপরে অস্পষ্ট দেখা যায়। কোয়াসা হইলে তাহা অতি স্পষ্ট হয়। অনেক সময় একটী বস্তুর দুই প্রতিবিম্ব হয় একটী সোজা ও অপরটী উল্টা। এক একটা পদার্থের প্রতিবিম্ব কখন ভয়ঙ্কর বৃহৎ দেখায়।

স। এরূপ হইবার কারণ কি?

মা। উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি হেতু ভূমিস্থ বায়ু অপেক্ষা সমুদ্রের উপরিস্থ বায়ু কখন ঘন ও কখন লঘু হয়, ইহাতেই আলোকের কিরণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পড়িয়া নানা প্রকার প্রতিবিম্ব উৎপন্ন করে।

সু। আচ্ছা মা, জলে যেমন একটা গাছের প্রতিবিম্ব উল্‌টিয়া পড়ে, মরীচিকায় সেরূপ কি প্রকারে হয়?

মা। যদি একটী গাছ দৃষ্টিগোচর হয় এবং উত্তাপে উপরিস্থ বায়ু অপেক্ষা নিম্নস্থ বায়ু লঘুতর হয়, তাহা হইলে গাছটী ঠিক্ দেখা যাইবে এবং তাহার নিম্নে একটী উল্‌টা প্রতিবিম্ব পড়িবে। ইহার কারণ এই, বৃক্ষ হইতে যে কিরণ চক্ষুতে আইসে, তাহা প্রথমে ভূমির উপরে ঘনতর হইতে লঘুতর বায়ুতে প্রায় সমতল রেখায় পড়ে, পরে ভগ্ন হইয়া বক্ররেখায় উঠিয়া দর্শকের চক্ষুতে পৌঁছে। ইহাতে অগ্রভাগের কিরণ নিম্নে এবং নিম্ন ভাগের ঊর্দ্ধে থাকে, সুতরাং ঠিক্ প্রতিবিম্ব পড়ে।

বিলাতের সংবাদ।

আমাদিগরে ভারতভূমির পরম বন্ধু বাবু কেশবচন্দ্র সেন ভারতের কল্যাণ সাধন একমাত্র লক্ষ্য করিয়া বিলাত গমন করাতে আমাদিগের পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে গত চৈত্র মাসের পত্রিকায় আমরা লিখিয়াছিলাম তাঁহার বিলাত গমন দ্বারা এদেশীয় স্ত্রীকুলের বিশেষ উপকার সাধনের আশা করা যায়। তিনি তথায় এতদ্দেশীয় অবলাগণের দুরবস্থা ও অভাব সম্বন্ধে যে সকল বক্তৃতা করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন, এবং তাহা মোচনের নিমিত্ত যে সকল উপায় গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছেন ও তাঁহার চেষ্টার যে সকল

সুফল এখনই কথঞ্চিৎ প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় আমাদিগের আশা নিষ্ফল হইবেক না। তাঁহার প্রতি ইংলণ্ডের বিদ্বান ও ধার্ম্মিক প্রভৃতি মহৎ লোকেরা প্রচুর সমাদর ও সম্মাননা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার এক মাত্র যত্ন ও চেষ্টাতে উৎসাহিত হইয়া অনেক বিদ্যাবতী ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা এবং সহৃদয় পুরুষ ভারতবর্ষের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত সভাবদ্ধ হইয়াছেন।

ভারতবর্ষের উন্নতি সাধনার্থে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী বৃষ্টল নগরে "বৃষ্টল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন" নামক একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। অনেক স্ত্রীলোক তাহার সভ্য হইয়াছেন এবং শুদ্ধ এদেশীয় স্ত্রীজাতির উন্নতিকর বিষয়ের আলোচনার নিমিত্ত ঐ সভার অন্তর্গত একটী বিশেষ স্ত্রী-সভা স্থাপিত হইয়াছে। মিস মেরি কার্পেন্টার এবং মিসসার্প প্রভৃতি ইণ্ডিয়ান মিরার সংবাদ পত্রে যে সকল পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় অনেক কোমল হৃদয়া ইউরোপীয় রমণী আমাদিগের দেশ সংস্কারক মহাশয়ের কার্য্যে সাহায্য দানে প্রস্তুত হইয়াছেন।

বিলাতের কয়েকটী সম্ভ্রান্ত ও বিদ্যাবতী মহিলা তাঁহাদিগের ভারতবর্ষীয়া একটী ভগ্নীকে কয়েক খান পত্র লিখিয়াছেন তাহার এক খানি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। পাঠিকাগণের গোচরার্থে তাহা হইতে কয়েক পংক্তি নিম্নে অনুবাদ করা হইল।

"আমি অত্যন্ত আশা করি আপনার নিকট হইতে আমার পত্রের একখান উত্তর পাইব। আপনার পত্র আপনার কোন বন্ধু আমাকে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া দিবেন। কারণ আপনি জানেন, আপনি যেমন আমার এই পত্র পড়িতে পারিবেন না. আমিও সেইরূপ বাঙ্গালা পড়িতে পারি না। আমি আশা করি আপনার বন্ধুরা আমার পত্র অনুবাদ করিতে অধিক কষ্ট বোধ করেন নাই। * * * * *

আমার ভারতবর্ষীয়া ভগ্নী এবং তাঁহার সন্তানেরা দেখিতে কিরূপ তাহা জানিতে পারিলে আমি বড় আহ্লাদিত হই। আপনার কন্যাদিগকেও দেখিবার নিমিত্ত তাহাদিগের ছবী পাইতে আমি বড় ইচ্ছা করি। আমি বোধ করি ভারতবর্ষের কতকগুলি লোক কন্যা অপেক্ষা পুত্র ভাল বিবেচনা করেন। কেমন ইহা সত্য কি না? কিন্তু এখানে আমরা পুত্র কন্যা সমান জ্ঞান করি। ইংরেজ স্ত্রী ও পুরুষেরা কতকগুলি বিষয়ে তুল্য, কিন্তু স্ত্রীদিগের পুরুষের ন্যায় তুল্য স্বাধীনতা নাই।. পুরুষেরা যেমন যেখানে ইচ্ছা করেন একাকী যাইতে পারেন, মেয়েরা সেইরূপ একাকী বাড়ী হইতে অন্য স্থানে যান না। দুইটী স্ত্রীলোক একত্র হইয়া রেলের গাড়ীতে ইংলণ্ডের যেখানে তাঁহাদিগের

ইচ্ছা হয় ভ্রমন করিতে পারেন। কিন্তু কেহ একাকী কোথাও সচরাচর যান না। স্ত্রীদিগের অপেক্ষা পুরুষদিগের শিক্ষাও উত্তম হয়। কিন্তু এখন লোকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে পুরুষদিগের সহিত স্ত্রীদিগের তুল্য রূপে শিক্ষা না দেওয়া অতিশয় অনুচিত কার্য্য, এবং তাঁহারা ১৮।১৯।২০ কিম্বা ততোধিক বয়স্ক অবলাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত কালেজ সকল স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

মিষ্টার সেন এখন লণ্ডন হইতে স্থানান্তরে গিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বড় দুঃখিত ছিলাম। আমরা নিজে যেমন তাঁহাকে দেখিয়াছি এবং তাঁহার কথা শুনিয়াছি, তেমনই আমাদিগের দেশস্থ বন্ধুরা যাহাতে তাঁহাকে দেখিতে এবং তাঁহার উপদেশাদি শুনিতে পান তাহার চেষ্টা করিয়াছি। তিনি এখন নগরে নগরে ভ্রমণ করিতেছেন এবং প্রায় প্রতি দিন বক্তৃতা বা উপদেশ দিতেছেন। আমার এক বন্ধু একটী নগর হইতে আমাকে পত্র লিখিয়াছেন যে তাঁহার উপদেশাদি শুনিয়া তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। গত সপ্তাহে মানচেষ্টার নগরে একটী বৃহৎ রমণীয় সভা হইয়াছিল তাহাতে প্রায় চারি হাজার লোক মিষ্টার সেনের বক্তৃতা শুনিতে উপস্থিত হন এবং তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শ্রোতাদিগের এত ভাল লাগিয়াছিল যে তাঁহারা ভয়ানকরূপে উৎসাহ ধ্বনি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আমাদিগের ভারতবর্ষীয় সমস্ত বন্ধুগণের নাম জানিতে ইচ্ছা করি।

আপনার ব্রাহ্মিকা ভগিনী
এলিজেবেথ সার্প।

নূতন সংবাদ।

১। আমরা আনন্দের সহিত পাঠিকাগণের গোচর করিতেছি গত ২৯ শ্রাবণ শনিবার দিবস ভারতেশ্বরী মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া এবং ভারতপুত্র মহাব্রত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের পরস্পর "সুখজনক সাক্ষাৎকার" ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কেশব বাবু আগামী আশ্বিন মাসের মধ্যে স্বদেশে ফিরিয়া আসিবেন। তিনি বিলাতের সর্ব্বত্র এদেশীয় অভাগিনী নারীগণের দুরবস্থা দূর করিবার চেষ্টা করিয়া বামাকুলের এবং বামাকুলহিতৈষীগণের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

পাঠিকাগণ! তোমাদিগের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা কোন প্রকার বাহ্যিক উপায়ে কি তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতে ইচ্ছা কর?

২। বিধবাকুলের পরম বন্ধু সুবিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক মাত্র পুত্র বাবু নারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৭ শ্রাবণ কলিকাতা মির্জাপুরে একটী বিধবা রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।

পাত্রীর নাম শ্রীমতী ভবসুন্দরী দেবী, বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর। ইনি খানাকুল কৃষ্ণনগর নিবাসী মৃত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা। নয় বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম বিবাহ হয় এবং দ্বাদশ বৎসরে তিনি বিধবা হন। পাত্রের এই প্রথম বিবাহ। তিনি এই বিবাহ দ্বারা তাঁহার পিতার মহৎ কার্য্যের যে বিশেষ সহায়তা করিলেন তাহা অপর লোক কর্ত্তৃক হইবার নয়। কন্যার মাতা স্বয়ং কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন।

৩। গত জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকায় গণেশ সুন্দরী নামে যে বিধবা রমণীর খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ ও তাঁহার জননী ও গৃহ পরিত্যাগের বিষয় আমরা লিখিয়াছিলাম, তিনি খৃষ্টানদিগের আশ্রয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় আপন মাতার নিকট আসিয়াছেন। শুনা যাইতেছে তিনি বলেন তাঁহার আর খৃষ্টান ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই। দুঃখের বিষয় এই তাঁহার জননী নিষ্ঠুর দেশাচার ও লোক ভয়ে স্বীয় তনয়াকে সচ্ছন্দপূর্ব্বক আপন পরিবার মধ্যে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কোন বিধবাবন্ধু সহৃদয় ব্যক্তি ঐ অনাথিনীকে আপন পরিবার মধ্যে আশ্রয় দিয়া তাঁহার কল্যাণ চেষ্টা করিতেছেন। আমরা আশা করি তিনি সৎসঙ্গ ও সদুপদেশ লাভ করিয়া মনের চঞ্চল ভাব দূর করত যাহাতে তাঁহার চির দুঃখের জীবনে জ্ঞান ধর্ম্ম ও পবিত্রতার সঞ্চার হয় সেই পথ অবলম্বন করিবেন।

৪। কপূরতলার মহারাজার বিধবা পত্নী আপনার দুই কন্যাকে লেখাপড়া শিখাইবার নিমিত্ত তাহাদিগকে লইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন।

৫। বঙ্গ মহিলা পত্রিকা লিখিয়াছেন, গত ৭ শ্রাবণে ভবানীপুরে একটী বিধবা বিবাহ হইয়াছে। বর কন্যা উভয়েই ব্রাহ্মণ জাতি।

৬। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি "বঙ্গবন্ধু" নামে একখান পাক্ষিক পত্র আমরা প্রাপ্ত হইতেছি। ১লা শ্রাবণ ঢাকা হইতে ইহার প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। ইহা সংবাদ পত্রের ন্যায় অথচ ধর্ম্ম ও স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয় সকলও ইহাতে বিশেষরূপে লিখিত হইতেছে। পত্রের প্রথম দর্শনেইআমাদিগের মনে বহুল আশা ওআনন্দ সঞ্চারিত হইল। পত্রখানি দীর্ঘজীবী হউক। উহার আকার ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রের ন্যায়। ডাক মাসুল সহিত অগ্রিম মূল্য ৪।৷৹ টাকা।

৭। আমরা উক্ত বঙ্গবন্ধু পাঠে আহ্লাদিত হইলাম ঢাকা জেলার অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণের শিক্ষার নিমিত্ত কয়েকজন বামাকুল হিতৈষী ব্যক্তির যত্নে ঢাকায় একটী অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা স্থাপিত হইয়াছে। ১২৭৭ সালের পাঠ্যপুস্তক ও পরীক্ষার নিয়মাদি ৬ই শ্রাবণের উক্ত পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। যাহারা তাহা

জানিতে ইচ্ছা করেন ঐ পত্র বা অবলাবান্ধব দেখিবেন। আমরা প্রার্থনা করি আমাদিগের ভ্রাতৃগণের শুভ চেষ্টা সফল হউক।

বামাগণের রচনা।

প্রার্থনা।

হে পতিতপাবন পরমেশ্বর! তোমা ভিন্ন অনাথার হৃদয় বেদনা আর কে দূর করিবে? তাহার পাপভারবহন ক্লেশ হইতে আর কে নিষ্কৃতি দিবে এবং কেই বা তাহার বিলাপ বচন শ্রবণ করিয়া চক্ষের জল মুছাইবে? দয়াময়! আমি প্রতিদিন কত পাপাচরণ করিতেছি, তবু তোমার নির্ম্মল দয়া হইতে ত বঞ্চিত হই নাই। কৃপাময় পাপী সন্তানের প্রতি তোমার যে বেশি দয়া! তবে কি তুমি এই অবলাকে পরিত্যাগ করিবে?—তা কখনই ত পারিবে না। নাথ! আমি যে ঐ অভয় চরণের দাসী। চরণ না পেলে ত ছাড়িব না! শুনেছি দয়াল নামে পাষাণ গলে, তবে এ কঠিন প্রাণ কেন না বিগলিত হইবে? পতিতপাবন ব্যতিরেকে পতিত অবলাকে আর কে উদ্ধার করিবে, মুক্তিদাতা ভিন্ন মুক্তির পথ আর কে দেখাইয়া দিবে? পিতা তুমি যে সাধনের ধন, ভক্তের হৃদয়ের সর্ব্বস্ব ধন! ভক্তি বিনা তোমাকে যে পাওয়া যায় না। কিন্তু নাথ! আমি তো সে ধনে বঞ্চিত। তবে তোমাকে কেমন করিয়া হৃদয়ে আনিতে পারিব? কৈ নাথ দিনান্তে ত একবার ডাকি না, আমার উপায় কি হইবে? পিতা এমন জীবন থাকিবার চেয়ে যে মৃত্যু ভাল ছিল।

দিবানিশি কেবল অনিত্য সংসার সুখে রত হইয়া জীবন অপবিত্র করিতেছি। হে ভয়হরণ! যখন সেই ভয়ঙ্কর মৃত্যুর দিন আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন ত পৃথিবীর কোন বস্তু আমাকে কালের গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। আত্মীয়গণের সকল চেষ্টা ও যত্ন বিফল হইবে। পরমাত্মীয়া স্নেহময়ী জননীর শোকাশ্রুপাতে ত কালের কঠিন হৃদয় ভিজিবে না এবং প্রিয়তম পতির প্রণয় শৃঙ্খল ত আমাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। এককালে সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচিয়া যাইবে। সে সময় তোমা ভিন্ন আর ত গতি নাই, তখন তোমার সেই মধুময় দয়া ব্যতিরেকে কে আর মধুর স্বরে সান্ত্বনা দিবে? তখন তব অনুচর ধর্ম্ম বিনা কে সঙ্গের সাথী হইবে? তাই প্রভু সকাতরে তোমার চরণে এই নিবেদন যেন ধর্ম্মকে জীবনের সার ধন বলিয়া জানিতে পারি এবং সেই প্রিয়সখার উপদেশের উপর নির্ভর করিয়া জীবনের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হই। নাথ! অনাথিনীর এই মনস্কামনা সিদ্ধ কর।

শ্রীদাক্ষায়ণী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৮৬ সংখ্যা। } আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১২৭৭। { ৬ষ্ঠ ভাগ।

বঙ্গীয় স্ত্রী-সমাজ।

পরের উপরে ভর কত দিন তরে?
চিন্ত আপনার হিত আপন অন্তরে।

বঙ্গদেশের বামাগণের যেরূপ দুরবস্থা ছিল প্রকৃত পক্ষে তাহার যে বড় অধিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে বোধ হয় না। তবে এই মাত্র বলা যায়, তাহাদিগের দুঃখের নিশার অবসান এবং সুখের ঊষার আভাস দেখা যাইতেছে। এদেশের পুরুষেরা শিক্ষিত হইয়া যে এবিষয়ে অধিক সাহায্য করিতেছেন তাহা বলা বাহুল্য। বস্তুতঃ এখন আমাদিগের মধ্যে সভ্য, বিদ্যাবতী, কি ধর্ম্মপরায়ণা যে সকল তরুণীর কথা শুনা যায়, তাঁহাদিগের প্রায় সকল উন্নতি পুরুষদিগের প্রভাবে। এরূপ প্রণালীতে স্ত্রীজাতির মঙ্গল চেষ্টা করা যে নিতান্ত আবশ্যক এবং অনেক স্থলে ইহার ফল যে যথেষ্ট লাভ হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু পুরুষ জাতির উপর স্ত্রীজাতির সকল বিষয় নির্ভর করিলে প্রকৃত উন্নতি না হইয়া অবনতি হইবার সম্ভাবনা। এক ত স্ত্রীজাতির যে সকল স্বভাবিক অভাব, তাহা পুরুষে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারেন না, সুতরাং তাহাতে তাহাদিগের আশানুরূপ সমহৃদয়তা হয় না। দ্বিতীয়তঃ পুরুষেরা প্রায় আপনাদিগের রুচি, অভাব ও অবস্থা অনুসারে তাহাদিগকে প্রস্তুত করিতে চাহেন। একজন

পণ্ডিত বলিয়াছেন যে ভল্লুককে চারি পায়ে চলিতে ও স্বভাবানুযায়ী শয়ন ভোজন ভ্রমণ করিতে না দিয়া যদি তাহাকে অলঙ্কার-মণ্ডিত করিয়া দুই পায়ে চলিতে এবং নানা প্রকার নৃত্য ও কৌতুক করিতে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে তাহার উন্নতি না বলিয়া অবনতি বলা যায়। স্ত্রীলোক-দিগের স্বভাব যদি রক্ষা করিতে চেষ্টা করা না হয় এবং তাহাদিগকে পুরুষের খেলনা স্বরূপ করা হয় তাহাতেও তাহাদের অধোগতি হয়। মানুষ স্বার্থপর, সুতরাং অধিকাংশ স্থলে পরোপকারও যখন করিতে যান তখনও স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিতে ত্রুটি করেন না। এই কারণে অনেকে আপনাদিগের আমোদের জন্য সাহেবদের মত স্ত্রীগণকে একটু লেখাপড়া, একটু গানবাদ্য, একটু ভালগোচ বেশভূষা পরিধান এইরূপ দশ গুণে অলঙ্কৃত করিতে চাহেন। এ সকলের জন্য পুরুষগণের দোষ দেওয়া আমাদিগের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু আমরা বলি, পুরুষগণ স্ত্রীগণের ঠিক্ শিক্ষক হইতে পারেন না এবং হইতে গেলে অধিকাংশ স্থলে তাহা-দিগকে প্রকৃত উন্নতিতে উত্থিত না করিয়া আপনাদিগের ইচ্ছায় বিকৃত করিয়া ফেলেন।

পুরুষগণ স্ত্রীজাতির জন্য যে উপকার করিতেছেন তাহা তাঁহাদিগের পক্ষে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদিগকে নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। যতদিন তাঁহারা নিজে আপনাদিগের বিষয় চিন্তা না করিতেছেন, স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে না পারিতেছেন ততদিন তাঁহাদিগের প্রকৃত স্থায়ী উন্নতি আরম্ভ হয় নাই বলিতে হইবে। প্রথম অবস্থায় সকলেরই পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয়, কিন্তু ক্রমে নিজের বলে চলিতে না শিখিলে চিরদিন অধীন অবস্থায় থাকিতে হইবে। লোকে সামান্যতঃ স্বাধীনতা ও অধীনতার যে অর্থ বলেন তাহা ঠিক্ নয়। যথা ইচ্ছা তথায় যাওয়া, যে সে লোকের সহিত কথা বার্ত্তা কহা, খাদ্যাখাদ্যের বিচার না করা, একাকী রাজমার্গে ভ্রমণ এ সকল যদি কেবল পুরুষদিগের উপদেশে স্ত্রীগণ শিক্ষা করিয়া থাকেন এবং বাধ্য হইয়া সাধন করেন ইহা অপেক্ষা পরাধীনতা ও স্বভাব বিরুদ্ধ কার্য্য কি হইতে পারে? কিন্তু এক জন স্ত্রীলোক যদি লজ্জাশীলা

হইয়া গৃহমধ্যে থাকিয়া রীতিমত সন্তান প্রতিপালন, গৃহকার্য্য সাধন, জ্ঞান লাভ এবং ধর্ম্মোন্নতি করিতে থাকেন তাঁহাকে প্রকৃত স্বাধীন বলিয়া সাধুবাদ করা যায়। স্ত্রীগণ যাহা কিছু স্বয়ং কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক সাধন করেন তাহাই স্বাধীনতা; তদ্ভিন্ন তোতা পাখীর মত পাঠ, পুতুলের মত সাজ পরা বা যন্ত্রের মত পরের ইচ্ছাধীনে কাজ করা অধীনতা। স্বাধীনতা ও অধীনতার এই সংক্ষেপ লক্ষণ।

আমরা মনে করি যে বামাগণকে জ্ঞান দান করা আমাদিগের কার্য্য। ইহাদ্বারা তাঁহারা কোন্‌টী সৎ কোন্‌টী অসৎ, কোন্‌টী কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহারা স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া কর্ত্তব্য সাধন ও অকর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিবেন এইটী আমাদিগের আশা। পরমেশ্বর প্রত্যেক মনুষ্যকে নিজের কর্ত্তব্য সাধনের জন্য দায়ী এবং অকর্ত্তব্য অনুষ্ঠানের জন্য দোষী গণনা করেন—তদনুরূপ পুরস্কার ও দণ্ডও দেন। অতএব সর্ব্বজ্ঞ ন্যায়বান্ ঈশ্বর প্রত্যেককে যে আবশ্যক মত ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। এক জন মনুষ্য আর এক জনকে ধর্ম্ম সাধনে সাহায্য ও উৎসাহ দিতে পারেন, কিন্তু বাধ্যবাধকতা প্রদর্শন করিয়া অন্য দ্বারা সহস্র সৎ-কার্য্য সম্পাদিত করিলেও তাহাকে প্রকৃত ধর্ম্ম বলা যায় না। অতএব নারীগণ কোন রূপে পুরুষগণের দাস বা যন্ত্র স্বরূপ না হইয়া যাহাতে স্বাধীন ভাবে আপনাদিগের কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করিতে পারেন তাহার উপায় করিতে পারিলেই স্ত্রীগণের যথার্থ উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইবে এবং তাঁহারা সহজে সেই পথে অগ্রসর হইয়া আপনাদিগের ও জনসমাজের কল্যাণ বিধান করিবেন।

অদ্য আমরা একটী স্ত্রী-সমাজের প্রস্তাব করিতেছি। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় পুরুষের ন্যায় নারীগণ সমবেত হইয়া কার্য্য করেন এবং তাহাতে কেমন সুন্দর রূপে কত মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হয়! এদেশের স্ত্রী-লোকেরা কি কখন কোন সাধারণ কার্য্যোপলক্ষে মিলিত হন? তাঁহারা এক নিমন্ত্রণ স্থলে বা যাত্রাস্থলে অনেকে একত্র হন এবং তাহাতে পরস্পরের অহঙ্কার, দ্বেষ হিংসা কলহ বৃদ্ধি, বা অতি ইতর সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ অশিক্ষিত চির পরাধীন অবলাগণ হইতে আর অধিক

কি প্রত্যাশা করা যাইবে? কিন্তু এক্ষণে অনেক স্থলে অনেক নারীত শিক্ষিত, সভ্য ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মালোকরঞ্জিত হইতেছেন, তাঁহারা সুবিধামতে কি পরস্পরে মিলিত হন? কিসে আপনাদিগের হীনতা দূর হইবে, প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে, পরিবার সকল বিশোধিত, সমাজ সংস্কৃত হইবে তাহার উপায় চিন্তা করেন? অন্ততঃ তাঁহারা নিজের যত্নে আপনাদিগের অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্য সকল কতদূর সম্পাদন করিতে পারেন তাহার উপায় কি অবলম্বন করিয়া থাকেন? পুরুষেরা তাঁহাদিগের যে উন্নতি দান করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা নিজে সচেষ্ট হইয়া তাহার সঙ্গে কি যোগ দিতেছেন? নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে ধরিয়া একটী পথে অগ্রসর করিয়া দিলে কি হইবে? যেখানে তাহাদিগকে রাখা যাইবে সেই খানে নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবে। হে বঙ্গীয় ভগিনীগণ! সচেতন হও! আপনাদিগের উৎসাহ ও বল প্রদর্শন কর। তোমাদিগের সম্মুখে প্রশস্ত কার্য্য ক্ষেত্র রহিয়াছে, স্বাধীনতা ও সুখ সচ্ছন্দের শত দ্বার প্রসারিত। আপনা আপনি ঐক্য বন্ধন করিয়া আপনাদিগের উন্নতির চেষ্টা কর। পুরুষদিগের হস্ত ধারণ করিয়া পদ চালনা শিক্ষা কর, কিন্তু চিরকাল তাহাদিগের মুখাপেক্ষা করিয়া, থাকিলে অল্প কল্যাণ লাভ করিবে। পাঁচটী উন্নত স্ত্রীলোক একত্র হইয়া স্বজাতির উন্নতি চেষ্টা করিলে যত কৃতকার্য্য হইবে শত পুরুষের পক্ষে তাহা অসম্ভব।

আমাদিগের ব্রাহ্মিকা ভগিনীগণ বঙ্গীয় নারীকুলের ভাবী উন্নতির পথ প্রদর্শিনী। আমরা একান্ত আশা করি তাঁহারা আলস্য, অনৈক্য, ঔদাসীন্য, অধীনতা ও স্বেচ্ছাচার ইত্যাদি নীচ ভাবে কলঙ্কিত না হইয়া আপনাদিগের উন্নত চরিত্রের পরিচয় দিউন এবং একটী বঙ্গীয় স্ত্রীসমাজ সংগঠন করিয়া আপনাদিগের যত্নে ঈশ্বরের আদেশ পালন করিতে নিযুক্ত হউন। জলে না নামিলে সন্তরণ শিক্ষা হয় না, কার্য্যে নিযুক্ত না হইলেও বল লাভ হয় না। "সৎকার্য্য সাধনে ঈশ্বর সহায়" এই মহাবাক্য অবলম্বন করিয়া কার্য্যারম্ভ করুন, দেখিবেন যাহা এখন অসাধ্য বোধ হইতেছে, সুসাধ্য হইয়া যাইবে।

ইউরোপীয় যুদ্ধ।

যুদ্ধ এরূপ ভয়ঙ্কর পদার্থ যে তাহা কোমলহৃদয় বামাগণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া তাঁহাদিগকে ব্যথিত করিতে ইচ্ছা হয় না। মনুষ্যের সৃষ্টিকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত ইহাদ্বারা পৃথিবী যে কত অসংখ্য বার রক্তস্রোতে ভাসিল, কত মনুষ্য যে ধন মান প্রাণ হারাইল এবং কত নির্দ্দোষ নিরীহ ব্যক্তি যে নিরপরাধে নির্যাতন সহ্য করিল তাহা কে গণনা করিতে পারে? এক এক সময় ইহাদ্বারা যত মাতা ক্রোড়শূন্য, যত সাধ্বী বিধবা এবং যত সন্তান পিতৃহীন হইয়াছে, এত কি কখন আর কোন ঘটনা দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে? অনেকে মনে করেন অসভ্যকালেই যুদ্ধ হত্যার নৃশংস ব্যাপার ছিল, এ সভ্য সময়ে সে প্রকার নির্ব্বোধ নিষ্ঠুরের কার্য্যে কেন লোকে হস্তার্পণ করিবে? বাস্তবিকও পৃথিবীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য সমাজে স্নেহ ও সদ্ভাবের যত বৃদ্ধি হইবে, ততই যুদ্ধের নাম বিলুপ্ত হইয়া শান্তি ও পবিত্রতার রাজ্য বিস্তারিত হইবে এবং যত মনুষ্যগণ এক ঈশ্বরকে পিতা এবং পরস্পরকে ভ্রাতা বলিয়া প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারিবে ততই যুদ্ধ অসম্ভব হইয়া পড়িবে এরূপ আশা করা যায়। কিন্তু এই সুখকর আশার দিন যে কত দূরে, তাহা কে বলিতে পারে? সুসভ্য জ্ঞানাভিমানী ও ধর্ম্মাভিমানী জাতিদিগের মধ্যে যদি এই আসুরিক ঘটনা চলিতে লাগিল, তাহা হইলে অদ্যাপি পৃথিবীর অবস্থা যে অতি শোচনীয় তাহারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

কেহ কেহ যুদ্ধকে আবশ্যক ও ইষ্টকর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। কোন্ স্থলে আবশ্যক? আত্মরক্ষার্থে ইহা আবশ্যক তাহার সন্দেহ নাই। এই জন্য স্বদেশ রক্ষার্থ, স্বাধীনতা লাভার্থ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করা বীরধর্ম্ম বলিয়া বর্ণিত আছে। কিন্তু সেরূপ যুদ্ধ সচরাচর ঘটে না, এবং ঘটিলেও তাহা কেবল আত্মরক্ষার সীমায় বদ্ধ না থাকিয়া বৈরনির্যাতনে পরিণত হয়। রাজায় রাজায়, দেশে দেশে যে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হয়, তাহার ফলে যদিও সৃষ্টি উৎসন্ন যায় কিন্তু তাহার কারণ অতি সামান্য। বর্ত্তমান যুদ্ধ ঘটনা তাহার একটী বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থল। যুদ্ধ হইতে রাজ্যের নূতন

পত্তন, নিয়ম সংশোধন, প্রাচীন কুসংস্কার নাশ প্রভৃতি আনুষঙ্গিক অনেক লাভ হয় বটে, কিন্তু ঈশ্বরের জগতে কোন্ কার্য্য মঙ্গল ফল প্রসব না করে? রোগ, শোক, মৃত্যু, পাপ সকল হইতে দয়াময় ঈশ্বর কল্যাণ উৎপাদন করেন। কিন্তু যুদ্ধ দ্বারা যে অবর্ণনীয় অগণ্য বিপদ্ ঘটে তাহার জন্য যুদ্ধকর্ত্তারা কি সম্পূর্ণ দায়ী নহেন? শরীরের বল দ্বারা শত্রুকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করা পশু ও অসভ্যের কার্য্য। সভ্যজাতিরা সদ্ভাব ও সৎকার্য্য দ্বারা পরস্পরকে জয় করিবেন।

এক্ষণে আমরা একবার বর্ত্তমান যুদ্ধটীর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই। যে ইউরোপ খণ্ডে আমাদিগের রাজদেশ ইংলণ্ড, তথায় ফ্রান্স ও প্রুসিয়া নামে আর দুইটী প্রধান রাজ্য আছে। ফ্রান্স ইংলণ্ড অপেক্ষাও প্রাচীন এবং বিজ্ঞানাদি বিষয়ে পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় বলা যায়। প্রুসিয়া অতি অল্প দিন গণনাস্থলে আসিয়াছে, কিন্তু এই অল্প দিনের মধ্যে ইহাও ক্ষমতায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সমতুল্য। বহুকালাবধি ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের শত্রুতা ছিল, কিন্তু কিছুকাল হইতে মিত্রতাবন্ধন হইয়াছে। ১৮১৫ অব্দে ওয়াটারলুর প্রসিদ্ধ যুদ্ধে ফ্রান্সের সম্রাট্ অদ্বিতীয় বীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টী পরাস্ত হন, তাহাতে ইংলণ্ড ও প্রুসিয়া উভয়েই তাঁহার দমনার্থ চেষ্টা করে এবং প্রুসিয়ারাই তাঁহাকে কারাবদ্ধ করে। প্রুসিয়ার সহিত ইংলণ্ডের মিলন বরাবর আছে। ইংলণ্ডেশ্বরীর জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত প্রুসিয়রাজের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ হয়। আমাদিগের রাজ-জামাতার নাম হোহেনজলারন্। ফ্রান্সের দক্ষিণে স্পেন নামে একটী রাজ্য আছে। ইহা ফ্রান্স অপেক্ষাও প্রাচীন এবং ইহার রাজ্ঞী ইসাবেলার সাহায্যে ১৪৯২ খৃঃ অব্দে কলম্বস্ নূতন পৃথিবী আবিষ্কার করেন। কিছু দিন হইল স্পেনের লোকেরা তত্রত্য বিধবা রাজ্ঞীর প্রতি বিরাগী হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করে এবং ইউরোপের কোন রাজবংশ হইতে একটী উপযুক্ত রাজা মনোনীত করিবার চেষ্টা করে।* যুবরাজ

* রাজ্ঞীর শিশু পুত্র এক্ষণে স্পেন রাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন শুনা যায়। পদচ্যুতা রাজ্ঞীর প্রজাদিগের দুর্ব্ব্যবহার অনেক পরিতাপ করিয়াছেন।

হোহেনঝলারন্ সিংহাসন প্রার্থী হইলে স্পেনীয়েরা তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিল। ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন্ দেখিলেন যে প্রুসিয়া ও স্পেন দুই রাজ্য একত্র হইলে ভয়ঙ্কর প্রবল হইবে, অতএব আপত্তি উত্থাপন করিলেন। হোহেন ভদ্রতা প্রকাশ করিয়া রাজ্যলোভ পরিত্যাগ করিলেন। ফ্রান্স মহারাজ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া প্রুসিয়া-রাজকে লিখিয়া দিতে বলিলেন যে তিনি আর কস্মিন্ কালে এরূপ লোভ করিবেন না, প্রতিজ্ঞা করুন্। প্রুসিয়ার রাজা ইহাতে আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ফ্রান্সও আনন্দ পূর্ব্বক সমর সজ্জায় প্রস্তুত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে ফ্রান্সের অত্যন্ত গর্ব্ব হইয়াছিল, এবং ফরাসিরা পৃথিবী জয় করিবার উদ্যোগ করিতে-ছিলেন। কিন্তু তাহাদিগের অনেকে সম্রাটের রাজত্বের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। অনেকে বলেন বিদ্রোহোন্মুখ প্রজাদিগকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য সম্রাট একটী সুযোগ খুঁজিতে ছিলেন। তাহাতেই এই যুদ্ধ বাঁধান তাঁহার মনোগত ছিল। যাহা হউক যুদ্ধারম্ভে সম্রাট্ পত্নীর উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র, সমভিব্যাহারে বীরত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য বহির্গত হইলেন। এদিকে প্রুসিয়ার যুবরাজ অগ্রসর হইয়া ফ্রান্স রাজ্য আক্রমণ করিলেন। উভয় দলেই অপরিমেয় সৈন্য, উভয়েই প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিলেন, উভয় দলেই অনেক সৈন্য ক্ষয় হইতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়: ফ্রান্সের দর্প মাত্র সার হইল। প্রথম হইতেই জয়লক্ষ্মী প্রুসীয়দিগের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রগামিনী হইতে লাগি-লেন। তাহারা ক্রমে ক্রমে ফ্রান্সের রাজধানী পারিসের সন্নিকট উপস্থিত হইল। কিন্তু ইতিমধ্যেই যুদ্ধ শেষের উপক্রমে বোধ হইতেছে। সংবাদ আসিয়াছে সম্প্রতি ফ্রান্সের অনেক সেনা প্রুসিয়ার শরণাগত হইয়াছে এবং সম্রাটও নিজে প্রুসিয়া রাজের নিকট ধরা দিয়াছেন। তিনি সসৈন্যে যদি বন্দী হইলেন তবে প্রুসীয়দিগের জয়ের কি অবশিষ্ট রহিল? এই সকল ঘটনা উপন্যাসের ন্যায় বোধ হয়। কিন্তু ইহার মূলে অনেক কারণ থাকিবে, তাহাতেই ফ্রান্সের এরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে। সম্রাটের প্রতি প্রজাগণ যে অনুরক্ত নয় এবং ফরাসীদিগের মধ্যে অনৈক্যতা প্রবেশ

করিয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই যুদ্ধ দ্বারা নেপোলিয়ানের এই লাভ হইল সুখে রাজত্ব করিতেছিলেন, কিন্তু বোধ হয় তাঁহার বংশের রাজত্ব শেষ হইল। প্রুসীয়া জয়ী হইয়াছেন বটে, কিন্তু ফ্রান্স সাম্রাজ্য জয় করা কথার কথা নহে এবং তাহা করিলেও তাহার উপর রাজত্ব করা সহজ সাধ্য নয়। ফরাসীদের ন্যায় প্রুসীয়দিগেরও বিস্তর লোক হানি হইয়াছে। এই উভয় জাতি কি কারণে যুদ্ধ করিলেন এবং কি ফল লাভ করিলেন, স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে এককালে হাস্য ও ক্রন্দন করিতে হয়। যাহা হউক এই পর্য্যন্ত হইয়া যুদ্ধ ক্ষান্ত হইলেও মঙ্গলের বিষয়।

বাজবাহাদুরের হিন্দু রাণী।

মালব বিদ্রোহের পর তদ্রাজ্যের পুনগ্রহণ কালে একটী শোকাবহ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। বাজবাহাদুরের গুণবতী হিন্দুভার্য্যা অত্যন্ত রূপবতীও ছিলেন। তিনি হিন্দিভাষায় অনেক গুলি কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। প্রিয়পতির পলায়নের পর তাহাকে দুর্ভাগ্য ক্রমে বিজয়ী আদম-খাঁর হস্তে নিপতিত হইতে হইল। আদম খাঁ তদীয় সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া বিস্তর অনুনয়েও নিষ্ফল হইলে, অবশেষে বল প্রয়োগের আশঙ্কা প্রদর্শন করাতে সাধ্বী কৌশল পূর্ব্বক বলিলেন, সন্ধ্যার সময় তাহার সাক্ষাৎকার লাভ হইবে। যথাকাল সমুপস্থিত হইবার পূর্ব্বে রাজ্ঞী নানাবিধ মহামূল্য বসন ও অলঙ্কার দামে বিভূষিতা হইয়া, অবগুণ্ঠনাবৃত বদনে এক মহার্ঘ পর্য্যঙ্কে শয়িতা রহিলেন। তাহার পরিচারিকাগণ তাহাকে নিদ্রিতা মনে করিয়াছিল। বিজয়ী আদম খাঁর আগমন মাত্র তাহারা রাজ্ঞীকে জাগরিতা করিতে গিয়া দেখিল তিনি হলাহল পানে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

অস্ত যায় দিনমণি, পশ্চিম গগণে
ঐ লোহিত বরন।

কষিত কাঞ্চন বিভা, মেঘের অঞ্চলে কিবা,
বিজলীর রেখা প্রায়, শোভিত রঞ্জন।
কাল কামিনীর অঙ্গে বিচিত্র ভূষণ।

ত্যজিল কিরীট কান্তি কাননের শৃঙ্গ, আর
পর্ব্বত শিখর।
তরুরে ত্যজিল মায়া, পাছে তার নাহি ছায়া,
ত্যজি পক্ষী গগণেরে কুলায়ে তৎপর।
ত্যজিয়াছে বাজরাজ মালব সুন্দর।

ত্যজিয়াছে বাজরাজ মালব সুন্দরীরে,
অনাথিনী প্রায়।
বিজাতী শত্রুর ভরে, একাকিনী পশে ঘরে,
ধীরে ধীরে আজ ধনী শয়িত শয্যায়।
বসন অঞ্চলে ঢাকি বদন বিভায়।

আসিছে আদম জয়ী লভিতে সুন্দরীরে
মালবের সার।
উল্লাসে প্রমত্ত মন, লভিতে প্রেমের ধন,
এত যে কোরেছ রণ, আজি পুরস্কার।
লভিবে বিজয়ী আজ রাজীব আশার।

সদর্পে পশিছে জয়ী রাণীর আগারে, আহা
সুখ নিকেতনে।
সৌরভে পুরিল ঘ্রাণ, সার্থক নয়ন প্রাণ,
মহার্ঘ বসনে ঢাকা সুন্দরী বদন।
রূপেতে করিল জয় বিজয়ীর মন।

একাকিনী শুয়ে বামা শোভিত শয্যায়, আহা
মূরতি মোহন।
নীরব সে নিকেতন, বহে সুধু সমীরণ,
দুখশ্বাসে ক্ষণে ক্ষণ, করিতে রোদন—
কোথা বাহাদুর বাজ আজ হে এখন!

উল্লাসে আইল জয়ী হরিতে কুসুম রে,
মালব উদ্যানে।
মোহিত বীরের মতি, আইল সে দ্রুতগতি,
দেখে ধনী নিদ্রাবতী, মলিন বয়ানে।
নাহি শ্বাস, নাহি হাস, নাহিক সজ্ঞানে।

চমকিল বীরহিয়া দেখিয়া সুন্দরীরে
স্থির অচঞ্চল।
"উঠ উঠ প্রাণ ধন, এই দেখ কে এখন":—
কহিল জয়ী তখন, ফেলিয়া অঞ্চল।
নাহি বাক্, নাহি সরে বদন কমল।

ধর হে মালবজয়ী সুন্দরীর কর, তোল
হাতেতে ধরিয়া।
দেখ তার মুখ ধরি, কাঁদিছে কি সে সুন্দরী,
দুখিনী কি বাজরানী রাজত্ব লাগিয়া?
ধরমের দুর্গ তার কে লয় জিনিয়া?

ধরিল সুন্দরী-কর, ফেলিল সে কর ফিরে,
ত্যজিয়া নিশ্বাস।

দেখ ওহে দুরাচার, নিধন কেমন তার,
বাড়ায়েছে রূপ, তোমা করিয়া নিরাশ।
ছুঁয়োনা সতীরে যাও আপন আবাস।

হলাহল পানে ধনী ত্যজিয়াছে প্রাণ রে,
তোমার জ্বালায়।
ওই দেখ বিষাধার, পাশেতে রোয়েছে তার,
শিখাইতে দুরাচার, ধরম তোমায়।
কেমন প্রশান্ত মনে সেবিয়াছে তায়:

ফিরে যাও হে বিজয়ি, নারী-পরাজিত তুমি
হয়েছ নিশ্চয়।
বোলো লোকে প্রকাশিয়া, এ নারীরে বীর হিয়া,
তব বীর তরবারি হোতেও দুর্জ্জয়।
সতীর সতীত্ব কভু ভাঙ্গিবার নয়।

এ নারীর ধর্ম্মযশ ঘোষিবে কবির গীত
চিরদিন ভবে।
যুগান্তর গত হবে, তোমারে দুষিবে সবে,
যশের মন্দিরে সতী সজীবন রবে।
বীরাঙ্গনা সতী বলে দশে তারে কবে।

প্রাণি-বিদ্যা।

বিহঙ্গ জাতি।

মনুষ্যাপেক্ষা যত নিম্নশ্রেণীস্থ প্রাণির বিষয় আলোচনা করা যায়, দৃষ্ট হইয়া থাকে যে ক্রমে শারীরিক গঠন ও শক্তির হ্রাস ও পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে। মনুষ্যাপেক্ষা চতুষ্পদ জন্তুদিগের আকৃতি অনেক

নিকৃষ্ট। মনুষ্যের শ্রী চতুষ্পদ জন্তুতে দৃষ্ট হয় না, আবার চতুষ্পদ জন্তু অপেক্ষা পক্ষীদিগের গঠন নিকৃষ্ট। দুই হস্ত ও দুই পদের পরিবর্ত্তে চারি পদ, আবার চারি পদের পরিবর্ত্তে দুই পদ এবং দুই পক্ষ দৃষ্ট হইতেছে। মনুষ্যের শরীর রোমাদি দ্বারা আবৃত নহে, চতুষ্পদদিগের শরীর রোম ও চর্ম্মে আবৃত, পক্ষিগণ পালকে আবৃত। আমাদের যেমন দুই হস্ত পক্ষিদিগের সেইরূপ দুইটী পক্ষ অর্থাৎ ডানা আছে। তাহাদের মুখ, চক্ষু, নাসিকা ও শ্রবণ আছে। ইহারা স্তন্যপায়ী জন্তুর ন্যায় ফুস ফুস দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সাধন করে এবং ইহাদের শোণিত উষ্ণ। যদিও এই সমস্ত বিষয়ে পক্ষী ও স্তন্যপায়ীর সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু শাবকোৎপত্তি বিষয়ে ইহাদিগের সহিত মৎস্য জাতির সাদৃশ্য আছে। মৎস্যদিগের ন্যায় পক্ষিগণ অণ্ড প্রসব করে। ইহাদিগকে অণ্ডজ কহে। ইহাদের হৃদয়ের প্রকোষ্ঠ আছে।

পক্ষীরা কি কারণে সহজে উড়িতে পারে তাহাদিগের শারীরিক গঠন সুন্দররূপে আলোচনা করিলেই হৃদ্গত হইবে।

কঙ্কাল। পশুদিগের অপেক্ষা পক্ষীদের গ্রীবা দীর্ঘতর এবং সকল দিকে চালিত হইতে পারে। ইহারা ভূমি বা জলমধ্য হইতে গ্রীবা প্রসারণ দ্বারা খাদ্য গ্রহণ করে এবং গ্রীবা দীর্ঘ না হইলে তৎকার্য্য সম্পাদনের ব্যাঘাত জন্মিত, সেই জন্য কৃপাময় পরমেশ্বর তাহাদিগের পদদ্বয় অপেক্ষা গ্রীবাকে অধিকতর দীর্ঘ করিয়া দিয়াছেন। সন্তারক পক্ষীদিগের গ্রীবা তাহাদিগের শরীরাপেক্ষা দীর্ঘতর যেহেতু তাহা না হইলে তাহারা জলনিম্ন হইতে খাদ্য গ্রহণ করিতে সক্ষম হইত না। বিহঙ্গদিগের জাতি অনুসারে গ্রীবাস্থ কসেরু (ঘাড়ের হাড়) সংখ্যার অল্পাধিক্য হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ১২ হইতে ১৫ সংখ্যা পর্য্যন্ত কসেরু দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু কোন কোন বিহঙ্গের ইহা অপেক্ষাও অল্প বা অধিক হয়। চটক পক্ষীর নয় খানি মাত্র, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র হংসের ত্রয়োবিংশতি সংখ্যা হইয়া থাকে। কসেরুরাজির অবস্থান গুণে গ্রীবার পরিচালিকা শক্তি ও শোভা হইয়াছে। তাহারা পরস্পর আশ্রয় আশ্রিত ভাবে স্থাপিত হইয়া কার্য্য করে। যেমন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোড়ের চাকা উপরে উপরে মন্দিরের ন্যায় করিয়া

রাখিলে হইয়া থাকে, এই গ্রীবার অস্থি খণ্ড গুলিও সেইরূপ। একখানি দীর্ঘ অস্থি দিলে তাহা যে দিকে ইচ্ছা সহজে চালিত হইতে পারিত না সেই জন্য পরমেশ্বর খণ্ড খণ্ড অস্থি উপরে উপরে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং উহারা মাংস পেশী দ্বারা শরীরের সহিত আবদ্ধ থাকায় পড়িয়া যায় না; ইহাতে জগদীশ্বরের অসীম জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে।

পক্ষীদের পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড অন্য প্রকারে সংস্থাপিত। তাহাদের পৃষ্ঠের গতি শক্তির আবশ্যকতা নাই সেই জন্য জগদীশ্বর তাহাকে সচল না করিয়া দৃঢ়রূপে সংস্থাপন করিয়াছেন। এই প্রণালীর জন্য পৃষ্ঠাস্থি অত্যন্ত দৃঢ় ও সবল এবং শরীরস্থ আর সমুদায় অস্থির আধার স্বরূপ হইয়াছে। এই পৃষ্ঠাস্থির সহিত বিহঙ্গদের পক্ষাস্থির সংযোগ আছে। যে সকল পক্ষী উড়িতে পারে না তাহাদের পৃষ্ঠাস্থি একবারে অচল হয় না, সুতরাং তাহারা শরীরকে কিয়ৎ পরিমাণে পরিচালন করিতে পারে।

বিহঙ্গ কঙ্কালে আর একটী কৌশল দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে সকল পক্ষী উড়িতে পারে তাহাদের বক্ষাস্থি হইতে এক খানি পক্ষাধার অস্থি বহির্গত হয়। যে সকল মাংসপেশী দ্বারা পক্ষদ্বয় সঞ্চালিত হয় এই অস্থি তৎ সমস্তের ক্রিয়া বৃদ্ধি করে। উড্ডয়ন শক্তির ন্যূনাতিরেকে এই অস্থির দৈর্ঘ্যের তারতম্য হইয়া থাকে। হংস, কুক্কুট, উষ্ট্র পক্ষী প্রভৃতি যে সমস্ত বিহঙ্গ উড়িতে পারে না তাহাদের ঐ পক্ষাধার অস্থি নাই।

শ্বসনক্রিয়া। বিহঙ্গদিগের শ্বসনক্রিয়া অতি চমৎকার ব্যাপার। ইহাদের ফুস্ ফুস্ আমাদের ন্যায় বক্ষ বিবরে সংস্থাপিত না হইয়া পঞ্জরের সহিত সংযোজিত, এবং ঐ ফুস্ ফুসের গাত্রে অনেকগুলি ছিদ্র আছে। ঐ ছিদ্র মধ্য হইতে কতিপয় বায়ু নালী বহির্গত হইয়া শরীরের ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন করিয়াছে; সুতরাং বায়ুকোষ মধ্যে নিশ্বাস দ্বারা যে বায়ু গৃহীত হয় তাহা ঐ বায়ুনালী সমূহ দ্বারা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। পক্ষীদিগের অস্থি শূন্যগর্ভ অর্থাৎ ফাঁপা, আমাদের অস্থির মধ্যে যেমন মজ্জা থাকে তাহাদের অস্থিতে সেরূপ নাই। কিন্তু যে সকল পক্ষী উড়িতে পারে না তাহাদের অস্থি শূন্য গর্ভ নহে। উড্ডয়নশীল পক্ষীদিগের অস্থি শূন্যগর্ভ হওয়ায় তন্মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে। তাহাদের

পালকের মূলভাগ পর্য্যন্ত বায়ু গমন করে। এইরূপে সমুদায় শরীরটী বায়ুপূর্ণ হওয়ায় অত্যন্ত লঘু হয় এবং উড়িবার পক্ষে বড় উপযোগী হইয়া থাকে। কোন জন্তুর শরীরের মধ্যে এরূপ বায়ু প্রবেশ করে না। আমাদের বায়ুকোষেতেই বায়ু সঞ্চিত থাকে, কিন্তু পক্ষীদিগের সর্ব্বাঙ্গ বায়ুপূর্ণ। যদি কোন উড্ডয়নশীল পক্ষীর কোন অঙ্গের একখানি অস্থি ভগ্ন হয়, তাহা হইলে সেই ক্ষত স্থান দিয়া বায়ু বিনির্গত হইয়া থাকে। বিহঙ্গদিগের শ্বসনক্রিয়া এরূপ প্রবল বলিয়া তাহাদের শোণিতের উষ্ণতা অধিক। মনুষ্য শোণিতাপেক্ষা পক্ষিশোণিত উষ্ণতর। আমাদের শোণিত ৯৮, কিন্তু পক্ষিশরীরে তাপমান যন্ত্র ধারণ করিলে এক শত কখন বা এক শত দশ ডিগ্রি পর্য্যন্ত পারদ উঠিয়া থাকে। এইরূপ আন্তরিক উষ্ণতা থাকায় পক্ষীরা অত্যন্ত শীত সহ্য করিয়া থাকে।

রক্ত সঞ্চলন। বিহঙ্গদিগের রক্ত সঞ্চলন ক্রিয়া বিষয়ে স্তন্যপায়ীদিগের সহিত কোন প্রভেদ নাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে পক্ষিহৃদয়ের চারিটী প্রকোষ্ঠ। তন্মধ্যে দুইটী নিম্ন প্রকোষ্ঠ, দুইটী ঊর্দ্ধ্ব প্রকোষ্ঠ। শোণিত বামদিকের নিম্ন প্রকোষ্ঠ হইতে প্রবাহিকা নাড়ী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বাঙ্গে প্রবাহিত হয়, পরে দক্ষিণ ঊর্দ্ধ্ব প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তথা হইতে দক্ষিণ নিম্ন প্রকোষ্ঠে এবং তথা হইতে শিরা দ্বারা বায়ুকোষে প্রবিষ্ট হয় এবং অম্লকর বায়ু সংযোগে বিশুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার বাম ঊর্দ্ধ্ব প্রকোষ্ঠে এবং তদনন্তর বাম নিম্ন প্রকোষ্ঠে গমন করে। আমাদিগের শরীরেও রক্ত এইরূপে চলিয়া থাকে।

আবরণ। বিহঙ্গদিগের গাত্রাবরণের বর্ণ ও আকারের এরূপ বৈচিত্র যে তাহা কল্পনাতেও অনুভব করা যায় না এবং তাহা দর্শন করিলে অপার আনন্দ অনুভূত হয়। উৎক্রোশের পক্ষ ঘন এবং দৃঢ়, উষ্ট্র পক্ষীর পালক এলায়িত এবং কুঞ্চিত (অর্থাৎ আলগা এবং কোঁকড়ান) এবং পেঙ্গিন নামক বিদেশীয় পক্ষীর শল্ক (আঁইশ) সদৃশ আবরণ দেখিলে তাহাকে পক্ষী বলিয়া বোধ হয় না। তাহাদের বর্ণও নানা প্রকার। নীলকণ্ঠ পক্ষীর উজ্জ্বল নীলবর্ণ, কোকিলের গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, কাকাতুয়ার পবিত্র শুভ্রবর্ণ, ময়নার রক্তবর্ণ, বৌকথাকর হরিদ্রাবর্ণ, টিয়ার হরিদ্বর্ণ, শালিকের পাটল বর্ণ, ছাতারিয়ার

পাংশু বর্ণ, এবং ময়ূরের নানাবর্ণ রঞ্জিত মনোহর বেশ সন্দর্শন করিলে কাহার মনে না আনন্দ রসের সঞ্চার হয় এবং কোন্ পাষাণ মন না পরমেশ্বরের অপার যশঃকীর্ত্তন করে?

পক্ষীদিগের পালক যে কেবল শোভার নিমিত্ত তাহা নহে। পরমেশ্বর সকল পদার্থকেই শোভা এবং প্রয়োজন সাধন এই উভয় গুণ প্রদান করিয়াছেন। পক্ষীদিগের পালক তাহাদের শরীরের উষ্ণতা সম্পাদন এবং ডিম্বে তাপদান কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে। তাহাদের পক্ষ দ্বারা যে উড্ডয়ন ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয় তাহা বলা বাহুল্য। উহার আকার ও বর্ণের বৈচিত্র এবং অপরিচালকতা শক্তি থাকায় আলোক, উত্তাপ এবং তাড়িত সম্বন্ধে পক্ষিদেহের যে কত অভাব মোচন ও উপকার সাধন করে তাহা কে বলিতে পারে? জলচর পক্ষীদিগের পালক সর্ব্বদা জলবাস বশতঃ ভিজা থাকিবার সম্ভাবনা, সেই জন্য পরম জ্ঞানবান পরমেশ্বর তাহাদের শরীরের পশ্চাদ্ভাগে কতকগুলি তৈলোৎপাদক গ্রন্থি দিয়াছেন তাহা হইতে পক্ষিগণ ইচ্ছামত তৈল বহির্গত করিতে পারে। তাহারা আবশ্যক মত সেই তৈল সর্ব্ব শরীরে ম্রক্ষণ করে, তন্নিবন্ধন তাহাদের পক্ষ জলে সিক্ত হয় না এবং এইরূপে দেহতাপ সংরক্ষিত হয়।

কোন কোন পক্ষী অত্যন্ত ঊর্দ্ধে গমন করিতে পারে। চিল শকুনি এবং এই জাতীয় অপরাপর পক্ষী যে কত উচ্চে উঠিতে পারে তাহা কাহার অগোচর নাই। বৃহৎকায় শকুনি বা বাজ যখন ঊর্দ্ধে উড়িতে থাকে তখন তাহাদিগকে একটী ক্ষুদ্র চামচিকার ন্যায় বোধ হয়। তাহারা সচরাচর ১০ বা ১৫ সহস্র ফিট ঊর্দ্ধে গমন করে। হিমালয়ের যক্ষ নামক শৃঙ্গেরও প্রায় পঞ্চ সহস্র ফিট ঊর্দ্ধে আমরা ইহাদিগকে উড়িতে দেখিয়াছি। যক্ষ শৃঙ্গ সমুদ্র বক্ষ হইতে ৮০০০ ফিট, সুতরাং এই পক্ষিগণ প্রায় ১৩ সহস্র ফিট ঊর্দ্ধে গিয়াছিল। আমেরিকার আণ্ডিস নামক পর্ব্বতে এক প্রকার গৃধ্র আছে তাহারা দ্বাবিংশতি সহস্র ফিট ঊর্দ্ধে গমন করিয়া থাকে।* ইহারা ১০ সহস্র ফিট ঊর্দ্ধে বাসস্থান নির্ম্মাণ করে; কিন্তু ১৫ সহস্র ফিটের ঊর্দ্ধে সর্ব্বদা তুষার থাকে বলিয়া তথায় বাস করে

* প্রায় দুই ক্রোশ।

না। এই সকল পক্ষী প্রায় অবিশ্রান্ত ৫৬ ঘটিকা কাল উড়িতে পারে। বাদুড়, বক, কাক, প্রভৃতি পক্ষীও দুই তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত উড়িতে পারে, কিন্তু সকল পক্ষীর এরূপ শক্তি নাই। আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে ফ্রিগেট নামক এক প্রকার পক্ষী আছে, কোন কোন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন তাহারা কখন বিশ্রাম করে না। তাহাদের পুচ্ছের দৈর্ঘ্য এবং গলদেশস্থ বায়ুস্থলী পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে তাহারা কেবল শূন্যেতেই বাস করে এবং কেবল ডিম্ব প্রসব কালে এক একবার স্থলে আগমন করে। ইহা অতিরিক্ত বর্ণনা বোধ হয়। ইহারা সমুদ্রতটে বাস করে এবং স্থল হইতে প্রায় ৬০০ শত ক্রোশ পর্য্যন্ত সমুদ্রাভিমুখে গমন করিয়া থাকে। গেনেট নামক এক প্রকার হংস আছে, তাহারা ইংলণ্ড ও তন্নিকটস্থ সমুদ্র হইতে মৎস্যাদি ধারণ করিয়া ভক্ষণ করে। তাহারা মাচরাঙ্গা পক্ষীর ন্যায় জলের উপর উড়িতে২ মৎস্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ প্রবল বেগে তাহাদের উপর পতিত হয় যে তখন জল মধ্যে এক শত বা তদধিক হস্ত পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়। একদা পেনেন্ট নামক একজন সাহেব একখানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠ ফলকের উপর কয়েকটী মৎস্য রাখিয়াছিলেন। একটা গেনেট তাহা দেখিতে পাইয়া এরূপ প্রবল বেগে তদুপরি পতিত হইয়াছিল যে সেই দেড় বুরুল কাষ্ঠ ভেদ করিয়া তাহার চঞ্চু অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত গিয়াছিল, কিন্তু পক্ষীটীর কণ্ঠনালী ভগ্ন হওয়ায় পঞ্চত্ব পাইল।

প্রত্যঙ্গ। বিহঙ্গদিগের উরু এবং পা আমাদের ন্যায়। কিন্তু তাহাদের উরুদেশের অস্থি আমাদের ন্যায় দীর্ঘ নহে। তাহাদের চারিটী করিয়া প্রতি পদে অঙ্গুলি আছে। তন্মধ্যে তিনটী সম্মুখের দিকে অপরটী পশ্চাদ্ভাগে থাকে। কোন কোন পক্ষীর দুইটী অঙ্গুলী পশ্চাদ্ভাগে থাকে। যেমন কাটঠোকরা প্রভৃতির। কোন কোন পক্ষীর তিনটী কাহার কাহার দুইটী মাত্র অঙ্গুলী দেখা যায়। পক্ষীদিগের পদ ও অঙ্গুলী ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিয়োগ হইয়া থাকে। চিল, বাজ, শিকরা প্রভৃতির অঙ্গুলীতে সুতীক্ষ্ন নখর আছে তাহারা তদ্দ্বারা শিকার ধরিয়া থাকে; হংস, পানকৌটি প্রভৃতির পদাঙ্গুলি লিপ্ত, তাহারা তদ্দ্বারা সন্তরণ করে,

কুক্কুট, পেরু প্রভৃতি অঙ্গুলী দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিয়া তন্মধ্য হইতে কীট পতঙ্গ সর্ব্বদা ধরিয়া ভক্ষণ করে; কোকিল, কাটঠোকরা, টিয়া প্রভৃতি তাহাদের অঙ্গুলী দ্বারা বৃক্ষশাখায় আরূঢ় হয়, এই সকল পক্ষী ভূমির উপরে সচ্ছন্দে বসিতে পারে না। উটপক্ষী হরিণ বা অশ্বের ন্যায় দ্রুত-বেগে ধাবমান হইতে পারে, ইহাদের পদের অত্যন্ত বল। আর কতক-গুলি পক্ষীর পদ অত্যন্ত দীর্ঘ, কারণ তাহারা জলের মধ্যে গিয়া আহার অন্বেষণ করে।

পক্ষীদের পদ যেরূপ বিভিন্ন প্রকার তাহাদের চঞ্চু (অর্থাৎ ঠোঁট) ও সেইরূপ। শিকারী পক্ষীদের চঞ্চু ক্ষুদ্র, বক্র, দন্তুর এবং সবল। শকুনি, বাজ, শিকরা প্রভৃতির এইরূপ। ইহার মধ্যে শিকরাদিগের ঠোঁটই সর্ব্বাপেক্ষা সবল ও ক্ষুদ্র, বক্র এবং দন্তযুক্ত। কিন্তু চিলের ঠোঁট শিক-রার ন্যায় বক্র বা দন্তযুক্ত নহে এবং সে তাহা অপেক্ষা ভীরু স্বভাব। শকুনির ঠোঁট শিকরা ও চিলের অপেক্ষা অল্প বক্র সুতরাং দুর্ব্বল, এবং ইহারা কখন শিকার করে না, মৃত জন্তুর মাংস ভক্ষণ করে। যে সমস্ত পক্ষী মৎস্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণি ভক্ষণ করে তাহাদের ওষ্ঠ দীর্ঘ এবং চিমটার ন্যায়। যাহারা শস্য ও ফলাদি ভক্ষণ করে তাহাদের ওষ্ঠ ক্ষুদ্র, পুরু, সূচাকার অথবা উপরিভাগে বক্র, যেমন চড়ুই, শালিক, বুলবুলী ইত্যাদি।

চিত্তবিনোদিনী।

(১২৯ পৃষ্ঠার পর)।

একদা অপরাহ্ণে ঐরূপে এক ব্যক্তি উক্ত দোকানের সম্মুখে বসিয়া নানাবিধ সুর সহকারে "অমৃত সমান" মহাভারতের কথা পড়িতেছেন এবং কতিপয় ব্যক্তি কর্ণময় হইয়া নিঃশব্দে শুনিতেছেন, এমত সময় সহসা দুইটী আগন্তুক ব্যক্তি উপস্থিত। একজন প্রকাণ্ড শ্মশ্রু-বিশিষ্ট ভীষণা-কার ব্যক্তি, অপরটী মর্কট প্রায় বিশ্রী ও খর্ব্বাকার। শ্মশ্রুবিশিষ্ট ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসু হইবার পূর্ব্বেই তদ্দর্শনে পাঠকের বাক্যরোধ

হইল এবং শ্রোতাগণ চক্ষু মাত্র হইয়া পড়িলেন। সুতরাং তাঁহার গম্ভীর স্বরে "কীর্ত্তি বাবুর বাটী কোথায়" এই প্রশ্ন করাতেও কোন উত্তর প্রদত্ত হইল না। পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসায় এক ব্যক্তি ভয়ে কম্পিত ও সঙ্কুচিত ভাবে উত্তর দিল "কীর্ত্তি বাবু পরলোক গমন করিয়াছেন।" আগন্তুক কহিলেন, "ভাল তাঁহার কে আছে?" উত্তরদাতা সাহস পাইয়া কহিল "মহাশয় তাঁহার হতভাগ্য সর্ব্বনাশকারী জামাতা কখনই বাটীতে আসেন নাই; আমরা তাহাকে বিংশ দ্বাবিংশ বৎসরাবধি দেখি নাই। কতবার রাজপুরুষ আসিয়া সন্ধান করিয়া গিয়াছেন, আমরা কি মিথ্যা কহিতেছি। আহা তাহার পুত্রও আবার সেই রোগ প্রাপ্ত হইল, সেই সর্ব্বনাশকারী বিদেশে গেল? "বাপ কি বেটা সিপাহীকি ঘোড়া" তাহারও কোন সংবাদ নাই; আবার দোকানী খুড়া কহেন কি এক লড়াই হইবে না কি? আহা বৃদ্ধ হইলে মতিচ্ছন্ন হয়, কীর্ত্তি বাবুর দোষেই তাঁহার দৌহিত্রের এদশা হইল। আহা তাহার দুঃখে গ্রামের সকলেই দুঃখী। কিন্তু সে তাহার পিতার ন্যায় অহঙ্কারী নয়, হবে না কেন? সেন রক্ত তাহার শরীরে আছেত। এতক্ষণ আগন্তুক শান্তভাবে শুনিতেছিলেন এক্ষণে ব্যগ্র হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন "কীর্ত্তি বাবুর বাটীতে এখন কে আছে?" উত্তরদাতা কহিল "কে আর আছে? হুঁ পোষ্য পুত্র, পরগাছ,—গৌর বাবু কি এখন তেমন আছেন? তাঁরই বা দোষ কি এই জন্যই ত তিনি বিবাহ করিতে চাহেন নাই, আহা ভাগিনেয় অন্ত প্রাণ ছিল, সে ভাব থাকিলে কি আর ঐ বালককে দেশান্তরে যাইতে হইত। কিন্তু বিদেশীয় স্ত্রী তাঁহাকে পরিবর্ত্তন করিল। আহা কীর্ত্তি বাবুর বংশটা বিদেশ বিবাহেই নষ্ট হইল। এক জামাতা আর এক বধূ সর্ব্বনাশ করিল।

আগন্তুক কিঞ্চিৎ পরুষভাবে কহিলেন, "সেই জামাতার আরও গুণ প্রকাশ হইয়াছে! এখনি দেখিতে পাইবে।" এই কথা কহিয়া গ্রামের ভিতর দিকে চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক সুদৃশ্য পুষ্পবাটিকার সম্মুখে আসিলেন। পুষ্পোদ্যানটী অতি পরিপাটী এবং দেশীয় পূজোপকরণীয় নানা জাতি পুষ্পে সুশোভিত। দুই বকুল বৃক্ষের মধ্যে তোরণ স্বরূপ পথ আছে; গবাদির প্রবেশ নিবারণার্থ দ্বারদেশে বংশাংশের মালা

ঝুলিতেছে। উদ্যানের অপর পার্শ্বে এক প্রশস্ত চণ্ডীমণ্ডপে কতিপয় প্রাচীন ব্যক্তি পাশা সতরঞ্চাদি বয়সোচিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। কেহ বহু চিন্তার পর সন্ধি স্থানে 'গজ' বসাইয়া "এক কিস্তিতে মাত করিবেন" বলিয়া স্থির করিয়াছেন; কাহারও বা "কচেবার" ভাবে পাশা নিপতিত হইয়াছে, এমত সময়ে অকস্মাৎ সম্মুখে জনাগম দৃষ্ট হইল। শ্মশ্রু প্রযুক্ত আগন্তুক বিদেশীয় বলিয়া পরিজ্ঞাত হইলেন। সেন বংশের আবার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত, ভাবিতে ভাবিতে প্রাচীনেরা জনতায় যোগ দিলেন। আগন্তুককে লক্ষ্য করিয়া জনৈক প্রাচীন ব্যক্তি কহিলেন "মহাশয় কোথা হইতে আসিতেছেন।"

আগন্তুক। আমি পশ্চিম, কাশী অঞ্চল হইতে আসিতেছি।

প্রাচীন। কোথায় যাইবেন?

আগ। কীর্ত্তি বাবুর বাটীতে।

প্রাচী। কি অভিপ্রায়ে?

আগ। এখনই প্রকাশ পাইবেক।

প্রাচী। আপনি রাজপুরুষ বটেন?

আগ। হাঁ।

প্রাচী। মহাশয়! সে হতভাগ্য জামাতা কি জীবিত আছে? তাহাকে ত এ গ্রামে কখনই আসিতে দেখি নাই। ১০ বৎসর হইল পূর্ব্বে রাজপুরুষ মহাশয় কহিয়া গিয়াছেন আর বৃথা অনুসন্ধান করিতে আসিবেন না। তবে আবার গোলযোগ কেন?

আগ। এক্ষণে পশ্চিমাঞ্চলে সিপাহী সৈন্যেরা কোম্পানীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। সেই জামাতা তাহাদের সংযোগে রাজবিদ্রোহী হইয়াছে। সন্দেহ হয় বাটীতে বিদ্রোহোত্তেজক পত্র পাঠায় তাহা অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছি।

ক্রমে সকলে কীর্ত্তিবাবুর পুরাতন ভগ্ন তোরণে উপস্থিত। সম্মুখে বাটীর পুরাতন চৌকীদার নিধিরাম রণবেশে দণ্ডায়মান। এই গোলযোগ শ্রবণ মাত্র ভীরু গুরুমহাশয় পাঠশালার ছুটী দিয়া আপনি লুক্কায়িত হইয়াছেন, বালকেরা ছিটা গুলির ন্যায় চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। অধিকাংশ আগন্তু-

কের নিকট, এবং কতিপয় দূতের কার্য্য করিতে লাগিল। এইরূপ একটি বার্ত্তাবহ কর্ত্তৃক সতর্কিত হইয়া নিধিরাম আপনার পদ ও মান্য দেখাইবার জন্য দৌবারিক বেশ ধারণ করিয়াছেন। নচেৎ একখানি গামছা স্কন্ধে লইয়া প্রায়ই কর আদায় করিয়া বেড়ান। গামছা খানি আসিবার কালে তরকারীর বোঝা রূপে স্ফীত হয়। এক্ষণে বহুকালের পুরাতন, যত্নরক্ষিত পাগড়ী মস্তকে বাঁধিয়াছে; গাত্রে একটি ছিন্ন পুরাতন অঙ্গাবরণ এবং কটিদেশে লাল কটিবন্ধ। এক পুরাতন মলিন কৃষ্ণবর্ণ করবাল বহু কষ্টে ধারণ করিয়াছে এবং বাম হস্তে শৈবালময় ভগ্ন ঢাল। উভয়ের ভারে আমাদিগের বীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন। তাহার ভাব ও মূর্ত্তি দেখিয়া বালকগণ হাসিয়া উঠিল; অমনি নিধিরাম ভ্রূকপালে তুলিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। তথাপি বালকেরা ক্ষান্ত না হওয়াতে অগত্যা সহ্য করিয়া দন্ত পেষণ পুরঃসর মনে মনে গালি দিতে লাগিলেন। আগন্তুক উপস্থিত হওয়াতে কোন্ হস্তে অভিবাদন করিবেন ভাবিয়া নিধিরাম ব্যাকুল হইলেন, একবার ঢাল রাখিতে যান, একবার তলবারি ভূমিতে রাখিতে গেল ইত্যবসরে আগন্তুক তোরণে প্রবেশ করিয়া কিয়দ্দূর গেলেন, তখন নিধিরাম অপ্রস্তুত হইয়া ঢাল তলবারি ফেলিয়া দ্রুতপদে আগন্তুকের সম্মুখীন হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলেন। এবং উঠিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কহিলেন "বাবু বাটীতে হায়, মহাশয়ের ক্যা হুকুম্ হাম্‌কে বলুন হাম করতা হায়্।" আগন্তুক নিধিরামের বীরভাষা শুনিয়া কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া কহিলেন "গৌর বাবুকে কহ, আমি রাজপুরুষ, রাজাজ্ঞায় তাঁহার বাটীতে তদন্ত করিতে আসিয়াছি অতএব তাঁহার সম্মতি চাহি নতুবা যথোচিত করিব।" নিধিরাম জো হুকুম্ বলিয়া ভবনে প্রবেশ করিলেন এবং তদবধি তিনি অদৃশ্য হইলেন। অতঃপর আগন্তুক নানা সন্ধান করিয়া এবং একক কীর্ত্তি বাবুর কন্যাকে নানা প্রশ্নাদি করিয়া, কহিলেন তাঁহার তদন্ত সমাপ্ত হইল, সেন পরিবারের কোন দোষ নাই কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ ভাবে ব্যস্ত হইয়া প্রস্থানোন্মুখ হইলেন। যাইবার কালে কীর্ত্তি বাবু বিহীনে গ্রামের দুর্দ্দশা, সেন পরিবারের বিপদ ইত্যাদি অনেক কথা শুনিলেন এবং কীর্ত্তি বাবুর দৌহিত্রের প্রচুর গুণ ব্যাখ্যা শুনিলেন।

তচ্ছ্রবণে করুণ-হৃদয় হইয়া কহিলেন তিনি গিয়া সেই জামাতার পক্ষে প্রমাণ দর্শাইয়া তাহাকে বিপন্মুক্ত করিয়া দিবেন এবং পারেন ত তৎ-পুত্রকেও দেশে পাঠাইয়া দিবেন।

আগন্তুক দৃষ্টি বহির্ভূত হইবামাত্র নিধিরাম সাহসপূর্ব্বক দেখা দিলেন, তখন তাঁহার আস্ফালন দেখে কে? তিনি এক চড়ে আগন্তুক জনদ্বয়কে যমালয়ে পাঠাইতে পারিতেন যদি বাবু বারণ না করিতেন এইরূপ স্পর্দ্ধা করিতে করিতে লম্ফ ঝম্ফে বীরত্ব দেখাইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা উপস্থিত, রেজো ঢুলী এতক্ষণ ভয়ে আরতি বাজায় নাই, মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে-ছিল। এমন সময় শুনিল গোঁসাইজীর আকড়ায় গান আরম্ভ হইয়াছে, উল্লাসে রেজোও সেখানে উপস্থিত। এক প্রহর রজনী পর্য্যন্ত গ্রামের তাবৎ লোক বালক বৃদ্ধ যুবা সেন বাটীর মধ্যে বা সম্মুখে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দলবদ্ধ রহিল। বালকেরা আগন্তুকের মর্কট প্রায় সহচরের জঘন্য আকা-রের প্রতিরূপ করিতে লাগিল এবং নিধিরামের উপহাস্য ভাব স্মরণ করিয়া অট্টহাস্যে পূর্ণ হইল। বৃদ্ধেরা আগন্তুকের অভিসন্ধি অনুমানে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন এবং যুবারা বাবাজীর আকড়ায় আমোদে মত্ত।

পর দিবস রমণীরা দীর্ঘিকাকুলে মিলিত হইয়া (কীর্ত্তি বাবুর কন্যার) আশ্চর্য্য ভাব আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কেহ কহিলেন দশ বৎসর পূর্ব্বে সুমতির ঘরে সিঁধ হওয়াতে তিনি যেরূপ সহাস্য ভাব দেখাইয়া-ছিলেন এখনও সেইরূপ! ইহার গূঢ় মর্ম্ম কি? কেহ উত্তর দিলেন সতী স্ত্রী পতির উদ্দেশ মাত্রে পুলকিত হয়, পতির নাম সংযুক্ত বিপদও প্রীতি-কর বোধ করেন। তৃতীয় রমণী কহিলেন তৎকালে চোর আসিয়া তাঁহার পতির পরিচয় দেয়, গত কল্যও বোধ হয় পতির কোন পরিচয় পাইলেন। সর্ব্বাপেক্ষা সুবিজ্ঞ যিনি তিনি বুঝাইয়া দিলেন, যে কর্ত্তারা কহিয়াছেন আগন্তুক রাজপুরুষ ও সাধুলোক; তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এইবারে সেন জামাতাকে একেবারে বিপন্মুক্ত করিয়া দিবেন, তজ্জন্যই সেন কন্যার পুলকিত ভাব।

বিলাতের পত্র।

স্ত্রীকুল হিতৈষিণী বিলাতের এক সম্ভ্রান্ত ও বিদ্যাবতী রমণী আমাদিগের বঙ্গবাসিনী এক ভগ্নীকে কয়েক খান পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহার একখান পত্রের কিয়দংশ নিম্নে অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইলে।

"ফলতঃ আপনার পত্র যে আমাকে কি পরিমাণে আহ্লাদিত করিয়াছে তাহা আমি বলিতে পারি না। পৃথিবীস্থ সকল জাতির নরনারী যে নির্ব্বিশেষে ঈশ্বরের সন্তান, তাঁহার সহিত যে সকলেরেই এক সাধারণ সম্বন্ধ আছে এবং পরস্পারের প্রতি প্রীতি প্রকাশের নিমিত্ত সকল মনুষ্যেরই যে সেই একই প্রকার হৃদয় আছে ও বাহ্য বিষয়ে অনেক প্রভেদ থাকিলেও সেই একই প্রকার আত্মা যে সকলের রহিয়াছে, আপনার পত্র পাঠ করিয়া এই সত্য গুলি আমার যেরূপ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে এমন আর কখন হয় নাই। উহা দ্বারা আমার ভারতবর্ষীয় ভ্রাতা ও ভগ্নীদিগের বিষয় চিন্তা করিতে আমার হৃদয় এত প্রশস্তও গাঢ়ভাবযুক্ত হইল যে যাঁহারা আমার নিকট হইতে এতদূরে এবং এত বিভিন্ন তাঁহারা অন্তরের অতি নিকটে এবং অতি প্রিয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আপনাদিগকে দেখিবার জন্য কলিকাতায় যাইতে এক এক বার আমার বড় ইচ্ছা হয় কিন্তু উহা বহু দূরে স্থিত এবং ইংলণ্ডে আমি অনেক কার্য্যে ব্যস্ত তজ্জন্য কখন যে আমি যাইতে পারিব এমন বোধ হয় না। কিন্তু আমার ভারতবর্ষীয় ভগ্নীদিগের নিমিত্ত এক এক সময় আমার হৃদয় ব্যথিত হয় এবং তাঁহাদিগের জন্য কোন কার্য্য করিতে বড় ইচ্ছা করে। আপনার পত্রের কোন কোন অংশ পাঠ করিয়া আমি দুঃখ অনুভব করিয়াছি। আপনি বিদ্যার অভাব জন্য আক্ষেপ করিয়াছেন। আমি আশা করি আপনার কন্যাদিগের যাহাতে উত্তম শিক্ষা লাভ হয় এবং ভবিষ্যতে তাহাদিগের আপনার ন্যায় খেদ করিতে না হয় আপনি তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন। কিন্তু প্রিয় ভগ্নি: আমি অনুরোধ করি আপনি এরূপ নিরাশ হইবেন না। কারণ আপনার পত্র পাঠ করিয়া আমার এরূপ বোধ হইল না যে যাহাকে আমরা অশিক্ষিত বলি উহা এমন কোন ব্যক্তি দ্বারা লিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন বিষয়ের তারতম্য

অনুভব ও দোষ গুণ বিচার করিবার আপনার শক্তি আছে এবং আপনার অনেক সৎ ও বিজ্ঞ চিন্তারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ফলতঃ আপনি যে পরিমাণে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন আপনি তদ্দ্বারা আরো জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

জ্ঞানের অভাব বোধ যখন আপনার মনে এত প্রবল রহিয়াছে তাহাতেই আমার স্পষ্ট বোধ হইয়াছে আমার প্রিয় ভগ্নী আপনাকে আপনি যেরূপ বোধ করেন, তিনি তত পরিমাণে দুর্ব্বল ও অসহায় নহেন। আপনি কোন উত্তম কার্য্য করিতে পারেন নাই বলিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের ইংলণ্ডে যখন কোন রমণী বিবাহিত হইয়া সন্তানের মাতা হয়েন তখন তাঁহার পক্ষে যাহাতে সেই সন্তানগণের নম্রতা, বাধ্যতা ও ভালবাসা শিক্ষা হয় এবং সৎবিষয় সকল শিখিবার জন্য তাহাদিগের প্রবল প্রবৃত্তি জন্মে সেইরূপে তাহাদিগকে প্রতিপালন করাই সর্ব্বাপেক্ষা মহত্তর কার্য্য। কারণ স্নেহময়ী জননীরাই সন্তান প্রতিপালন করিবার একমাত্র যোগ্য পাত্রী। প্রকৃত নম্রতা, সাবধানতা এবং প্রীতি যে কিরূপ তাহা তাঁহারাই উপদেশ এবং বিশেষতঃ আপনাদিগের জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন। অতি সামান্য ও অতি অশিক্ষিত জননী দ্বারাও এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে এবং আমি নিঃসন্দেহচিত্তে বলিতে পারি আপনি সেই কার্য্য করিতেছেন। অতএব আপনি যখন সেই মহৎ ব্রতে ব্রতী রহিয়াছেন তখন এই অবনী মধ্যে কে বলিতে পারে যে আপনি কোন উত্তম কার্য্য করিতেছেন না। শিশুদিগের স্বাস্থ্য-রক্ষা ও চরিত্র-গঠনের নিমিত্ত মাতার যে নিয়ত কত যত্নশীল ও সাবধান হওয়া আবশ্যক তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। সন্তান প্রতিপালনের গুরু কার্য্য ভার যখন আপনি বহন করিতেছেন তখন অপর কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত যে আপনার আর অল্পই অবকাশ থাকিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সন্তান প্রতিপালন করা যে কিরূপ মহৎ কার্য্য তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন। জননীর জীবনের দৃষ্টান্ত সন্তানের মনে এমন প্রবলরূপে কার্য্যকারী হয় যে আমরা ইংলণ্ডে এইরূপ বলিয়া থাকি যে ব্যক্তি মহৎ ও সৎগুণ বিশিষ্ট তাহার

মাতা নিশ্চয়ই সেইরূপ কোন অসামান্য গুণবতী হইবেন। আপনার সন্তানেরা যাহারা এখন শিশু রহিয়াছে তাহারাই আবার ভবিষ্যৎ বংশের স্ত্রী ও পুরুষ হইবে এবং উহাদিগের জীবনের দৃষ্টান্ত আবার অন্যের জীবনের উপর বল প্রকাশ করিতে থাকিবে। আমি যাহা বলিতেছি আপনি উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন ইহা আমার অভিলাষ। কারণ আপনাকে আমি ভালবাসি এবং ঈশ্বর আপনাকে ইহজীবনের যে সকল কল্যাণকর ও প্রয়োজনীয় কার্য্য ভার দিয়াছেন আপনি তাহাই সম্পন্ন করিয়া আপনাকে সুখী বোধ করেন ইহা আমার কামনা।"

বিলাতের সংবাদ।

১। মিস কেলোজ নাম্নী একটী ইংরাজ রমণী ভাস্করের কার্য্যে সুন্দর নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন। বাবু কেশবচন্দ্র সেনের বিলাতে একটী প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়াছে সেইটী ঐ মহিলা খোদিয়াছেন। তাঁহাতে তাঁহার বিলক্ষণ শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিমূর্ত্তিটীর অতি সুন্দর ও উচ্চ ভাবভঙ্গী হইয়াছে।

২। বিলাতে "মিস কেতকুলের তর্কসভা" নামে একটী স্ত্রী-সভা আছে। এক দিবস সেই সভার অধিবেশনে মিস ওয়ালিংটন নাম্নী ভিক্টোরিয়া মেগেজিন পত্রের এক জন লেখিকা স্ত্রীলোকদিগের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে একটী লেখা পাঠ করিয়া বলেন সমাজের নিয়ম দোষে এবং পুরুষদিগের কুসংস্কার বশতঃ স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃত অবস্থা লাভের পথে অনেক সময় প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইতেছে; বালকদিগের ন্যায় বালিকাদিগকেও প্রয়োজনীয় ব্যবসায় শিক্ষা দেওয়া উচিত এবং পুরুষেরাই যে কেবল স্ত্রীদিগের ভরণপোষণার্থে অর্থোপার্জ্জন করিবে, এই মত আমি ঠিক্ বলিয়া স্বীকার করি না। তাঁহার পাঠ শেষ হইলে বিবি ইঙ্গিস, বিবি হোরেস, সেণ্ট জন প্রভৃতি অনেক গুলি সম্ভ্রান্ত মহিলা আপন আপন মত ব্যক্ত করিলেন। তৎপরে সভার অধ্যক্ষ মিস্ কেতকুল সভাপতি বাবু কেশবচন্দ্র সেনকে সম্মান ও প্রশংসা সূচক বাক্য দ্বারা অভ্যর্থনা করিলে সভাপতি উত্থিত হইয়া ভারতবর্ষীয় অবলাগণের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে একটী উৎ-

কৃষ্ট বক্তৃতা করেন এবং তাহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত অতীত কালের তুলনা করিয়া বলেন যে এখন চতুর্দ্দিকে যেরূপ উন্নতি স্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে ভবিষ্যতে তাহাদিগের উন্নতি হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। তিনি সাতিশয় ব্যগ্র ভাবে উৎসাহজনক শব্দ দ্বারা তরুণবয়স্ক ইংরাজ রমণীদিগকে স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি সাধনের নিমিত্ত অগ্রসর হইতে অনুরোধ করেন এবং বলেন যে এই মহৎ অভিপ্রায়ে তাঁহারা ভারতবর্ষে গমন করিলে তাঁহাদিগের সৎ দৃষ্টান্ত দ্বারা মহোপকার সাধিত হইবে।

বিলাতে একটী "ব্রাহ্মবন্ধু সভা" সংস্থাপিত হইয়াছে। ধর্ম্মবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন বাহ্যিক মতের আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে সকলের মধ্যে শান্তি ও প্রীতি প্রচারিত হয় তাহাই ঐ সভার এক মাত্র উদ্দেশ্য। সভা স্থাপন দিন অনেক লোক সভাস্থ হইয়া আপন আপন মনের ভাব ব্যক্ত করেন, তন্মধ্যে এলিজাবেথ ব্লাকওয়েল নাম্নী প্রসিদ্ধ স্ত্রী-চিকিৎসক এক মনোহর বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বিলাতস্থ বঙ্গবাসী কোন মহাশয়ের পত্র হইতে কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"এখানে আমাদিগের সাহেব হওয়া দূরে থাকুক, দেশীলোকদিগকে বাঙ্গালী করিবার চেষ্টা দেখিতেছি। লিভারপুলে এক ভদ্র পরিবারে এক দিন ছুরি কাঁটা ফেলিয়া হাত দিয়া আহার করিলাম, অন্যান্য লোকেরাও যোগ দিল। ছেলেরা প্রাতঃকালে ঘরে আসিয়া "নমস্কার ভাল আছেন" এইরূপ বলিয়া অভ্যর্থনা করিত। কোন কোন পরিবারে নিরামিষ ঝোল ও তরকারি আমাদের গুণে প্রচলিত হইয়াছে। ভূমির উপরে কিরূপে বসিতে হয় তাহাও কেহ কেহ শিক্ষা করিয়াছেন। মানচেষ্টারে একটী সভাতে বলিয়া ছিলাম, "আর আমাদের সাহেব হইবার প্রয়োজন নাই, যখন তোমরা মদ মাংস ছাড়িতেছ তখন তোমরাই শেষে হিন্দু হইবে।" এখানে যে আসে তার বক্তৃতা শুনিবার জন্য লোকের বড় আগ্রহ, যেমন তেমন হউক দুই পাঁচটা বলিতে পারিলেই হইল। রাস্তায় চলা বড় দায় সকলে তাকাইয়া থাকে, ছোট ছোট ছোকরা গুলা "ও ইয়ানকি" (আমেরিকার লোককে বলে) প্রভৃতি সম্বোধন করিয়া ব্যঙ্গ করে। গাড়ীর খুব সুবিধা, প্রায় বিলম্ব করিতে হয় না, রেলরোড, ওমনিবস্ এবং ক্যাব (গাড়ীর নাম) যে প্রকারে ইচ্ছা যাতায়াতের বড় সুবিধা; দক্ষিণ হস্ত তুলিলেই গাড়ীবান আসিয়া উপস্থিত হয়, এইটী এখানকার ইঙ্গিত। মফঃসলস্থ প্রায় ৪০টী স্থান হইতে নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল তন্মধ্যে অতি অল্পই রক্ষা করা হইয়াছে। প্রতি-

দিন ভাত তরকারি আহার হইতেছে। এক একবার মনে হয় এটা বুঝি বিলাত নয়। না। সাহেবেরা যেখানে গাড়ী হাকায় ও বিবিরা যেখানে জুতাক্রুস করে সেই বিলাত এই।”

নূতন সংবাদ।

১। আমরা খাঁটুরা অন্তঃপুর শিক্ষার শিক্ষয়িত্রীর পত্র পাঠে জানিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে ছাত্রী সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে এবং শিক্ষা এখন নির্ব্বিঘ্নে চলিতেছে। অন্যান্য স্থানীয় শিক্ষিতা অন্তঃপুরিকাগণের স্ত্রীশিক্ষা প্রচার বৃত্তান্ত পাইলে আমরা আহ্লাদিত হইব এবং তাঁহাদিগের অনভিপ্রেত না হইলে তাহা প্রকাশ করিয়া পাঠক ও পাঠিকাগণের আহ্লাদ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিব।

২। সম্প্রতি বোম্বায়ের প্রার্থনা সমাজের সভ্যদিগের উৎসাহ ও যত্নে একটী উন্নত ও সংস্কৃত উদ্বাহ কার্য্য সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিশুদ্ধ প্রণালী অনুসারে এক উন্নত, সুশিক্ষিত সৎসাহসী ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব পুরুষ একটী অনাথিনী রমণীর পাণি গ্রহন করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মমতে বিধবাবিবাহ বোম্বাইয়ে এইটী প্রথম হইল। অতএব ইহা উন্নতির লক্ষণ ও আহ্লাদজনক কার্য্য বলিতে হইবে।

৩। কলিকাতা ব্রহ্মমন্দিরে ঈশ্বরোপাসনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যাবৃদ্ধির কথা শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। গত ভাদ্র মাসের ব্রহ্মোৎসব দিন ন্যূনাধিক পঞ্চাশ জন ভদ্রকুল হিন্দু মহিলা উপাসনার নিমিত্ত উপস্থিত ছিলেন।

৪। আমরা গতবারের পত্রিকার সংবাদ স্তম্ভের মধ্যে একস্থানে বাবু কেশব চন্দ্র সেনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাহা পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে। সম্প্রতি আমরা তৎ সম্বন্ধীয় একটী বিজ্ঞাপন প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা পাঠিকাগণের গোচরার্থে নিম্নে অবিকল প্রকাশ করা হইল।

৫। “দেশ হিতৈষী মহাত্মা বাবু কেশব চন্দ্র সেন ইংলণ্ড হইতে বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করিলে পর বঙ্গমহিলা পত্রিকার নারী কমিটী তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিবেন। বঙ্গীয় যে সকল মহিলার এ বিষয় সম্মতি থাকে তাঁহারা অবিলম্বে নাম ধাম “বঙ্গমহিলা সম্পাদিকা” শিরোনামে খিদিরপুরে পাঠাইবেন।

৬। আমরা গত বৈশাখ মাসের পত্রিকায় পুস্তক প্রাপ্তি স্বীকার-স্থলে বঙ্গ-মহিলা পত্রিকা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম “ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিলে আমরা সমধিক আহ্লাদ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব।

অতএব এতৎ সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।" তদবধি আমরা উক্ত পত্রিকায় আহ্লাদজনক কোন বিশেষ বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হই নাই। উপরি উক্ত বিজ্ঞাপনটী দর্শনেও তজ্জন্য আমরা নিঃসংশয় চিত্তে আহ্লাদ প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

৭। এক ব্যক্তি ও তাহার স্ত্রী একটী বৃদ্ধ পুরুষের সহিত তাহাদিগের কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ অবধারিত করেন এবং নির্দ্দিষ্ট দিবসে বিবাহ সভায় যৎকালে কন্যা সম্প্রদানের উদ্যোগ হয়, পুরোহিত যথারীতি কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি ইহাকে পতিত্বে বরণ করিবে স্থির করিয়াছ?" কন্যা উত্তর করিল, না। পুরোহিত বলিলেন তবে তুমি এখানে আসিয়াছ কেন? কন্যা উত্তর দিলেন আপনি প্রথম এ বিষয়ে আমার মত জিজ্ঞাসা করিলেন, পূর্ব্বে আর কেহ আমার মত জিজ্ঞাসা করেন নাই।

৮। সোমপ্রকাশ পাঠে জানা গেল টাকির জমিদার মৃত বাবু হরিনাথ চৌধুরীর কন্যা তত্রত্য বিদ্যালয়ের নিমিত্ত দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৯। বঙ্গমহিলা লিখিয়াছেন।

হরিপাল হইতে এক বর বিবাহ করিতে গ্রামান্তরে গিয়াছিল। স্ত্রী-আচারের সময় বরের শাশুড়ী বরণডালা লইয়া বরকে বরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে কোন স্ত্রী বরের শাশুড়ীর পৃষ্ঠে ধাক্কা মারায় শাশুড়ী বরের উপর পড়িয়া যান, সুতরাং বরও চিৎ হইয়া ভূতলে পতিত হন। বরের মাথায় একখণ্ড প্রস্তর লাগিয়া তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে।

১০। বেঙ্গলি বলেন, এক জন পরিচিত ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছেন, বর্দ্ধমানের নিকট একটী বর বিবাহের পর বাসরঘরে শ্যালী প্রভৃতির সহিত তামাসা কৌতুক করিতেছিল, হঠাৎ একটী স্ত্রীলোক তাঁহার রগে এমনি চপেটাঘাত করে যে তাহাতে বর কন্যার ক্রোড়ে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে। পুলিষ অনুসন্ধান করিয়া ২০ জন স্ত্রীলোককে ধৃত করিয়া বিচারার্থ সমর্পণ করিয়াছে।

বামা জাতির অজ্ঞানতা ও দূষিত আমোদেচ্ছা প্রযুক্ত কি নৃশংস কাণ্ড, কি সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে। গবর্ণমেন্ট হস্তার্পণ করিয়া অপমান ও দণ্ড প্রদান না করিলে কি আমরা পাপময় দেশাচার সকল পরিত্যাগ করিব না?

১১। মেডিকাল গেজেট নামক পত্রে লিখিয়াছে, ২ মাস বয়স্কা একটী ফিরিঙ্গীর কন্যার স্তন হইতে প্রত্যহ এক কাঁচ্চা করিয়া দুগ্ধ নির্গত হয়। পণ্ডিতগণ অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, সুস্থশরীর প্রসূতিদিগের স্তন দুগ্ধের ন্যায় ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে।

১২। ঢাকা হইতে এক ব্যক্তি অবলাবান্ধবে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন "পতিই স্ত্রীর এক মাত্র গতি" এইবিষয়ে পদ্যে কিম্বা গদ্যে যে অবলা একটী উৎকৃষ্ট রচনা করিতে পারিবেন তিনি ৫ টাকা পুরস্কার পাইবেন।

বামাগণের রচনা।

বিদ্যা শিখিলে কি গৃহকর্ম্ম করিতে নাই?

হে বঙ্গীয় ভগিনীগণ! তোমরা কি বিদ্যারূপ শশধরের জ্যোতিতে এতই উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছ যে ভ্রমান্ধ স্বরূপ গৃহ কর্ম্মে আর তোমাদের নয়নপাত করিতে ইচ্ছা হয় না। দুই এক পাত ইংরাজি উলটান নব্য সম্প্রদায়ের কথা শুনিয়া তোমরা কি এত স্বাধীনভাব ধারণ করিয়াছ যে বহুমূল্য কাঞ্চন অপেক্ষায় উজ্জ্বল ও শোভমান যে লজ্জা, ধৈর্য্য, বিনয় ও নম্রতা এ সকল এককালে সমূলে উচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইয়াছ? তোমরা কহিয়া থাক যে মনুষ্য ত সকলেই সমান তবে কেন আমরাই কেবল নিরর্থক গৃহকর্ম্মে সময় ক্ষেপণ করিব। হা প্রিয়তমাগণ! তোমরা যদি বাস্তবিক বিদ্যাবতী হইয়া থাক তবে মেম সাহেবদের ন্যায় ব্যবহারকে হৃদয় কন্দরে স্থান দিও না, সেটী বঙ্গীয় গৃহস্থ কামিনীর পক্ষে শোভা পায় না। দেখ বিদ্যাবতী স্ত্রীলোকে যেরূপ সুবিবেচনা ও সুশৃঙ্খলার সহিত গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারেন তাহা অশিক্ষিতা মূর্খা স্ত্রীর মনের অগোচর। আর দেখ যদি আমাদের পরম পিতা গৃহস্থাশ্রমে আমাদিগকে আবদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে এই সংসার কি অসুখের স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত! তাহা হইলে এই পৃথিবীতে পাপের স্রোত কত বৃদ্ধি পাইত! আলস্যবশতঃ কাম ক্রোধ মদমাৎসর্য্যের কি প্রাদুর্ভাব হইত! কেহ কাহারও স্নেহ বাৎসল্যের অধীন হইত না। সকলেই স্বাধীনভাব ধারণ করিতে গিয়া স্বেচ্ছাচারী হইত। আমরা এই সংসার ব্রতে ব্রতী হইয়া যে কত প্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছি তাহা একবার বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ। রীতিমত গৃহকর্ম্ম করাতে এবং সুশিক্ষিত পরিবারে বেষ্টিত থাকাতে মন কত প্রফুল্লিত ও কত উৎসাহিত হয়। বুদ্ধি কেমন কার্য্যতৎপর ও হৃদয় কেমন দায়ায় আর্দ্র হয়। ধৈর্য্য গুণ কত বৃদ্ধি হয়। সতত গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে মন কখন কুপথে ধাবিত হয় না। দুরন্ত শোকে মনকে জড়ীভুত করিতে পারে না। বুদ্ধির জড়তা ও চঞ্চলতা অপনীত হয়। এবং দৈহিক সম্বন্ধেও অনেক উপকার সাধন হয়। দেখ, যাঁহারা নিরর্থক আহার নিদ্রা ও গল্পেতে কালক্ষেপণ করেন রক্তের পরিচালন না হওয়াতে তাঁহাদের শরীর একেবারে অকর্ম্মণ্য ও জড় হয় এবং তাঁহারা আলস্যে এত পরাধীনা হইয়া পড়েন যে আবশ্যক স্নান ভোজনাদিতেও তাঁহাদের বিরক্তি বোধ হয় এবং নানারূপ চিন্তায় তাঁহাদের অন্তর সতত দগ্ধ হইয়া যায়। আহা! নিষ্কর্ম্মাদের দিন কি দীর্ঘ বোধ হয়। স্নেহ দয়া যে কি বস্তু তাহা তাঁহারা বিশেষরূপে

উপলব্ধি করিতে পারেন না। আমরা যখন গৃহ কর্ম্মে পরিশ্রান্ত হই তখন সময় কি রত্ন বোধ হয়। নিয়মিত পরিশ্রম করিলে গ্লানি দূর হওয়াতে শরীর কেমন সবল হয়। পরিশ্রম করিলে আহারীয় দ্রব্য কেমন সুমধুর লাগে। যখন সকল পরিবার একত্র গৃহকর্ম্ম করি তখন মন কেমন উন্নত ভাব ধারণ করে। অনেকে রন্ধন কার্য্যকে সাতিশয় কষ্টকর কার্য্য বলিয়া মনে করেন। কষ্টসাধ্য কর্ম্ম বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা আমরা বিশেষ শিল্প কার্য্যের শিক্ষা পাই এবং পরিশ্রমপূর্ব্বক অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া পিতা ভ্রাতা স্বামী পুত্রগণকে ভোজন করাইয়া কি অনির্ব্বচনীয় সুখলাভ করি। ভগিনীগণ! তোমরা এই আপত্তি করিতে পার যে গৃহকর্ম্ম বই কি আর মন স্থির করিবার অন্য কর্ম্ম নাই? লেখা পড়া ও শিল্পকর্ম্ম করিলে কি মন স্থির হয় না? প্রিয়ভগিনীগণ! তদুত্তরে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আমি নিরন্তর তোমাদিগকে গৃহকর্ম্ম করিতে বলি না। তোমরা বাল্যকালে উত্তমরূপ বিদ্যাশিক্ষা ও শিল্প নৈপুণ্য লাভ করিয়া যৌবনে গৃহকর্ম্মে পারদর্শিনী হইয়া সুগৃহিণী পদ বাচ্য হও এই আমার অভিপ্রায়। তোমরা মাতা পিতা ভাই ভগিনী স্বামী পুত্র লইয়া নিষ্কণ্টকে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব কর এবং সকল ভগিনীতে একবাক্য হইয়া ভারত রাজ্যের যথাসাধ্য উপকার সাধন কর এই আমার প্রার্থনা। আহা! কি দুঃখের বিষয়, কোন কামিনী স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া অহঙ্কারে জগৎস্থ সকল লোককে তৃণ তুল্য বোধ করিতেছেন, কেহ বা সামান্য বস্ত্রের জন্য ও লাক্ষা নির্ম্মিত সামান্য খাড়ুর জন্য লালায়িত হইতেছে। এক রমণী চতুর্দ্দিকে অট্টালিকাময় পুরীতে বাস করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতেছেন, আর একজন সামান্য কুটীরও তৃণাচ্ছাদিত করিতে সমর্থ হইতেছে না। কেহ বা অমৃত তুল্য খাদ্যেও তৃপ্তি লাভ করিতেছে না কেহ বা সামান্য শাকান্ন পাইলে কৃতার্থ হন। ধনাঢ্য দুহিতৃগণ! তোমরা ধনমদে মত্ত না হইয়া যদি দুঃখিনী প্রতিবেশিনীগণের দুরবস্থামোচনে যত্নবতী হও তাহা হইলে সংসার কি সুখের স্থান হইয়া উঠে। হে মধ্যবিধ গৃহস্থ কামিনীগণ! তোমরা স্বহস্তে গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া

দাস দাসী রাখিতে যে অর্থ ব্যয় হয় তাহা দ্বারা যদি দরিদ্র কামিনীগণের দুঃখ দূর কর তাহলে জগতের কত মঙ্গল হয়। আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি কত কত নব্য সম্প্রদায়িনীবালা গৃহকর্ম্মে এত অনাদর প্রকাশ করেন যে তাহা মনে হইলে শোণিত শুষ্ক হয়। তাঁহারা দুই একখানি পুস্তক পাঠ করিতে শিখিয়া সংসার ধর্ম্মে ও গুরুজনে অশ্রদ্ধা করেন। তাঁহাদের কথা অবহেলন করেন। কেহ কেহ দায় ঠেকামত অগত্যা স্বহস্তে গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করেন বটে, কিন্তু কোন ধনাঢ্য স্ত্রীকে দেখিলে আপনাকে ঘৃণিতা দাসী অপেক্ষাও নীচ মনে করিয়া কত আক্ষেপ করেন এবং গৃহকর্ম্মকে অকর্ম্মণ্য বোধে জীবনকেও ভার ও বিড়ম্বনা বোধ করেন। ইহা কি কম দুঃখের বিষয়! কোন কোন মহিলা ফুলবাবুটির মত বেশ ধারণ করিয়া বিজাতীয় হাস্য আমোদ করেন অথবা ক্ষণে ক্ষণে এক একখানি পুস্তক হস্তে অট্টালিকার গবাক্ষ দ্বারে কখন দণ্ডায়মান কখন উপবেশন করিয়া আপনাকে ধন্যা ও প্রধানা জ্ঞান করেন। জানি না তাঁহারা লজ্জারূপ অলঙ্কার কাহাকে দান করিয়াছেন। এরূপ আচার ব্যবহার দেখিলে আমরাই লজ্জিত হই প্রাচীন সম্প্রদায়ত ঘৃণা প্রকাশ করিতেই পারেন। হা ভগিনীগণ! রাশি পুস্তক পড়িলেই কি বিদ্যাশিক্ষা হইল। পুস্তক পড়ার সুফল কি এইরূপে ফলিবে? তোমরা যদি বিদ্যা শিক্ষার ফল উত্তমরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থা হও তাহা হইলে সাবিত্রী, দময়ন্তী, খনা, লীলাবতী প্রভৃতি গুণবতী কামিনীগণের ন্যায় সতীর দৃষ্টান্ত স্থল এবং ধৈর্য্য ও কষ্টসহিষ্ণুতা গুণের আধার স্বরূপ হও। প্রিয়তমাগণ! মনে করোনা যে আমি তোমাদিগকে একবারে সকল সুখে জলাঞ্জলি দিতে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা উৎকৃষ্টরূপ বিদ্যাবতী, লজ্জাবতী ও বিবিধ গুণে গুণবতী হইয়া সুগৃহিণী পদবাচ্য হও এবং আপন আপন সন্তান সন্ততিগণের সুশিক্ষাবিধান ও প্রতিবেশিনীগণের অভাব দূরীকরণে একান্ত যত্নবতী হও এই আমার ইচ্ছা। শুদ্ধ লেখা পড়া করিলেই যে গুণবতী হয় এরূপ নহে, যে নারী বিনয় নম্রতা ও সুশীলতাগুণে ভূষিত হইয়া সচ্ছন্দে পতিপুত্রাদিসহ সংসার ধর্ম্ম করেন, তিনিই প্রকৃত গুণবতী।

শ্রীমতী কুন্দমালা দেবী
বিল্লগ্রাম।
(মদনমোহন তর্কালঙ্কারের
জ্যেষ্ঠা কন্যা)

অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা পরীক্ষা-পুস্তক।

১২৭৭ সাল।

১ম বৎসর।

সাহিত্য।—বোধোদয়।

অঙ্ক।—সংকলন, ব্যবকলন, নামতা ২০০ পর্য্যন্ত।

২য় বৎসর।

সাহিত্য।—আখ্যানমঞ্জরী ২য়ভাগ, পদ্যপাঠ ১ম ভাগ ১৮ পৃষ্ঠা (স্বর্ণ ও লৌহের বিবাদ।)

ব্যাকরণ।—স্বরসন্ধি পর্য্যন্ত (ব্যাকরণ সেতু বা কোন সহজ ব্যাকরণ)।

ভূগোল।—ভূগোল পরিচয়—আসিয়া (সমাপ্ত) ১৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।

অঙ্ক।—গুণনঃও ভাগহার। ধারাপাত—নামতা ৪০০ পর্য্যন্ত, কড়া ও গণ্ডা।

৩য় বৎসর।

সাহিত্য।—১মভাগ চারুপাঠ—বিদ্যাশিক্ষা, দয়া, বৃক্ষলতাদির উৎপত্তির নিয়ম, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও জলস্তম্ভ। ১ম ভাগ নারীশিক্ষার নারীচরিত ১০ পৃঃহইতে ৫৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত। পদ্যপাঠ ২য় ভাগ-২৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।

ব্যাকরণ।—সন্ধি এবং ণত্ব ও ষত্ব বিধান সমাপ্ত।

ভূগোল।—ভূগোল পরিচয়—আসিয়া ও ইউরোপ সমাপ্ত (বাদ ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ)।

ইতিহাস।—২য় ভাগ বাঙ্গলার ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর মালা (বসন্তকুমার দত্ত প্রণীত)।

বস্তুবিচার।—

পাটীগণিত।—লঘুকরণ, মিশ্র সঙ্কলন ও ব্যবকলন। ধারাপাত-পণ, কাঠা ও সের।

৪র্থ বৎসর।

সাহিত্য।—সীতার বনবাস ২য় পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত। পদ্যপাঠ ৩য় ভাগ—১৭ পৃষ্ঠা (বাদ চকোর ও চাতক); ৩৭ পৃ—মুমূর্ষু সময়ে ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তির মৃত্যুর প্রতি উক্তি। ৫০ পৃ—দশরথের প্রতি কেকয়ী; ৫৫ পৃ—পুষ্প পর্য্যন্ত।

ব্যাকরণ।—স্ত্রী প্রত্যয়, কারক ও সমাস (লোহারামের ব্যাকরণ)।

ভূগোল।—ভূগোল পরিচয়ের ৪ মহাদেশের সাধারণ জ্ঞান (বাদ-ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ)।

নারীশিক্ষা ২য় ভাগের ভূগোল।

ইতিহাস।—ইংলণ্ডের ইতিহাস (রামকমল কৃত)।

বিজ্ঞান।—২য় ভাগ নারীশিক্ষার বিজ্ঞান (৭০ হইতে ১১০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত)।

পাটীগণিত।—মিশ্র গুণন ও ভাগহার। শুভঙ্করের হিসাব (শিশুবোধ হইতে) মণকসা, সেরকসা বৎসর মাহিনা ও মাস মাহিনা।

৫ম বৎসর।

সাহিত্য।—টেলিমেকস প্রথম ৩ সর্গ। সাবিত্রীচরিত কাব্য ৪র্থ সর্গ (সাবিত্রীর বিবাহ পর্য্যন্ত)।

ব্যাকরণ।—তদ্ধিত ও ছন্দ বিষয় (লোহারাম)।

ভূগোল।—ভূগোল পরিচয় সম্পূর্ণ। প্রত্যেক মহাদেশের, ভারত বর্ষের ও ইংলণ্ডের মানচিত্র।

খগোল।—২য় ভাগ নারীশিক্ষার খগোল।

বিজ্ঞান।—২য় ভাগ নারীশিক্ষার বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন (১১০ হইতে ১৫৯ পৃষ্ঠা)।

ইতিহাস।—ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (যদুগোপাল চট্টো প্রণীত) বাদ ৩য় ও ৯ম অধ্যায়।

পাটীগণিত।—ত্রৈরাশিক ও বহু রাশিক, শুভঙ্করের হিসাব সম্পূর্ণ।

৬ষ্ঠ বর্ষের বিশেষ পরীক্ষা।

১ সাহিত্য।—নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব, সীতার বনবাস, টেলিমেকস্, চারুপাঠ ৩য় ভাগ, শকুন্তলা, সাবিত্রী-চরিত কাব্য, মেঘনাদবধ কাব্য, পদ্মিনী উপাখ্যান। ব্যাকরণ। অলঙ্কার। প্রবন্ধ রচনা।

২। ইতিহাস।—ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড, রোম ও গ্রীসের ইতিহাস।

৩। গণিত।—সমুদায় পাটীগণিত। ক্ষেত্রতত্ত্ব ১ম অধ্যায়। বীজগণিত—সমানুপাত পর্য্যন্ত।

৪। বিজ্ঞান।—ধাত্রীবিদ্যা, শিশু-পালন, পদার্থের গুণ, প্রাকৃত ভূগোল ও খগোল। বামাবোধিনীর বিজ্ঞান বিষয়ক সমুদায় প্রস্তাব।

৫। বামাবোধিনী-পরীক্ষা—১২৭০ সালের ভাদ্র মাসের ১ম সংখ্যা হইতে পরীক্ষাকালের এক-মাস পূর্ব্বপ্রকাশিত সংখ্যা পর্য্যন্ত বামাবোধিনীর অন্তর্গত সমুদায় পরীক্ষা যোগ্য বিষয়।

---

* ষষ্ঠ বৎসরের পরীক্ষা ৫টী বিষয়ে বিভক্ত করা হইল। উহার মধ্যে যিনি যে বিষয়টীতে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার নিকট পরীক্ষাকালে সেই বিষয়ের প্রশ্ন পাঠান হইবে। যিনি শুদ্ধ এক বিষয়ের পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক তিনি সেই বিষয়েরই প্রশ্ন পাইবেন। যিনি এককালে দুই তিনটী বিষয়ের পরীক্ষা দিতে অগ্রসর হইবেন, তিনি সেইরূপ প্রশ্ন পাইবেন। প্রত্যেক বিষয়টীর নিমিত্ত স্বতন্ত্র পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

☞ হস্ত লিখন, শিল্পকার্য্য ও নীতি সকল বৎসরেই পরীক্ষা হইবে।

Printed at J. G. Chatterjee & Co's Press,
115, Amherst Street.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৮৭ সংখ্যা। } কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১২৭৭। { ৬ষ্ঠ ভাগ।

নারী-চরিত।

ব্রান্‌স রেমণ্ড।

মান অপমান নহে অবস্থা অধীন।
যে সাধে স্ব ধর্ম্ম, সেই ধন্য চিরদিন॥

সাধারণ লোকের কেমন একটী কুসংস্কার যে তাঁহারা মনে করেন অনেক টাকা না থাকিলে, বড় বংশে না জন্মিলে, উচ্চপদ লাভ করিতে না পারিলে মহৎ হওয়া যায় না। সংসারে অবুঝ লোকের নিকট নির্দ্ধনই নীচ এবং ধনীই বড় মানুষ। কিন্তু মানুষের প্রকৃত মহত্ত্ব বা নীচত্ব সংসারের অবস্থা অনুসারে হয় না, ধর্ম্ম-পালন অনুসারে হইয়া থাকে। অতি দুঃখী নীচ বংশীয় কোন ব্যক্তি যদি প্রকৃত রূপে আপনার কর্ত্তব্য পালন করে তাহাকেই বড় মানুষ বলিব এবং সূর্য্য চন্দ্রবংশে উদ্ভূত ও অনেক সম্পত্তির অধিকারী হইয়া যে ব্যক্তি দুরাচারী, তাহাকেই বাস্তবিক ছোটলোক বলিতে পারি। ইতর বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ধনহীন হইয়া এবং নীচ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া শ্রমশীলতা, বিজ্ঞতা, হিতৈষিতা ও কর্ত্তব্য পরায়ণতার জন্য বিখ্যাত হইয়াছেন এমন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যদি চাও, তবে ফরাসী রমণী ব্রান্‌স রেমণ্ডের কথা শ্রবণ কর।

ব্লান্স রেমণ্ড ফ্রান্সের রাজধানী পারিস্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। সীন নদীর তটে একখানি বড় বজরায় তিনি রজকের কার্য্য করিতেন। পারিসের সকল কাপড় কাচা এইরূপ নৌকার উপরেই হইয়া থাকে। নদীর নির্ম্মল জলস্রোত, একখণ্ড সাবান এবং কাপড় পিটিবার একটী মুদ্গর অবলম্বন করিয়া বস্ত্র পরিষ্কার করিতে হয়। ইহাতে পরিশ্রম অনেক, বেতন অল্প, কিন্তু তথাপি এই ধোবানীদিগের অপেক্ষা প্রফুল্লচিত্ত রমণী দেখা যায় না। সর্ব্বদা জলে থাকিতে হয় ইহাতে তাহাদিগের পোসাক ভিজিয়া থাকে এবং অকালে শরীর শীর্ণ হইয়া যায়, তথাপি তাহারা সঙ্গীতদ্বারা জাতীয় আমোদিত স্বভাবের পরিচয় দিয়া থাকে; এবং আন্তরিক স্নেহের সহিত পরস্পরের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হয়। তাহারা প্রতিদিন গড়ে ১ টাকারও কম উপার্জ্জন করে এবং তাহা হইতে আকস্মিক বিপদ্ নিবারণ বা আপনাদিগের মধ্যে পীড়িত ভগিনীর সাহায্য নিমিত্ত প্রায় সাত পয়সা করিয়া জমাইয়া থাকে। ইহাদিগের অধিকাংশ বিবাহিত স্ত্রীলোক এবং স্বামী ও সন্তান বিশিষ্ট।

এই স্ত্রীলোকদিগের ব্যবসায় নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু অন্যান্য শ্রেণীর ন্যায় ইহাদিগের মধ্যেও আশ্চর্য্য ও শোচনীয় ঘটনা সকল ঘটিয়া থাকে। ব্লান্স রেমণ্ড তাহার উদাহরস্থল। তাঁহার বয়স ২৩ বৎসরের অধিক নয়, মুখশ্রী অতি সুন্দর ও সহাস্য, শরীরের বল যথেষ্ট এবং কার্য্যের পারিপাট্য অতীব চমৎকার। অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। তাঁহার অন্ধ বৃদ্ধ পিতার তিনিই একমাত্র অবলম্বন, সুতরাং উভয়ের প্রতিপালনের জন্য তাঁহাকে দ্বিগুণ পরিশ্রম করিতে হইত। তাঁহার পিতা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য না থাকিয়া জাল বুনিয়া তাঁহার কিছু কিছু সাহায্য করিতেন।

ব্লান্সের পিতৃভক্তি অসাধারণ। তিনি প্রাতঃকালে গৃহে পিতার জলযোগের কিছু উপায় করিয়া দিয়া ৭ টার সময় কর্ম্মে যাইতেন। পরে দুই প্রহরের সময় গৃহে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে আহার করাইয়া আবার কর্ম্মে যাইতেন এবং সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সায়ংকালে গৃহে আসিতেন। তাঁহার গৃহও অতি সুশৃংখল ও পরিপাটী থাকিত। গৃহে আসিয়া বৃদ্ধ

পিতার হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে কিয়দ্দূর বেড়াইতে লইয়া যাইতেন এবং নৌকার উপর যে দিন যে কথা বার্ত্তা ও ঘটনা হইত তাহা বর্ণনা করিয়া বন্ধুহীন বৃদ্ধের আনন্দ উৎপাদন করিতেন। তাঁহার অসম কর্ম্মদক্ষতা দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে বার বার 'গুণবতী রমনী' বলিয়া সাধুবাদ দিয়া যাইতেন তাহাও বলিতে বিস্মৃত হইতেন না। কন্যা যেমন আনন্দে গল্প করিতেন, বৃদ্ধও সেইরূপ আনন্দে শ্রবণ করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু তৎ সঙ্গে সঙ্গে বহুদর্শিতা দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহার উপদেশ দিতে ক্রুটী করিতেন না। অনন্তর বৃদ্ধের রাত্রির ভোজন সমাপন হইলে কন্যা মাতার ন্যায় যত্নে তাঁহাকে শয়ন করাইয়া সেবা করিতেন, বৃদ্ধ অল্পে অল্পে নিদ্রাতে নিমগ্ন হইতেন।

ব্লাঙ্কের মাতৃবিয়োগের পর তিন বৎসর গত হইল, কিন্তু তিনি এই সময়ের মধ্যে বাহিরে ব্যবসায় কার্য্য এবং গৃহে পিতৃ সেবায় এরূপ ব্যাপৃত ও সুখী ছিলেন যে প্রণয়ের কথা শুনিতে অবসর পান নাই এবং ইচ্ছাও করেন নাই। তাঁহার কর্ম্ম স্থানের নিকটে কতক গুলি মেরিনো ব্যবসায়ী কাজ করিত। ইহাদিগের মধ্যে বিক্টর নামে একটী দীর্ঘাকৃতি সুন্দর যুবা পুরুষ ছিলেন, ব্লাঙ্কের ন্যায় তাঁহার প্রকৃতিও অতি কোমল ও সুন্দর। যুবক বৃথা বাগাড়ম্বর না করিয়া ভদ্র ব্যবহার দ্বারা এবং সর্ব্বদা তাঁহার বৃদ্ধ পিতার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন দ্বারা ক্রমে রমনীর চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন।

ব্লাঙ্ক যখন বন্ধুর পথে পরিশ্রম ও বহুভারে আক্রান্ত হইয়া কষ্টে গমন করিতেন, যুবা পুরুষ গুপ্তভাবে তাহার অনুসন্ধান করিতেন এবং একবারে তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া অর্দ্ধেকের অধিক ভার নিজ মস্তকে লইতেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রজকের কারখানার নিকট অবধি আসিয়া এই আশ্বাসের কথা বলিয়া বিদায় লইতেন, "ব্লাঙ্ক! যে পর্য্যন্ত না উভয়ে পুনরায় মিলিত হই, বিদায় লইলাম।"

এক ব্যক্তি অবিশ্রান্ত এরূপ প্রণয় প্রকাশ করিলে কে উদাসীন থাকিতে পারে? তাহাতে ব্লাঙ্কের যেরূপ কোমল স্বভাব, তাঁহার পক্ষে আকৃষ্ট না হওয়া অসম্ভব। কিন্তু একদিকে যেমন তিনি সরল ভাবে স্বীকার

করিতেন যে বিক্টর তাঁহার হৃদয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি যাবজ্জীবন তাঁহার প্রণয় বিস্মৃত হইবেন না, অন্যদিকে তিনি তদনুরূপ সরলভাবে বলিতেন যে যে প্রণয়ে তাঁহার পিতৃভক্তির বাধা জন্মে তাহা তিনি হৃদয়ে পোষণ করিবেন না। যুবা পুরুষ বলিতেন "ভদ্রে! বাধা কেন হইবে? একজন অপেক্ষা আমরা দুইজন একত্র হইয়া তাঁহার অধিক সুখবর্দ্ধন করিতে পারিব। আমি অতি শৈশবে পিতৃহীন হইয়াছি, কাহাকে পিতা বলিয়া ডাকিতে পারিলে অত্যন্ত সুখী হই। আমাকে যদি তুমি বিবাহ কর, বৃদ্ধ পিতা একটী সেবাকাঙ্ক্ষী পুত্র লাভ করিবেন।"

সরলা কামিনী উত্তর করিতেন,

"বিক্টর, তোমাকে বিবাহ করিলে তোমাকে অধিক ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিব না ইহা আমি বিলক্ষণ জানি এবং একজন প্রভুর অধীন হইলে আমার হৃদয়ের অধিকাংশ প্রীতির উপর তাঁহার অধিকার হইবে। আবার যদি সন্তান হয়, যে নিরুপায় বৃদ্ধ এতদিন আমার সমুদায় স্নেহের আস্পদ ছিলেন, তিনি তাহার তৃতীয়াংশ মাত্র প্রাপ্ত হইবেন। তিনি অন্ধ, ক্ষোভ প্রকাশ না করুন, ইহা বুঝিতে পারিবেন এবং অত্যন্ত মর্ম্মব্যথা পাইবেন। যতদিন তিনি জীবিত থাকিবেন আমাকে বিবাহের কথা বলিও না; দেখ, আমি যে সুখ না পাইয়াও সচ্ছন্দে থাকিতে পারি, কখনই আমাকে তাহার লোভ দেখাইও না। পরমেশ্বর যে কার্য্য ভার দিয়াছেন, দুঃখিনী ব্লাঙ্ক তাহাই সম্পন্ন করুক; তোমার সুমধুর কথায় তাহার অতি পবিত্র কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইতে প্রলোভন দেখাইও না।"

একদিকে পরিণয়াকাঙ্ক্ষী যুবার অবিশ্রান্ত জিদ্‌ অন্যদিকে ব্লাঙ্কের সঙ্গিনীগণ বিক্টরের রূপ গুণের পক্ষপাতিনী হইয়া একবাক্যে সকলে তাঁহার সপক্ষতা করিতে লাগিলেন, ব্লাঙ্ক এরূপ পরীক্ষাস্থলে স্বীয় কর্ত্তব্যের প্রতি দৃঢ়তা রক্ষা করিয়া কতদূর মহত্ত্ব প্রদর্শন করিলেন! যাহা হউক সকলে একত্র হইয়া ক্রমাগত পীড়াপীড়ি করাতে তিনি বলিলেন তিনি যদি নিজের একটী স্বাধীন কারবার খুলিতে পারেন এবং পিতার প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্ম কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে পারেন তাহা হইলে অবিলম্বে বিক্টরকে বিবাহ করিবেন। কিন্তু দুই তিন হাজার

টাকার কমে কারবার আরম্ভ হইতে পারে না, এ টাকা কোথায় পাইবেন? আপনার অল্প আয় হইতে এত টাকা বা কিরূপে বাঁচাইতে পারেন? যাহা হউক বিক্টর এ অঙ্গীকার শ্রবণে পরম আনন্দিত হইলেন এবং প্রিয়বস্তু লাভের একটী আশ্বাস পাইয়া মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

বিক্টর প্রতিদিন প্রায় ২৸০ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিতেন এবং কিছু পুঁজি করিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন দশ বৎসর তিনি যে প্রভুর কার্য্য করিয়াছেন তিনি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন এবং অগ্রিম কিছু টাকা দিতে পারেন। নৌকাস্থ সহৃদয় রমণীগণের বার্ষিক স্থিত ৪০০০ চারি হাজার টাকার অধিক হইয়াছিল, তাঁহারা তাহা হইতে দুই প্রণয়ীর বিবাহোচিত টাকা দিতে সম্মত হইলেন। সঙ্গিনীগণের এইরূপ দয়ালুতা দেখিয়া ব্লাঙ্কের হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে উচ্ছ্বসিত হইল, কিন্তু তিনি বিনীতভাবে বলিলেন "যত দিন আমাদিগের উভয়ের উপার্জ্জনে কারবার খুলিবার উপযুক্ত টাকা না হয় ততদিন বিবাহ করিব না এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

(ক্রমশঃ)।

কারা-কুসুমিকা।

এক্ষণে খৃষ্টাব্দের ঊনিশ শতাব্দ। এই শতাব্দের প্রারম্ভে দিগ্বিজয়ী মহাবীর নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টী ফ্রান্স রাজ্যের সর্ব্বাধ্যক্ষতা পদে আরূঢ় হন। তৎকালে পারিস্ নগরে অনেক বিদ্বান্ গুণবান্ ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে চার্লস বারামন্ট কাউন্ট ডি চার্নির মত সর্ব্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি অতি অল্প ছিলেন। ইনি অসামান্য মানসিক শক্তি লাভ করিয়া একটী দলের প্রধান হইয়াছিলেন, অনেক ভাষায় লিখন ও কথোপকথন করিতে পারিতেন এবং অনেক শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। যেমন তাঁহার এইরূপ অসাধারণ গুণ ছিল, সেইরূপ উচ্চপদ ও সৌভাগ্য বলে তিনি সকল মনোরথ চরিতার্থ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি চার্নি না মনে সুখ, না সংসারে শান্তি লাভ করিতে পারি-

লেন। কেন তাঁহার এরূপ বিড়ম্বনা হইল? তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞানের অভাবই ইহার কারণ। ইতর প্রকৃতির লোকে ক্ষণস্থায়ী সুখভোগ ভিন্ন আর কিছু না জানিলে অসুখী হয় না, কিন্তু চারনি ইতর প্রকৃতির লোক ছিলেন না। ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের মত তিনি উচ্চ উচ্চ বিষয়ে সূক্ষ্মরূপে তর্ক বিতর্ক করিতে ভাল বাসিতেন। যে ব্রহ্মাণ্ডের তিনি একটী ক্ষুদ্র পরমাণ মাত্র তাহার তাৎপর্য্য কি? সৃষ্টি কিরূপে হইল? ঈশ্বর কি পদার্থ? এই সকল বিষয় তর্ক দ্বারা বুঝিতে যাইতেন এবং কুসংস্কারে অন্ধ হইয়া সন্দেহ ও নাস্তিকতায় সকল বিচার শেষ করিতেন। তাঁহার হৃদয় কঠোর ছিল বলিয়া তিনি একথাটী বুঝিতে পারিতেন না যে যত তর্ক-বিতর্ক করা যাউক জগতের সকল উদ্দেশ্য, শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য, জ্ঞান ও মঙ্গল ভাবের একটী মূল কারণ আছেন এবং সকল শক্তি ও সকল সাধুভাব এক সর্ব্ব শক্তিমান অনন্ত পবিত্র পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া আছে ইহা মানিতে হইবেই হইবে।

মন যখন ভ্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় অথচ নির্ভরের কোন বস্তু পায় না তখন স্বভাবতই কষ্টে কালযাপন করে, সুতরাং চারনির মন যে সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কোন পদার্থের উপরে তিনি হৃদয় স্থাপন করিতে পারিতেন না। তাঁহার পক্ষে সংসার অরণ্য, ইহাতে স্নেহ, প্রীতি বা ভক্তি করিবার কোন বস্তু নাই। আপনাকে মহৎ বলিয়া তিনি কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না। তাঁহার চারি দিক হইতে পরমেশ্বরের অবিশ্রান্ত করুণা বর্ষিত হইতেছে, তিনি তাহা ভোগ করিতেন, অথচ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন না।

চারনি আত্মীয় স্বজনকে ভাল বাসিতে পারিতেন না, কিন্তু আপনাকে সর্ব্ব লোকের হিতৈষী বলিয়া অহঙ্কার করিতেন—মনুষ্যের পক্ষে পরিবারহিতৈষী বা স্বজনহিতৈষী হওয়া অপেক্ষা সর্ব্বজন হিতৈষী নাম গ্রহণ করা এত সহজ! তৎকালপ্রচলিত শাসনপ্রণালী সাধারণের অনিষ্টকর এই বিশ্বাসে তিনি একটী গুপ্ত ষড়যন্ত্র সভার সভ্য হইলেন—বর্ত্তমান যাবতীয় বিষয়ের বিপ্লব করাই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। এই ষড়যন্ত্রের বিশেষ বিবরণ বর্ণন করা অনাবশ্যক; ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে

যেচারি নি এই সভার উদ্দেশ্য সাধন জন্য ১৮০৩ ও ৪ খৃষ্টাব্দের অধিকাংশ সময় ব্যাপৃত ছিলেন, কিন্তু পরে পুলিষের লোকে টের পাইয়া সমুদায় চক্রান্ত বিনষ্ট করিয়া দেয়। তখন যেরূপ সময় ছিল, তাহাতে রাজ-সংক্রান্ত অপরাধকারীদিগের বিচার জন্য অধিক বিলম্ব বা আড়ম্বর হইত না। বোনাপার্টি পরিহাসের লোক ছিলেন না। ষড়যন্ত্রের অধ্যক্ষগণ নিঃশব্দে ধৃত হইলেন, বিনা বিচারে দণ্ডিত হইলেন এবং দুর স্থিত কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ফ্রান্সের ৮৬ বিভাগের মধ্যে কারাগারের অভাব ছিল না।

'বর্ত্তমান শাসন প্রণালী বিপর্য্যস্ত করিয়া রাজ্য মধ্যে বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলা উৎপাদনে সচেষ্ট' এই বলিয়া চার্ণির নামে অভিযোগ হইল, চার্লস্ বারামন্ট কাউন্ট ডি চার্ণি ফেনেষ্ট্রেল দুর্গে অবরুদ্ধ হইলেন। এখন তাঁহার কি দুর্গতি! কোথায় অট্টালিকার অধিবাসী ছিলেন কোথায় একটী কুৎসিত কুটীরে বন্দী হইলেন, জেলরক্ষক ভিন্ন দ্বিতীয় সঙ্গী নাই! যাহা হউক তাঁহার আবশ্যক গ্রাসাচ্ছাদন তিনি পাইতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের চিন্তা ভারই তাঁহার পক্ষে দুর্ব্বহ হইল। কিন্তু তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই, পৃথিবীর কোন লোকের সহিত যোগাযোগ করিবার অথবা তাঁহার নিকট পুস্তক, কলম বা কাগজ রাখিবার অনুমতি ছিল না। দুর্গের পশ্চাৎভাগে পুরাতন ভগ্ন দুর্গের উপরিস্থ একটী ক্ষুদ্র বাটীর মধ্যে তাঁহার কুটির ছিল। চতুঃ প্রাচীরে নূতন চুনথাম হওয়াতে গৃহের পূর্ব্ব নিবাসীর কোন পরিচয় লাভ করিবার যো ছিল না। তাঁহার ভোজন পাত্র রাখিবার উপযুক্ত একটী টেবেল, একা বসিবার একখানি কেদেরা এবং কাপড় কম্বল রাখিবার একটী সিন্দুক পাইয়াছিলেন। তিনি দুঃখের দশায় পড়িলেও বহু মুল্য মেহগ্নী কাষ্ঠ নির্ম্মিত ও ভিতরে রূপার পাত বিশিষ্ট পাত্র ব্যবহার করিতেন, এক্ষণে ঘুণ ধরা কাষ্ঠ পাত্র তাঁহার সম্বল। তাঁহার শয্যাটী সঙ্কীর্ণ, কিন্তু পরিচ্ছন্ন ছিল। নীল রঙের দুই খান মোটা পরদায় তাঁহার গৃহের গবাক্ষ আবৃত ছিল, তাহাতে তাঁহাকে সূর্য্য রশ্মি বা কাহার দৃষ্টির সহিত সাক্ষাৎ হইবার ভয় করিতে হয় নাই। তাঁহার কারাগৃহের সমুদায় সজ্জা এই।

তাঁহার অন্য সুখের মধ্যে প্রতি দিন দুই ঘণ্টা কুটীরের বাহিরে ভ্রমণ করিতে পারিতেন। স্থানটী চারি দিকে ঘেরা থাকাতে তিনি বাহিরে গিয়াও আল্পস্ পর্ব্বতের চূড়ামাত্র দেখিতে পাইতেন, তাহাতে যে বৃক্ষাদি আছে তাহা দৃষ্টিগোচর করিতে পারিতেন না। কিন্তু অনুগ্রহ স্বরূপ ইহাই যথেষ্ট মানিতে হইয়াছিল। একবার গৃহে প্রবিষ্ট হইলে সারা দিন যে ইষ্টকের নির্ম্মাণ কার্য্য দেখিয়া বিরক্ত, তাহাই তাঁহাকে দেখিতে হইত, হায়! বাহিরে যে বিস্তীর্ণ সৃষ্টি রহিয়াছে তাহার কিছুই দেখিয়া শান্তি লাভ করিতে পারিতেন না। প্রাচীরের এক ধারে যে একটী ক্ষুদ্র গবাক্ষ ছিল, তাহা দেখিয়াই তিনি অন্য মনস্ক হইতেন এবং তাহার মধ্য দিয়া যেন একটী ম্লান মনুষ্য মূর্ত্তি দেখা যায়, চার্ণি সময় সময় মনে করিতেন।

তাঁহার পৃথিবীর সীমা এই পর্য্যন্ত। ইহার মধ্যে চিন্তা ব্যাধি সর্ব্বক্ষণ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া থাকিত। তাহারই উত্তেজনায় তিনি মধ্যে মধ্যে প্রাচীরে ভয়ঙ্কর কথা সকল অঙ্কিত করিতেন। এক এক সময় তিনি অতি সামান্য কাজে মনকে আমোদিত করিতেন—বাঁশী, বাক্স বা ঝুড়ী আঁকিতেন, সুপারির ছালে ছোট ছোট জাহাজ করিতেন এবং খড় বিনাইয়া আপনাকে সন্তুষ্ট করিতেন। বিচিত্র কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার জন্য তিনি টেবেলের উপর হাজার হাজার রকম কল্পিত আকৃতি খুদিতেন, ঘরের উপর ক্রমাগত ঘর সকল, বৃক্ষের উপরে মৎস্য, মন্দির অপেক্ষা দীর্ঘাকৃতি মনুষ্য, ছাদের উপর নৌকা, জলের মধ্যে শকট এবং বৃহদায়তন মক্ষিকার নিকটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিরামিড* তৈয়ার করিতেন। আলস্যে যখন অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন, তখন গবাক্ষ মধ্য দিয়া যে মনুষ্য মূর্ত্তি অনুভব হয় তাহাতেই চিত্তবিনোদন করিতেন। সেই অপরিচিত ব্যক্তিকে প্রথমতঃ তিনি তাঁহার দোষানুসন্ধায়ী চর মনে করিয়াছিলেন। চারনির মত সন্দিগ্ধচিত্ত মনুষ্য নাই, তিনি তৎপরে ভাবিতেন ঐ ব্যক্তি তাঁহার শত্রু, তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া আনন্দ লাভ করিতে আইসে। জেল রক্ষককে জিজ্ঞাসা করাতে সে স্পষ্টরূপে কোন উত্তর দিল না।

* মিসর দেশের অতি উচ্চ স্তম্ভ।

সে বলিল " ঐ ব্যক্তি আমার স্বদেশী ইটালীয় এবং অত্যন্ত ধার্ম্মিক, কারণ আমি উহাকে সর্ব্বদা ঈশ্বরোপাসনা করিতে দেখি।"

চারনি জিজ্ঞাসা করিলেন, " তিনি কেন কারাবদ্ধ?"

জেলরক্ষক বলিল " তিনি সেনাপতি বোনাপার্টির বধ সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

" তবে কি তিনি একজন স্বদেশহিতৈষী ?"

" তাহা নহে ; জর্ম্মণির এক যুদ্ধে তাঁহার পুত্র হত হওয়াতে তিনি উন্মত্ত হন। এখন তাঁহার একমাত্র কন্যা জীবিত আছে।"

চারনি উত্তর করিলেন " আ! তবে ক্রোধ এবং স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া সে এই কার্য্য করিয়াছে। আচ্ছা, ঐ সাহসী চক্রান্তকারী এখানে কিরূপে আমোদ পায় ?"

জেলরক্ষক লুডোবিক হাস্যমুখে বলিলেন " তিনি মাছি ধরেন।"

চারনি তাঁহার প্রতি ঘৃণা পরিত্যাগ করিলেন। কেবল তাঁহার প্রতি অনাদর প্রকাশ করিয়া বলিলেন " ঐ হতভাগা কি নির্ব্বোধ ! "

" কাউন্ট, কেন তাহাকে নির্ব্বোধ বলেন? সে তোমার অপেক্ষা অধিক দিন কয়েদ আছে। কিন্তু তুমি ইতিমধ্যে কাঠের উপর খোদকারী করিতে পরিপক্ক হইয়াছ।"

এ প্রকার ব্যঙ্গোক্তি করিলেও চার্নি আপন রীতি পরিত্যাগ করিলেন না, সেই বিরক্তিকর বালকবৎ খোদকারী কার্য্যে সমস্ত শীতকাল অতিবাহন করিলেন। তাঁহার সৌভাগ্য বলিতে হইবে, যে ত্বরায় তিনি একটী নূতন আমোদের বিষয় প্রাপ্ত হইলেন।

বসন্তকালের এক মনোহর প্রাতঃকালে চার্নি বাহিরের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখের ক্ষুদ্র স্থানকে যদি একটু বৃহৎ করা যায় ভাবিয়া তিনি আস্তে আস্তে পদবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যত খানি ইটে উঠান বাঁধান ছিল তাহা এক এক খানি করিয়া গণিলেন, যেন এই গুরুতর বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বের গণনা ঠিক হইয়াছিল কি না মিলাইয়া না দেখিলে নয় ! হঠাৎ ভূমির দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়া দুই খানি প্রস্তরের মধ্যে তিনি একটী অপূর্ব্ব পদার্থ দেখিতে পাইলেন। একটী ক্ষুদ্র মাটীর

চাপ এবং তাহার উপরি ভাগ খোলা রহিয়াছে দেখিলেন। মাথা হেঁট করিয়া তিনি ধীরে ধীরে মাটী সরাইতে লাগিলেন এবং একটী বৃক্ষের অঙ্কুর দেখিতে পাইলেন। ইহা এখনও বীজ ছাড়িয়া উঠে নাই। এই বীজ, বোধ হয়, পক্ষীর মুখভ্রষ্ট বা বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া এখানে পড়িয়াছে। তিনি হয়ত পদদ্বারা অঙ্কুরটী পিষিয়া ফেলিতেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মৃদু বায়ু প্রবাহিত হইয়া তাহা হইতে একটী মনোহর সুগন্ধ উত্থিত হইল। তাহাতে যেন ঐ নিরাশ্রয় বৃক্ষের প্রাণরক্ষার প্রার্থনা করিল এবং ইহা এক দিন সুগন্ধ কুসুম প্রসব করিবে জানাইল। আর একটী ভাব তাঁহার মনে উদয় হইয়া তাঁহার চরণের গতি স্থগিত করিল। যে কোমল অঙ্কুর স্পর্শ করিলে ভগ্ন হইয়া যায় তাহা কি প্রকারে প্রস্তরবৎ কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিল? এই চিন্তায় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তিনি পুনরায় সেই শিশু বৃক্ষটী পর্য্যবেক্ষণে একদৃষ্টে মস্তক অবনত করিলেন।

গৃহিণীর কর্ত্তব্য।

(১৩৪ পৃষ্ঠার পর)।

৯। দাসদাসীর প্রতি ব্যবহার গৃহিণীর একটী গুরুতর কার্য্য। এদেশে অধিকাংশ স্থলে ভৃত্যদিগের প্রতি অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয়। পূর্ব্বকালে ভৃত্যগণ চিরক্রীত হইয়া থাকিত। এখন যদিও সামান্যতঃ সে প্রথা নাই তথাপি তাহার ভাব অনেকটা রহিয়াছে। ভৃত্যদিগের প্রতি কটূক্তিও তাড়নার কথা না শুনা যায় এমন গৃহই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডে ভৃত্য আছে, কিন্তু ভৃত্য বলিয়া তাহারা স্বাধীনতা বিহীন নহে। তাহারা যে যে কার্য্যের জন্য দায়ী, সেই কার্য্যগুলি সম্পন্ন করে প্রভুর নিকট আপনাদের সমুদয় সময় বা জীবন বিক্রয় করে না। আমাদিগের দেশে যেমন স্বামিগণ অপরিমিত ভার্য্যা সেবা চান, সেইরূপ প্রভুগণ ভৃত্য সেবাও চাহিয়া থাকেন। সাধারণতঃ মনুষ্যের কেমন স্বভাব, অধিক ক্ষমতা পাইলেই তাহার অপব্যবহার করিয়া অত্যাচারী হইয়া উঠেন। এই কারণে

নারীগণ কত দুরবস্থা ভোগ করেন, দাসদাসী গণও অনর্থক নিপীড়িত হয়। গৃহিণী যখন ধর্ম্মকে জীবনের লক্ষ্য করিয়া গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন অধীন ব্যক্তিদিগের প্রতি অত্যাচার না হয় তজ্জন্য বিশেষ সাবধান থাকিবেন। কিন্তু এ বলিয়া ভৃত্যগণ যাহা অনুগ্রহ করিয়া করে তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে হইবে এবং তাহাদের প্রতি কোন কথা বলিতে নাই এমত নহে। তাহাদিগকে পরিবারস্থ সন্তানগণের ন্যায় দেখিয়া স্নেহ দয়া করিতে হইবে, ক্ষুধার সময় অন্ন, রোগের সময় ঔষধ এবং বিপদের সময় সাহায্য দান করিতে হইবে। কিন্তু যে কার্য্যের জন্য তাহাদিগকে রাখা, তাহা যাহাতে সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ করে তৎপ্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অনেক দাসদাসীর এমত দুষ্ট স্বভাব যে তাহারা আলস্য বা ছল করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করে; দুই একটী কার্য্য লইয়া সকল সময় কাটায়, প্রভুকে কাজে ও টাকা কড়ীর বিষয়ে ঠকাইতে চায়; অথবা শঠতা করিয়া অন্য উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা পায়। যাঁহারা অনেক দিন ভৃত্য লইয়া কাজ করিয়া বহুদর্শী হইয়াছেন, তাঁহারা তত প্রতারিত হন না, কিন্তু যাঁহারা নুতন, তাঁহারা বিলক্ষণ কষ্ট ভোগ করেন। যাহা হউক ভৃত্য দ্বারা তাহার কার্য্য সম্পাদন করিয়া লইতে হইবে। তজ্জন্য তাহার প্রতি অত্যাচার করিবার প্রয়োজন কি? 'হাতে না মারিয়া ভাতে মারা' কতক্ষণের কাজ। যদি ভৃত্যকে শিক্ষা দিতে হয় তবে এমন শিক্ষা দিবে যাহাতে কাজে টের পায়। কাহার কাহার এ প্রকার ভ্রান্ত সংস্কার যে ভৃত্যকে কটু বাক্য না বলিলে প্রহার না করিলে কাজ ভাল পাওয়া যায় না। যদি ভৃত্যকে তাহার কর্ত্তব্য সকল ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয়, কি প্রকারে তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে তাহার উপায় সকলও দেখাইয়া দেওয়া হয় এবং সময় সময় স্নেহভাবে তাহার সাহায্য করা যায় তাহাতে যত কাজ পাওয়া যায় এত আর কিছুতেই নয়। এই জন্য গৃহিণীকে কেবল খোস পোসাকী হইয়া থাকিলে চলিবে না, কিন্তু করুন আর না করুন ভৃত্যের সকল কাজ গুলি শিখিতে হইবে। লোকে অজ্ঞলোকদিগেরই চক্ষে ধূলি দেয়, বিশেষজ্ঞদিগের হাত সহজে এড়াইতে পারে না। কর্ত্রী অল্প দৃষ্টান্ত

প্রদর্শন করিলে সকল বিষয়ে নিজের চখে দেখিলে যত কাজ হয়, দশ জন ভৃত্য রাখিয়া তাহা হয় না। উপদেশ, দৃষ্টান্ত ও সাহায্যে ভৃত্যকে চালাইতে হইবে। তাহার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিলে কি ফল লাভ? তাহার মন চটাইয়া দেওয়া হয় এবং নিজের প্রকৃতিকেও মন্দ করিয়া ফেলা হয়। যেখানে ভদ্রতা প্রদর্শন করিলে দশ গুণ কাজ পাওয়া যায়, সেখানে নিজের দোষে অনেক কাজ হারাইতে হয়। একটী সামান্য কথা বা সামান্য কাজের ত্রুটী যাহা অনায়াসে ক্ষমা করা যায়, তাহা লইয়া সর্ব্বদা খিট্‌ খিট্‌ করা, ক্ষমতাতীত কাজ দেওয়া এবং তাহা সম্পন্ন করিতে না পারিলে তাহার কারণ বিবেচনা না করিয়া তিরস্কার করা, ভৃত্যদিগের শরীর মনের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া সকল সময়েই কর্ত্তৃত্ব প্রদর্শন করা কখনই ন্যায় সঙ্গত ও ইষ্টকর নহে। প্রভুর যত্ন, স্নেহ ও সহৃদয়তা বুঝিলে ভৃত্য আপনা হইতে প্রাণ দান করিয়াও তাঁহার কার্য্য সাধন করে। তাহাকে যদি পরিবারের মধ্যে গণ্য করা যায় এবং আপনার জন বলিয়া স্নেহ করা যায়, সেও পরিবারকে আপনার জানিয়া তাহার সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ বোধ করিয়া থাকে। ভৃত্য যত পুরাতন হয়, ততই ভাল, ততই তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যায়। অল্প বেতনে নূতন দাসদাসী নিযুক্ত করা অপেক্ষা অধিক বেতনে পুরাতন ভৃত্য দ্বারা অধিক উপকার লাভ করা যায়। কিন্তু যে ভৃত্যের প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ হয়, যে কোন মতেই বাধ্য হইয়া কাজ না করে এবং পরিবারের শান্তি ভঙ্গ করে তাহাকে বিদায় দেওয়া শ্রেয়ঃ। নূতন ভৃত্য নিযুক্ত করিবার সময় সে যাহার যাহার নিকট কাজ করিয়াছে, তাঁহাদিগের নিকট গোপনে লিখন বা কথোপকথন দ্বারা ভৃত্যের স্বভাব জানিতে পারিলে ভাল হয়। যত বহুদর্শী এবং সচ্চরিত্র ভৃত্য পাওয়া যায় তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। দাস দাসী গৃহে থাকিলেও যাহাতে তাহাদিগের জ্ঞান, কার্য্যদক্ষতা এবং ধর্ম্মের উন্নতি হয় তাহার ব্যবস্থা করাও গৃহিনীর সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ককুরের আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত।

শিক্ষা দাও আর না দাও, কুকুরেরা কার্য্য কারণ বুঝিয়া অনেক সময় চলিতে পারে। আমেরিকার দক্ষিণ দেশের কুকুরেরা এক আশ্চর্য্য কৌশলে কুমীরদিগকে ঠকাইয়া থাকে। কোন জন্তু জলে আসিলে, ধরিবে বলিয়া কুমীরেরা সতর্ক হইয়া থাকে, কুকুরেরা তাহা বুঝিতে পারে। এই জন্য নদী পার হইবার সময় প্রথমতঃ তাহারা তীর হইতে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করে। কুমীরেরা জলের ধারে একত্র হইলে কুকুরেরা ত্বরায় তীরের অন্য স্থান দিয়া পার হইয়া পলাইয়া যায়।

ইউরোপের যে নগরে অত্যন্ত গোলমেলে রাস্তা, সেখানেও কুকুরেরা ভিখারীদিগকে লইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। রে সাহেব তাঁহার "চতুস্পদ জন্তুদিগের ইতিবৃত্ত" পুস্তকে এই প্রকার এক কুকুরের বর্ণনা করিয়াছেন। সে প্রতি সপ্তাহে দুই তিন নির্দ্দিষ্ট বারে তাহার অন্ধ প্রভুকে লইয়া রোমের গলিতে গলিতে ফিরিত। কেবল তাহাকে পথ প্রদর্শন এবং বিপদ হইতে রক্ষা করিত না, কিন্তু প্রত্যেক গলি চিনিয়া যাইত, যে যে গৃহ হইতে ভিক্ষা পাওয়া যায় সেখানে দাঁড়াইয়া ডাকিত এবং ভিক্ষা পাইলে বা না পাইবার সম্ভাবনা বুঝিলে অন্য গৃহে যাইত। যখন কেহ জানালা দিয়া একটী পয়সা ফেলিয়া দিত, কুকুর তাহা যত্ন পূর্ব্বক কুড়াইয়া লইয়া অন্ধ ভিক্ষুকের হস্তস্থিত টুপিতে রাখিত। কেহ রুটী বা খাদ্য দ্রব্য ফেলিয়া দিলে নিজে খাইত না, প্রভুর নিকটে আনিয়া দিত।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে এক জন ইংরাজ সৈনিক পুরুষ পারিস নগরে কুকুরের এক আশ্চর্য্য ধূর্ত্ততায় পড়িয়াছিলেন। তিনি এক জোড়া চকচকে বুট জুতা পায় দিয়া সীন নদীর উপরিস্থ এক পোল পার হইয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ একটী কাদা মাখা কুকুর তাঁহার জুতার উপর গা ঘষিয়া তাহা মলিন করিয়া দিল। ভদ্রলোক সুতরাং নিকটে উপবিষ্ট এক ব্রুসওয়ালার নিকটে জুতা ব্রুস্ করিয়া লইলেন। তিন চারিবার এইরূপ ঘটনা হওয়াতে তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কুকুরের কার্য্যের অনুসন্ধান

করিতে লাগিলেন। দেখিলেন সে নদীর কাদায় গড়াগড়ি দিয়া চারি দিকে চাহিয়া থাকে এবং চক্‌চকে জুতা পরা কোন পথিককে দেখিলে অমনি দৌড়িয়া তাহার জুতায় গা ঘষিয়া দিয়া যায়। সৈনিক পুরুষ ব্রুস্‌ওয়ালার ঐ কুকুর জানিতে পারিয়া তাহার উপর ধুমধাম করিলেন। সে স্বীকার করিল খরিদদার পাইবার জন্য এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছে। ইংরাজ আশ্চর্য্য মানিয়া কুকুরটীকে কিনিয়া ইংলণ্ডে লইয়া যান, কিন্তু অল্প দিন মধ্যে সে পলায়ন করিয়া প্রভুর নিকটে আসিল এবং আপনার পূর্ব্ব ব্যবসায় অবলম্বন করিল।

বিড়ালেরা অনেক দূর পথ চিনিয়া যাইতে পারে শুনা যায়, কিন্তু কুকুরের কথা আরও আশ্চর্য্য। কুকুরেরা সমুদ্র পারে শত শত ক্রোশ গিয়াও ফিরিয়া আইসে। এডওয়ার্ড কুক নামে এক সাহেব ইংলণ্ডের টংস্টেন নগর হইতে এক শিকারী কুকুর সঙ্গে লইয়া আট্‌লান্টিক মহাসাগর পার হইয়া আমেরিকায় যান। বাল্‌টিমোরের অরণ্যে শিকার করিতে করিতে তাহাকে হারাইয়া ফেলেন। এডওয়ার্ডের ভ্রাতা টংস্টেনে বাস করিতেছিলেন, হঠাৎ এক রাত্রে কুকুরের ডাক শুনিয়া যেমন দ্বার খুলিলেন, ভ্রাতার কুকুর দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। তাঁহার ভ্রাতা কিছু দিন পরে ফিরিয়া আসিয়া হারা কুকুর পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন। তিনি অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কুকুর কোন্‌ জাহাজে চড়িয়া ইংলণ্ডের কোন্‌ স্থানে নামিয়াছিল জানিতে পারিলেন না। এইরূপ আরও কয়েকটী দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে।

স্কটলণ্ডের ফাইফ সায়ারে এক ভদ্রলোকের এক 'নিউফৌণ্ডলণ্ড' কুকুর ছিল। তাঁহার গৃহের এক এক মাইল দূরে এক কৃষকের মাষ্টিফ্‌ জাতীয় একটী কুকুর এবং এক ব্যবসাদারের একটী (বুলডগ) বৃহৎ কুকুর ছিল। এই তিনটীর পরস্পরের দেখা হইলে বিবাদ না হইয়া যাইত না। নিউ ফৌণ্ডলণ্ড প্রভুর গৃহ রক্ষা করিত এবং ভৃত্যের কার্য্য সম্পন্ন করিত। সে প্রায় এক পোয়া পথ দূরে রুটীওয়ালার দোকানে গিয়া রুটী কিনিয়া আনিত। পথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুকুরে তাহার উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিত, সে তাহা গ্রাহ্য করিত না। এক দিন সে টোয়ালেতে পয়সা ও রুটী

বাঁধিয়া মুখে করিয়া আনিতেছে, ক্ষুদ্র কুকুরেরা দলবদ্ধ হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। সে প্রাণপণে প্রভুর দ্রব্য বাঁচাইতে চেষ্টা করাতে কুকুরদিগের সহিত যুঝিতে পারিল না, ক্ষত শরীরে গৃহে উপস্থিত হইল। গৃহে আসিয়া প্রতি দিন আহার করিত, সে দিন টোয়ালে ফেলিয়া ক্রোধ ভরে বাহির হইল এবং মাষ্টিফ ও বুল ডগকে সঙ্গে লইয়া ক্ষুদ্র কুকুর পাল যেখানে দেখিতে পাইল, আক্রমণ করিয়া মৃতবৎ করিল। পরে তিনটীতে মিলিয়া এক ডোবায় শরীর ধৌত করিয়া স্ব স্ব প্রভুর গৃহে ফিরিয়া গেল। ইহাদিগের বিপদ্‌কালে পরস্পরে এত মিল, কিন্তু পরে আবার দেখা হইলে পূর্ব্বে যেরূপ বিবাদ সেইরূপ বিবাদ হইত।

এক এক কুকুরদিগের মিলন চিরবন্ধুতায় পরিণত হইতে দেখা যায়। দুইটী কুকুরের একটী নিউ ফৌণ্ডলণ্ড ও একটী মাষ্টিফ ছিল। উভয়ে বলবান্‌ থাকাতে দেখা হইলেই বিবাদ করিত। একদিন ডোনাঘাদির বন্দরের কাট গড়ার উপরে অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ক্রমে তাহারা জলে পড়িয়া গিয়াও পরস্পরকে আক্রমণ করিতে ছাড়িল না। দর্শকগণ যুদ্ধ থামাইবার নিমিত্ত তাহাদিগের গায় জল ছেঁচিয়া দিতে লাগিল। তাহারা জলে অনেক দূরে পড়িয়াছিল, পরস্পরকে ছাড়িয়া দিয়া তীরে যাইবার উপক্রম করিল। নিউ ফৌণ্ডলণ্ড উত্তম সন্তরণ জানাতে শীঘ্র কূলে উঠিয়া গা ঝাড়িতে লাগিল, কিন্তু একদৃষ্টে প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি তাকাইয়া রহিল। মাষ্টিফ্‌ সন্তরণ জানিত না, এদিকে ক্লান্ত হইয়া ডুবিবার উপক্রম হইল। নিউ ফৌণ্ড অমনি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, এবং আস্তে আস্তে তাহার গলা ধরিয়া নির্ব্বিঘ্নে তীরে আনয়ন করিল। সেই অবধি উভয়ের এরূপ ভাব হইল যে বিবাদ করা দূরে থাকুক পরস্পরে পরস্পরের কাছ ছাড়া হইয়া থাকিতে পারিত না। অকস্মাৎ একদিন রেলের গাড়ী চাপা পড়িয়া নিউফৌণ্ডলণ্ড কুকুরটীর প্রাণ বিয়োগ হয়। মাষ্টিফ্‌ তাহার ভাবনায় শীর্ণ হইয়াছিল এবং অনেক দিন ধরিয়া তাহার জন্য বিলাপ করিয়াছিল।

ফ্রান্স এবং প্রুসিয়া।

প্রাচীন কালের রাম রাবণের যুদ্ধ এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আমরা মহাযুদ্ধ বলিয়া শুনিয়া আসিয়াছি এবং তৎসংক্রান্ত অদ্ভুত বর্ণনা শ্রবণ করি। কালে ফ্রান্স এবং প্রুসিয়ার যুদ্ধও মহাযুদ্ধ বলিয়া আখ্যাত হইবে এবং এতৎ সংক্রান্ত কত অদ্ভুত ঘটনা বর্ণিত হইবে! এখনও এই প্রলয় যুদ্ধের শেষ হয় নাই, ইহা কোথায় গিয়া থামিবে কিছুই বলা যায় না। প্রায় এক লক্ষ সৈন্য সমেত ফ্রান্স সম্রাট ৩য় নেপোলিয়ন্ প্রুসীয়দিগের হস্তগত হইয়াছেন। ফরাসীরা রাষ্ট্রবিপ্লব করিয়া সাধারণতন্ত্র সংস্থাপন করিয়াছে। প্রুসীয়গণ ক্রমাগত জয়লাভ করিয়া ফ্রান্সের রাজধানী পারিস্ নগরী ঘেরিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে এমন সুরম্য নগর আর নাই। ফরাসীরা প্রাণপণ করিয়া নগর রক্ষার্থে সজ্জিত হইয়াছেন। এস্থলে পাঠিকাগণের জ্ঞাপনার্থ ফ্রান্সের এবং প্রুসিয়ার প্রাচীন এবং বর্ত্তমান কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত লিখিত হইতেছে।

ফ্রান্স ইউরোপের পশ্চিমে অতি প্রাচীন রাজ্য, ইহার পুরাতন নাম গল ছিল। ইহার উত্তরে ইংলিস বৃহৎ প্রণালী ইহাকে ইংলণ্ড হইতে পৃথক্ করিয়াছে, পশ্চিমে বিস্কে অখাত, দক্ষিণে পিরানিজ পর্ব্বত স্পেনের পথ-রোধক স্বরূপ দণ্ডায়মান, পূর্ব্বদিকে আল্পস্, জুরা ও বস্‌জিস্ পর্ব্বত সুইট জারলণ্ড ও জার্ম্মণের সীমা, উত্তর পূর্ব্বদিক অনাবৃত এবং প্রুসিয়া ও বেলজিয়মের সম্মুখে। ইহা দীর্ঘে ৬৫০ মাইল, প্রস্থে ৬১৫। প্রাচীন রোমীয় সেনাপতি জুলিয়স সিজর এ রাজ্য রোমের সহিত ভুক্ত করিয়াছিলেন। রোমের পতন সময়ে ৪৮১ অব্দে অনেক অসভ্য জাতি এই দেশ জয় করিতে আইসে, তন্মধ্যে ফ্রাঙ্কেরা জয়ী হইয়া ইহার নাম ফ্রান্স রাখিল এবং তাহাদিগের রাজা ক্লবিস্ ইহার প্রথম রাজা হইলেন। ফ্রাঙ্ক জাতি অত্যন্ত সরল ও স্বাধীনতা প্রিয় ছিল, ফরাসীরা তাহাদিগেরই বংশধর। ইহারা কিছুকাল চতুর্দ্দিকে জয় বিস্তার করিয়া রাজত্ব করে। মধ্যে আফ্রিকার মুর নামে মুসলমান জাতির অত্যন্ত দৌরাত্ম্য হয়, কিন্তু ৭৩২ অব্দে চার্লস মার্টল তাহাদিগের উৎপাত নিবারণ করেন।

তৎপরে পেপিন রাজা হন। সার্লামান অথবা মহৎ চার্লস তাঁহারই মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র। ৮০০ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ স্পেন, ইটালী, সাক্সানী, বাবেরিয়া জয় করিয়া তিনি ফ্রান্সকে এক বৃহৎ সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। ৮৮৭ অব্দে রাজবংশের পরিবর্ত্তন হয়। ১০৮৭ অব্দে কাপেট বংশ রাজা হন। ১১০৮ হইতে ১২২৬ পর্য্যন্ত এই বংশ ফ্রান্সের অনেক উন্নতি সাধন করেন, নর্ম্মাণ্ডী, আঞ্জো, মেন ও পইটো প্রভৃতি প্রদেশ ইংলণ্ডের হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। ১১২৭ অব্দে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে শত বৎসর ব্যাপী যুদ্ধারম্ভ হয়। বালই বংশ এ সময়ে রাজত্ব করেন। ক্রেসী ও পইটিয়ারে ফরাসীরা পরাজিত হয়। ১৩৬৪ হইতে ৮০ পর্য্যন্ত ১ম চার্লস্ কিঞ্চিৎ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। কিন্তু ৬ষ্ঠ চার্লসের দুর্ব্বলতা ও বাতুলতা প্রযুক্ত বর্গণ্ডীয় ও গাস্কন নামে দুই প্রধান বংশের বিবাদে রাজ্য ছার খার হইবার উপক্রম হয় এবং ১৪১৫ অব্দে এজিনকোর্টের যুদ্ধে জয়ী হইয়া ইংলণ্ডাধিপতি ৫ম হেনরী ফ্রান্সের সমুদ্র তীরস্থ প্রায় সমুদায় স্থান অধিকার করেন। তাঁহার পুত্র ষষ্ঠ হেনরী এককালে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের রাজা হন। এই সময়ে জোয়ান নামে এক বীর রমণীর উদয় হয়। তিনি অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া ৭ম চার্লসকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন, ইংরাজেরা ক্রমাগত পরাজিত হইয়া ১৪৫৩ অব্দে ফ্রান্স এককালে পরিত্যাগ করিয়া যান। ১৫৬২—৮৯ কাথলিক ও হুগনট নামে দুই খৃষ্টসম্প্রদায়ের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ১৫৮৯ বোরবন্ বংশ রাজত্ব আরম্ভ করেন। ১৬৫৯ অব্দে চতুর্দ্দশ লুইর অধীনে ফ্রান্স ইউরোপ মধ্যে সর্ব্ব প্রধান রাজ্য বলিয়া গণ্য হয়। ১৭১৫—৭৪ ফ্রান্সের ভাষার যথেষ্ট উন্নতি হয় এবং ইহা প্রায় ইউরোপের সকল আদালতের ভাষা হয়। ১৬শ লুইর রাজত্বে ফরাসীদিগের সাহায্যে আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটস্ ইংলণ্ডের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন হয়। ১৭৮৯ অব্দে রাজ্য বিপ্লব হইয়া প্রাচীন রাজবংশ সিংহাসনচ্যুত এবং রাজা হত হন। সাধারণ তন্ত্র ১৭৯২ হইতে ১৮০৪ পর্য্যন্ত ছিল। পরে মহাবীর নেপোলিয়ন সম্রাট্ হইয়া ১৮১৪ পর্য্যন্ত শাসন করেন। ওয়াটার্লুর যুদ্ধ-ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজ এবং প্রুসীয়দিগের দ্বারা পরাজিত হইয়া সেন্ট হেলেনা দ্বীপে বদ্ধ হন এবং অতি

কষ্টে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র ২য় নেপোলিয়ন নামে অল্পদিন রাজক্ষমতায় ভূষিত হন। তৎপরে বোর্বন বংশ সিংহাসনে পুনরারূঢ় হইয়া ১৮৩০ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অনন্তর ঐ বংশের কনিষ্ঠ দল রাজা হন। ১৮৪৮ অব্দে হঠাৎ রাজ্যবিপ্লব হইয়া সাধারণতন্ত্র সংস্থাপিত হয়। ১৮৫২ অব্দে ১ম নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় নেপোলিয়ন সম্রাট্ বলিয়া মনোনীত হন। ১৮ বৎসর পরে বর্ত্তমান ঘোরযুদ্ধে ইহাঁর রাজ্যের শেষ হইয়া পুনরায় সাধারণ তন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছে।

রাজ্যশাসন—৩য় নেপোলিয়নের সময়ে বংশাবলী ক্রমে সম্রাট হইবার নিয়ম হয়। ফ্রান্সের রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ ৩টী সভা ছিল ঃ—মহাসভা, ব্যবস্থাপক সভা এবং রাজকীয় সভা। মহাসভার ১৫০ জন সভ্য যাবজ্জীবনের জন্য সম্রাট্ কর্ত্তৃক মনোনীত হইতেন। ব্যবস্থাপক সভায় প্রজাগণের ইচ্ছামতে ৩৫ হাজার লোকের এক এক জন প্রতিনিধি ৬ বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইতেন। রাজকীয় সভায় সম্রাটের সম্পূর্ণ অধীনস্থ ৪০ হইতে ৫০ জন সভ্য থাকিতেন। ফ্রান্সের অবস্থা এরূপ পরিবর্ত্তনশীল এবং ফরাসীদিগের চিত্ত এরূপ অস্থির যে ৭০ বৎসর গত হইতে না হইতে এখানে চৌদ্দবার রাষ্ট্র বিপ্লব হইয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন চতুর্দ্দশ প্রকার শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল। বর্ত্তমান সাধারণতন্ত্রও যে বহুদিন স্থায়ী হইবে বোধ হয় না।

ফ্রান্সের বিচার প্রণালী অতি সুন্দর এবং প্রতি বিভাগে যথোচিত বিচার কর্ত্তা নিযুক্ত আছেন। গবর্ণমেণ্টের হস্তে বিদ্যা শিক্ষার সম্পূর্ণ ভার। গ্রাম্য, নগরীয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় এই ত্রিবিধ বিদ্যালয় আছে। বিশ্ব বিদ্যালয় সর্ব্বশুদ্ধ ২৬টী। ফরাসীরা বিজ্ঞান চর্চ্চায় পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় এবং অনেক শাস্ত্রের সৃষ্টি কর্ত্তা। ধর্ম্ম বিষয়ে ২০ লক্ষ প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান, ৬০ হাজার ইহুদী, তদ্ভিন্ন সকলেই রোমান্ কাথালিক খৃষ্টান। সৈন্য সংখ্যা দশ বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্বসমেত ৭,৬০,৯৫১ গণিত হয়। রণতরি ৪৬১ খান, তাহার এক একখানি ৬০,০৬০ অশ্বের বেগ ধারণ করে। পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল, ইহারা স্থলযুদ্ধে অদ্বিতীয় এবং জলযুদ্ধে কেবল ইংরাজ-

দিগের অপেক্ষা ন্যূন, কিন্তু সমকক্ষ হইবার চেষ্টায় ছিল। পৃথিবীর সকল খণ্ডেই ফ্রান্সের কিছু না কিছু অধিকার আছে।

প্রুসিয়া একটী আধুনিক রাজ্য, দেড় শত বৎসরের কিঞ্চিৎ পুর্ব্বে সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার উত্তরে বলটিক সাগর, পুর্ব্বদিকে রুসিয়া, পশ্চিমে জার্ম্মণি ও ফ্রান্স, দক্ষিণে জার্ম্মণি ও অষ্ট্রিয়া। ইহার রাজধানী বার্লিন, স্প্রী নদী তটে স্থাপিত। ইহার অধিকাংশ স্থল সমভূমি, বালুময় ও অনুর্ব্বর, কিন্তু ইউরোপের আর কোন দেশে এত নদীর সুবিধা নাই। বিদ্যা বিষয়ে প্রুসিয়ার মত সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রণালী পৃথিবীর প্রায় কোন অংশে দৃষ্ট হয় না। রাজ নিয়ম দ্বারা বাধ্য হইয়া প্রত্যেক প্রজাকে বিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়। ধর্ম্ম বিষয়ে ইহার ১ কোটি ৬০ লক্ষ লোকের মধ্যে দশ আনা প্রটেষ্টান্ট খৃষ্টান এবং কালবানীয় সম্প্রদায় ভুক্ত; ছয় আনা রোমান-কাথলিক। ইহার সৈন্য ৪ লক্ষ, কিন্তু আবশ্যক হইলে ফ্রান্সের ন্যায় সমুদায় বয়স্ক প্রজাকে যুদ্ধক্ষেত্রে চালনা করা যায়, জার্ম্মণির নানা প্রদেশও ইহাকে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিয়া থাকে। ইহার রণতরি অতি অল্প। শাসন প্রণালী প্রায় একপ্রভু তন্ত্র অর্থাৎ রাজ্যের উপরে রাজার প্রায় সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে।

প্রুসিয়ার ইতিবৃত্ত অতি সংক্ষিপ্ত। প্রথমে ইহা জার্ম্মণির একটী প্রদেশ এবং ব্রাণ্ডেনবর্গের অধ্যক্ষের অধীন ছিল। ১ম ফ্রেডরিক জার্ম্মন্ সম্রাটের অনুগ্রহে ১৭০০ অব্দে রাজোপাধি লাভ করেন, তাহাতে ইহা রাজ্য বলিয়া গণ্য হয়। ১৭৪০ অব্দে ২য় ফ্রেডারিক রাজা হন, ইহাঁরই নাম ফ্রেডারিক দি গ্রেট। ইনি অনেক গুণে ভূষিত এবং রণ-পণ্ডিত ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার সংগৃহীত অতি উৎকৃষ্ট সৈন্য লাভ করিয়া আরও উন্নতি করেন, কিন্তু তথাপি একটী যুদ্ধে প্রুসিয়ার প্রায় উৎসেদ দশা উপস্থিত হইয়াছিল। ১৭৮৬ অব্দে ফ্রেডরিক উইলিয়ম ২য় রাজা হন। তিনি দুর্ব্বল ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। ১৭৯৭ অব্দে তাঁহার পুত্র ৩য় ফ্রেডারিক উইলিয়ম রাজত্ব পান। ইনি জেনার যুদ্ধে ফ্রান্স সম্রাট নেপোলিয়ন কর্ত্তৃক পরাজিত হন। কিন্তু ১৮১৫ অব্দে ওয়াটারলুর যুদ্ধে ইংরেজেরা যখন ফরাসিদিগের সহিত সমরে প্রায় জয়লাভ করিয়া

ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তখন প্রুসীয়গণ তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া নেপোলিয়নকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। এই কারণে নেপোলিয়নের পতনের পর প্রুসিয়ার গৌরব বৃদ্ধি হয় এবং তৎসঙ্গে ইহার ক্ষমতাও বাড়িতে থাকে। ১৮৪০ অব্দে ৪র্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ম রাজা হন। তাঁহার মানসিক শক্তির হ্রাস হওয়াতে তাঁহার ভ্রাতা উইলিয়ম রাজ প্রতিনিধির কার্য্য করেন এবং ১৮৬১ অব্দে রাজ্যাধিকার পান। ইনিই প্রুসিয়ার বর্ত্তমান অধিপতি। ইহাঁর পুত্র ফ্রেডরিক উইলিয়ম হোহেন ঝলারন, মহারাণী বিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ কন্যাকে বিবাহ করেন। ইনি এক্ষণে প্রুসীয় সৈন্যের অধিনায়ক। রাজার প্রধান মন্ত্রীর নাম বিসমার্ক, তিনি অতি সুপণ্ডিত ও চতুর।

ফ্রান্স এবং প্রুসিয়া উভয়ের ইতিবৃত্ত পড়িলে ফ্রান্সকে অশেষ গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। যুদ্ধের প্রথমেও অনেকে মনে করিয়াছিলেন ফ্রান্সের জয় এবং প্রুসিয়ার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু দর্পহারী ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল, তিনি অহঙ্কারী ফ্রান্সের দর্প সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ করিয়া নিকৃষ্ট প্রুসিয়াকে জয়ী করিয়াছেন। সম্রাট সপরিবারে সাংসারিক সৌভাগ্যের উচ্চতম শিখর হইতে যেরূপ অধঃপতিত হইয়াছেন তাহা ভাবিলে 'পৃথিবীর সকলই অসার ও অনিত্য' বলিয়া অশ্রুপাত না করিয়া কেহই থাকিতে পারেন না। আমরা আশা করি, এই মহাযুদ্ধে সকল জাতি ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশল দর্শন করিয়া জ্ঞান শিক্ষা করিবেন এবং ফ্রান্স ও প্রুসিয়া ত্বরায় নৃশংস ব্যাপার পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তি অবলম্বন করিয়া সর্ব্বশক্তিমানের মহিমা স্বীকার ও ঘোষণা করিবেন।

বামাবোধিনীর বিশেষ অধিবেশন।

গত ১৩ই আশ্বিন বুধবার বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে বামাবোধিনী সভার একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাহাতে ৩টী প্রস্তাব

হয়। ১ম-বর্ত্তমান বর্ষে বামাবোধিনীর সভার অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা পরীক্ষায় যাঁহারা পরীক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কি প্রকারে পুরস্কার দেওয়া যায়? পরীক্ষিত নারীগণের লিখিত কোন কোন উত্তর পঠিত হইল এবং উপস্থিত সভ্যগণ পারিতোষিকের জন্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দাতব্য স্বাক্ষর করিলেন। ইহা স্থির হইল বামাকুলহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ইংলণ্ড হইতে আগমন করিলে পারিতোষিক দান কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

২য় প্রস্তাব। বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার জন্য যে একটী শ্রেণী খুলিয়াছে, কিপ্রকারে তাহার সহিত যোগ দেওয়া যায়? বেথুন বিদ্যালয়ের সম্পাদিকার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইহার নিয়মাদি যেরূপ অবগত হওয়া গিয়াছিল তাহা পঠিত হইল। ভদ্র বংশীয় বিধবাগণ বিদ্যালয় হইতে গাড়ী ভাড়া ও ৬৲ টাকা মাসিক বৃত্তি পাইয়া শিক্ষালাভ করিতে পারেন, এবং সধবা স্ত্রীলোকেরা নিজব্যয়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে পারিলে শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন। এবিষয়ে একটী প্রস্তাব বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিবার কথা হইল এবং উড্রোসাহেবের সহিত কথোপকথন হইয়া এবিষয় একটী বিশেষ সভায় বিবেচনা করা যাইবে স্থির হইল। আপাততঃ বিধবাদিগের অনুকূলে ব্যবস্থা আছে অতএব বিধবা ছাত্রী সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিবার জন্য সভাস্থ সকলকে অনুরোধ করা হইল।

৩য় প্রস্তাব। একটী নারী সমাজ সংস্থাপন। গত সংখ্যক বামাবোধিনীতে বঙ্গীয় স্ত্রীসমাজ নামে যে প্রস্তাব লিখিত হয়, তাহার উদ্দেশ্য যে এদেশীয় স্ত্রীগণ একত্র হইয়া কিসে আত্মনির্ভর শিক্ষা করিতে পারেন এবং আপনাদের চেষ্টায় সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারেন তাহার কোন উপায় অবধারণ করা। এই বিষয়ে অনেকে অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু অবশেষে সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে স্থির হইল আপাততঃ ব্রাহ্মিকাগণ একত্র হইয়া এবিষয়ে সহায়তা করিতে পারেন এবং তজ্জন্য অনেকে অভিলাষিণীও আছেন। গণনা করিয়া দেখা গেল, ২৫টী রমণী এবিষয়ে যোগ দিতে পারেন। অতএব স্থির হইল বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে অন্দর মহল আছে সেখানে সত্বর পরীক্ষা স্বরূপ একটী সভা আহ্বান হইবে এবং পরে অন্যান্য নিয়ম স্থির হইবে। মিস্ পিগট দ্বারা অনেক বিষয়

শিক্ষার সাহায্য হইতে পারে, অতএব তিনি কিরূপ সাহায্য করিতে স্বীকার পান জানিতে হইবে। স্ত্রীলোকদিগের আসিবার গাড়ী বা পাল্‌কী ভাড়ার জন্য একটী চাঁদা হইবে এবং যে যে দিন তাহাদিগের সভা হইবে সেই সেই দিন সাধারণ ফণ্ড হইতে গাড়ী বা পাল্‌কী নিযুক্ত হইয়া যাহাতে সকলের যাতায়াতের সুবিধা হয় তাহা করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দোপাধ্যায় এই বিভাগের সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ বসু সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। প্রতাপবাবু মিস্ পিগটের সহিত কথা স্থির করিবার ভার গ্রহণ করিলেন।

এই সভায় বামাবোধিনী সভার উন্নতি সাধনার্থ কতকগুলি নূতন সভ্য মনোনীত করিবার প্রস্তাব হইল। সভ্যগণের বার্ষিক ন্যূন সংখ্যা ১৲ এক টাকা দিবার নিয়ম হইল এবং সভাস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে কয়েক জন সভ্য রূপে মনোনীত হইলেন।

বামাবোধিনী সভা নিয়মিত করিবার জন্য স্থির হইল, প্রতি বাঙ্গলা মাসের ৩য় শনিবার অপরাহ্ন ৪ টার সময় বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে ইহার এক একটী মাসিক অধিবেশন হইবে।

অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা পরীক্ষা।

আষাঢ় ১২৭৭।

চতুর্থ বৎসর।

বিজ্ঞান।

১ম প্রশ্ন। ধোঁয়া, বাষ্প, মেঘ, শিশির ইহারা কি কি ভিন্ন পদার্থ হইতে এবং কি প্রকারে উৎপন্ন হয়?

১ উত্তর। ধোঁয়া, বাষ্প, মেঘ, বৃষ্টি, শিশির, ইহারা এক পদার্থ হইতে হয়। ধোঁয়া জল গরম হইয়া হয়। সূর্য্যের তাপে সমুদ্রের জল গরম হয়, তাহা হইতে এক রকম হাল্কা ধোঁয়া উঠে তাহা সকল সময় চোকে দেখা যায় না, তাহাকে বাষ্প বলে। সেই বাষ্প অনেক পরিমাণে আকাশে উঠিয়া জমাট বাঁধিয়া মেঘ হয়। বৃষ্টি—মেঘ সকল আকাশে উঠিয়া,

আকাশের উপরের অন্যান্য বাতাসের সহিত মিশিয়া গিয়া, জমাট বাঁধিয়া গেলে ভারি হয় ও বৃষ্টি হইয়া পৃথিবীতে পড়ে। শিশির—সূর্য্যের তাপে পৃথিবীর সমুদয় বস্তু গরম হইয়া থাকে। যখন সূর্য্য অস্ত যায়, তখন সূর্য্যের তাপে যে সমুদয় বস্তু গরম হইয়াছিল, তাহাদের ভিতর হইতে তাপ বাহির হইতে থাকে, এবং সেই সকল উপরে উঠিয়া গিয়া ক্রমে শীতল হইতে থাকে, তখন তাহার সহিত যে জলীয় ভাগ আছে তাহা পৃথিবীর উপরে শীতল বাতাসের সহিত মিশিয়া গিয়া জমাট বাঁধিয়া শিশির হয়।

(ক)প্র। যে রাত্রি মেঘ বা ঝড় হয় সে রাত্রি অল্প শিশির পড়ে কেন? অন্যান্য পদার্থ অপেক্ষা গাছের উপর অধিক শিশির পড়ে কেন? শিশির দ্বারা কি কোন উপকার হয়? বরফ ও শীলের প্রভেদ কি?

(ক) উত্তর। যে রাত্রিতে অধিক মেঘ হয় সে রাত্রিতে অল্প শিশির হয় তাহার কারণ, মেঘ হইলে আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে, তাহাতে পৃথিবী হইতে যে তাপ বাহির হয় তাহা উপরে উঠিয়া গিয়া শীতল হইতে পারে না। কাজে কাজে সে রাত্রিতে অধিক শিশির হইতে পারে না। ঝড় হইলে পৃথিবী হইতে যে তাপ বাহির হয় তাহা ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া যায় তাহাতে সে রাত্রিতে কম শিশির হয়।

অন্যান্য বস্তু হইতে গাছের উপর অধিক শিশির হয়। তাহার কারণ, পৃথিবী হইতে যে তাপ বাহির হয়, তাহা শীতল বস্তুর সহিত মিশিয়া গিয়া শীঘ্র শীতল হয়। গাছ শীতল হইতে অধিক সময় লাগে না, কাজে কাজে গাছের উপর অধিক শিশির হয়। শিশির হইতে অনেক গাছ পালা হইয়া থাকে, এবং অনেক গাছ পালার ফুল মুকুল হইয়া থাকে।

বরফ ও শীলের প্রভেদ এই, জল অত্যন্ত শীতল হইয়া গিয়া জমাট বাঁধিয়া বরফ হয়। শীল সে প্রকারে হয় না। মেঘ সকল যখন বৃষ্টির ফোঁটা হইয়া পড়িতে আরম্ভ করে, হঠাৎ তাহাতে শীতল বাতাসের হল্‌কা বহিলে শীল জন্মায়।

২য় প্র। "রাম ধনুক" রামের ধনুক কি না? তবে কাহার ধনুক?

যদি রামের "ধনুক" না হইবে, তবে ধনুকের ন্যায় বক্র হইবে কেন?

২ উত্তর। রাম ধনুক, রাম অথবা আর কাহার ধনুক নয়। উহা কতক গুলি রঙ একত্র হইয়া হয়। রাম ধনুক যে বক্র হয় তাহার কারণ এই পৃথিবীর চারি দিগে বাতাস আছে। বৃষ্টির সময় রৌদ্র উঠিলে রাম ধনুক উঠে, মেঘ সকল, সেই বাতাসের সহিত বাঁকা হইয়া থাকে তাহাতে সূর্য্যের কিরণ পড়িলে রাম ধনুক হয়। তাহাতেই রাম ধনুক বক্র দেখা যায়।

৪প্র। বৃক্ষের শিকড় ও ছাল দ্বারা বৃক্ষের কি প্রয়োজন সম্পন্ন হয়? এবং উহাদিগের সহিত জীব শরীরের কিরূপ তুলনা হইতে পারে? বৃক্ষের বয়স কি প্রকারে জানা যায়?

৪ উত্তর। বৃক্ষদিগের শিকড় ও ছাল দ্বারা নানা রকম প্রয়োজন সাধিত হয়। শিকড় দ্বারা বৃক্ষেরা এক জায়গায় বদ্ধ হইয়া থাকে এবং আহার অন্বেষণ করিয়া লয়। যে জায়গা তাহাদের আহারের উপযোগী, শিকড় দ্বারা সেই জায়গায় তাহারা আহার খুঁজিয়া লয়। শিকড়ই বৃক্ষদিগের জীবন। ছাল দ্বারা বৃক্ষ শরীরে কোন আঘাত লাগিতে পারে না। বৃক্ষদিগের সহিত মনুষ্যদিগের এই তুলনা:— যেমন মনুষ্যেরা পদ চালনা করিয়া আহার অন্বেষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ বৃক্ষদিগের শিকড় দ্বারা তাহারা আহার অন্বেষণ করিয়া লয়। মনুষ্যেরা যেমন পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, বৃক্ষেরা সেইরূপ শিকড়ের উপর ভর করিয়া এক জায়গায় বদ্ধ হইয়া থাকে। মনুষ্য শরীরে যেমন রক্ত আছে, বৃক্ষ শরীরে সেইরূপ রস আছে। মনুষ্য শরীরে রক্ত দ্বারা যেরূপ কার্য্য হয় বৃক্ষ শরীরে সেই কার্য্য রস দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। মনুষ্য শরীরে যেমন ত্বক, বৃক্ষ শরীরে সেইরূপ ছাল। বৃক্ষের বয়স এইরূপে জানা যায়, বৃক্ষদিগকে থাক থাক করিয়া কাটিলে তাহার ভিতর গোল বেড় দেখা যায়। অনেক বৃক্ষের এক এক বৎসরে এক এক থাক করিয়া কাট বাড়ে, তাহাতে এক একটী বেড় পড়িয়া থাকে। তাহাতে জানা যায় যে বৃক্ষে যে কয়েকটী বেড় আছে সে বৃক্ষের সেই কয়েক বৎসর বয়স।

৫প্র। বৃক্ষের শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ হয়? বৃক্ষ শরীরের রস কি প্রকার পদার্থ?

৫উ। বৃক্ষদিগের শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য তাহাদিগের পত্রদ্বারা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বৃক্ষদিগের পত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রন্ধ্র আছে, তাহাতে তাহাদিগের শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য হইয়া থাকে। মনুষ্যেরা নাসিকা দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, বৃক্ষদিগের পত্র ও ডাল দ্বারাও ইহা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, বৃক্ষশরীরে রস, তাহাদের আহার, বৃক্ষদিগের রসদ্বারা তাহাদের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে, মনুষ্যদিগের রক্ত যেমন শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্যদ্বারা পরিষ্কার হইয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে বৃক্ষদিগের রস শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্যদ্বারা পরিষ্কার হইয়া বৃক্ষদিগের শরীরের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। বৃক্ষেরা মাটি হইতে রস আকর্ষণ করিয়া শাখা প্রশাখায় ফল ফুল পাতায় চালন করিয়া তাহাদিগকে জীবিত রাখিয়া থাকে।

শ্রীদীনতারিণী মুখোপাধ্যায়।
৪র্থ বৎসর।

নারীশিক্ষা।

৩ প্রশ্ন। ভূমিকম্পের কারণ কি?

উ। পৃথিবীর মধ্যে যেমন সোণা, রূপা, লোহা ও কয়লার খনি আছে সেইরূপ গন্ধক সোরার খনি আছে তাহাদিগকে দাহ্যবস্তু বলে। পৃথিবীর ভিতরে গন্ধক সোরার বৃহৎ বৃহৎ চাপ আছে তাহাতে একটু জল পড়িলে গরম হইয়া গলিয়া ছড়াইয়া পড়ে, অধিক জায়গার জন্য তোলপাড় করিতে থাকে, কাছের বস্তু ঠেকাঠেকি ঘষাঘষি করিয়া অনেক দূর গোলযোগ উপস্থিত করে সুতরাং ভূমি কাঁপিতে থাকে। পৃথিবীর কোন কোন স্থান ফাটিয়া গরম বস্তু বাহির করিয়া ফেলে। ভিতরকার বস্তু গরম হইয়া ছড়াইয়া পড়িলে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়। মনে কর একটা ফাঁপা লোহার ভাঁটার মধ্যে জল পুরিয়া যদি তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া যায় আর যদি ক্রমাগত আগুনে তপ্ত করা যায় তাহা হইলে জল গরম হইয়া বাস্পের আকার ধারণ করে, জল বাস্প হইয়া বিস্তারিত হয় এবং ভাঁটা ভেদ করিয়া আসিতে চেষ্টা করে। ভাঁটা ঐ বেগ অনেকক্ষণ

দমন রাখিতে পারে। তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে ভাঁটাটা কাঁপিতে থাকে। ইহার যে দিক অশক্ত, বাস্প রাশি সেই দিক ভাঙ্গিয়া প্রবল বেগে বাহির হয়। যদি সব দিক সমান শক্ত হয় তাহা হইলে ভাঁটা চূর্ণ হইয়া যায় অতএব ভূমিকম্পের কারণও এইরূপ।

১ উত্তর (ক)। সীতার বনবাস ১১ পৃষ্ঠা।

লক্ষণ চিত্রপটের অন্য অংশে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া কহিলেন আর্য্যে! এই পঞ্চবটী ও এই শুর্পণখা রাক্ষসীকে দেখ। সরলহৃদয়া সীতা যেন ঠিক বনবাসের অবস্থা উপস্থিত হইল এই ভাবিয়া শুষ্ক মুখে কহিলেন 'এই অবধি আমার জীবনের আশা ফুরাইল! রাম এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন অয়ি শোক সন্তপ্তে! এ যে চিত্রপট, যথার্থ পঞ্চবটী বা পাপীয়সী সূর্পণখা নহে! লক্ষণ চারি দিকে চাহিয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য্য এই পট দেখিয়া বনের ব্যাপার সকল ঠিক বর্ত্তমানের ন্যায় বোধ হইতেছে, দুশ্চরিত্র রাক্ষসেরা সোণার হরিণের ছলে যে বিষম বিপদ ঘটাইয়াছিল যদিও শত্রুর উপযুক্ত দণ্ড দ্বারা তাহা উত্তমরূপে দূর হইয়াছে তবু মনে হইলে অত্যন্ত দুঃখিত হইতে হয়। সেই কাণ্ডের পর আর্য্য নির্জ্জন বন মধ্যে যেরূপ ব্যাকুল ও কাতর হইয়াছিলেন তাহা দর্শন করিলে পাষাণ হৃদয় গলে যায় এবং বজ্রের ন্যায় কঠিন বুকও ভেঙে যায়।

(খ) পদ্যপাঠ ৫৫ পৃষ্ঠা।

উ। হে পুষ্প! তুমি কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী সকলেরই মনকে প্রফুল্ল কর, পৃথিবীতে কে না তোমাকে ভাল বাসে? তোমার ন্যায় হাস্যমুখযুক্ত যে সুন্দর শিশু সেও তোমাকে পাইলে কত সুখী হয়, তার অস্থির চক্ষু আমোদে পলকহীন হইয়া এক দৃষ্টে সম্পূর্ণ আদরের সহিত তোমার মনোহর রূপ দেখিতে থাকে।

শ্রীমতী দাক্ষায়ণী ঘোষ।
৪র্থ বৎসর।

সাবিত্রী চরিত।

১ম প্রশ্ন। মোরে ত্যজি যদি সখি ! যাও তুমি বনে,
বিরহে তোমার, আমি না জীব জীবনে ;
কাড়িলে মস্তক-মতি বাঁচে কি করিণী ?
তখনি জীবন ত্যজে বিষাদে নলিনী—
জীবন-জীবন যবে শোষে দিনমণি।
না জীয়ে ফণিনী হারাইলে শিরোমণি।

ইহার গদ্য কর ?

২য়। " মনে মনে মনোদান যথার্থ বিধান,
সামাজিক রীতি মাত্র প্রকাশ্যে প্রদান।
তারে ত্যজি, এবে যদি বরি অন্য জন
পতিত হইব ; মম নরকে গমন।"

এই কবিতাটীর ভাবার্থ আপন ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ কর ?

৪র্থ। "মুখ-পদ্ম", 'পতিপ্রাণা,' 'ধর্ম্মাধর্ম্ম.' ' দৃষ্টিহীন, 'অনন্যসহায়, 'সাবিত্রী-হৃদয়,'

বিগ্রহের সহিত ইহাদের সমাস কর ?

১ম উত্তর। সখি ! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যদি তুমি বনে যাও ; তবে আমি বাঁচিব না। যেমন হস্তিনীর মাথার গজমতি কাড়িয়া লইলে হস্তিনী বাঁচে না ; সর্পিণীর মাথার মণি কাড়িয়া লইলে সর্পিণী বাঁচে না ; পদ্মিনীর সূর্য্য অস্ত গেলে পদ্মিনী বাঁচে না ; সেইরূপ তোমার বিচ্ছেদে আমি বাঁচিব না।

২য় উত্তর। বিবাহের যথার্থ রীতি এই যে অন্তরে অন্তরে এক লক্ষ্য করিয়া মন প্রাণ সমর্পণ করা ; এক্ষণে আমি যদি সত্যবানকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন জনকে বিবাহ করি তাহা হইলে আমি ঘোর নরকে ডুবিব। কারণ পরমেশ্বর আমার অন্তর্যামী পিতা, তিনি আমার অন্তরের পণ দেখিয়াছেন। সাবিত্রী বলিতেছেন ; আমি যখন মনেতে ঠিক্ বিশ্বাস করিয়া সত্যবানকে বরণ করিয়াছি তখন কখনই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না।

৪র্থ উত্তর। মুখরূপপদ্ম,মুখপদ্ম, রূপক সমাস বা কর্ম্মধারয়। পতি হইয়াছে প্রাণযার—পতিপ্রাণা ; বহুব্রীহি সমাস। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ; ধর্ম্মাধর্ম্ম, দ্বন্দ সমাস। দৃষ্টি দ্বারা হীন ; তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস।

অনন্য হইয়াছে সহায় যার ; অনন্য সহায় ; বহুব্রীহি সমাস।

সাবিত্রীর হৃদয় ; সাবিত্রীহৃদয় ; ষষ্টী তৎপুরুষ সমাস।

ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

১। আমরা (হিন্দুরা) ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী কি না? যদি না হই, তবে কাহারা এদেশের আদিম নিবাসী? আর, আমরা কোন্ দেশের লোক?

২। চন্দ্রবংশের আদি হইতে কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধ পর্য্যন্ত যাহা জান, সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

১ম উত্তর। হিন্দুরা ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী নহে। খস, ভিল পুলিন্দ, সাঁওতাল ইহারা ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী। হিন্দুরা সিন্ধু নদীর পশ্চিমের কোন জনপদ হইতে আসিয়া বাহুবলে, ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন।

২য় উত্তর। অতি পূর্ব্বকাল হইতে ভারতবর্ষে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের উল্লেখ আছে; বৈবস্বতমনু উভয় বংশের আদি পুরুষ। তাঁহার পুত্র হইতে সূর্য্যবংশ ও দুহিতা হইতে চন্দ্রবংশের উৎপত্তি হয়। শান্তানুর পুত্র বিচিত্র বীর্য্য, কাশীরাজের দুই তনয়া বিবাহ করেন, একের গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যের গর্ভে পাণ্ডুর জন্ম হয়। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, প্রভৃতি অনেক পুত্র জন্মে। পাণ্ডুর যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল সহদেব, এই পঞ্চ পুত্র জন্মে। উভয়ের অপত্য কুরুকুলজাত, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের সন্তান কৌরব, পাণ্ডুর সন্তান পাণ্ডব নামে পরিচিত। ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত বলিয়া পাণ্ডু রাজা হন, অল্প দিন মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপুত্র যুধিষ্ঠির রাজা হইলেন। দুর্য্যোধন রাজ্য লোভে লোলুপ হইয়া বারণাবত স্থানে পাণ্ডবদের বধের উপায় করিলেন। কিছু দিন পরে পাঞ্চাল দেশে অর্জ্জুন লক্ষ্য ভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে আনিয়া পঞ্চ ভ্রাতায় বিবাহ করেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র, রাজ্যের এক অংশ দুর্য্যোধন অপর অংশ যুধিষ্ঠিরকে দিলেন। দুর্য্যোধন, হস্তিনাপুরের রাজা, যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা হইলেন। যুধিষ্ঠির ধার্ম্মিক ছিলেন বটে, কিন্তু দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত ছিলেন, দুর্য্যোধন সেই ক্রীড়ায় তাঁহার সর্ব্বনাশ করিলেন। তিনি চারি ভ্রাতা ও দ্রৌপদীর সহিত বনে ভ্রমণ করিয়া দ্বাদশ বর্ষ পরে যমুনার তীরে দুর্য্যোধনের নিকট আপনাদের রাজ্য চাহিয়া পাঠাইলেন। দুর্য্যোধন সূচাগ্র পরিমাণ ভূমিও প্রদত্ত হইবে না বলিয়া পাঠাইলেন। পরে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে থানেশ্বর নগরের সন্নিধানে কুরুক্ষেত্রে এই যুদ্ধ হয়। অষ্টাদশ দিবসের পর পাণ্ডবেরা জয়লাভ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের বুদ্ধি ও কৌশল তাহাদের জয়লাভের প্রবল হেতু।

শ্রীমতী সরস্বতী সেন।
৫ম বৎসর।

বিলাতীয় সংবাদ।

গত ১৮ই ভাদ্র শ্রদ্ধাস্পদ কেশব চন্দ্র সেন মহাশয় ইংলণ্ড হইতে আমাদিগকে যে একখানি পত্র লেখেন, তাহা হইতে নিম্নলিখিত অংশ অবিকল উদ্ধৃত হইল:—

"আমাদের দেশের প্রতি এখানকার লোকদের অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু আমাদের যথার্থ অবস্থা কি এবং আমাদের কি কি অভাব ইহা না জানাতে সে অনুরাগ কার্য্যকর হইতেছে না। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নানা স্থানে আমি বক্তৃতা করিয়াছি এবং এখানকার ভগ্নিদিগকে উক্ত কার্য্যে বিশেষ যত্নের সহিত নিযুক্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছি। কিন্তু তাঁহাদিগকে একটী বিষয়ে সতর্ক করিয়াছি। এ দেশের আচার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে আমাদের দেশে প্রচলিত করা অবিধেয়। ভারতবর্ষের স্ত্রীলোকদের মধ্যে যাহা কিছু সদ্গুণ ও সদাচার আছে তাহা রক্ষা করিতে হইবে এবং এখানকার বাহ্যাড়ম্বর ও বেশ-ভূষাসক্তি পরিহার করিতে হইবে। এখানকার ধর্ম্মপরায়ণা নারীদিগের জীবন অতি উচ্চ; তাঁহাদের দয়া, নিঃস্বার্থ প্রীতি, কোমল ভক্তিভাব অতি চমৎকার। কেহ কেহ পরোপকারের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন এবং শরীর মন উহাতে উৎসর্গ করিয়াছেন। বর্ত্তমান ভয়ানক যুদ্ধে যাঁহারা আঘাত পাইয়াছেন তাঁহাদের আরোগ্য জন্য অনেকগুলি ভগ্নী অসামান্য পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকারপূর্ব্বক ঔষধ বিধানের চেষ্টা করিতেছেন। যে সকল ব্রাহ্মিকাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে তাঁহাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে আমাদের দেশস্থ ভগ্নিদের সঙ্গে প্রীতি যোগে সম্বন্ধ হন। ঈশ্বর প্রসাদে এরূপ যোগ সংস্থাপিত হইবেই হইবে। ইঁহাদের মধ্যে যদি কেহ ভারতবর্ষে গমন করিয়া তথাকার ব্রাহ্মিকাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ঐ যোগের সূত্রপাত করিতে পারেন তাহা হইলে যে কত উপকার হয় তাহা বলা যায় না। আমি অনেককে এ কথা বলিয়াছি। বামাবোধিনীতে বামাদিগের যে সকল রচনা সময়ে সময়ে প্রকাশিত হয় তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করা আবশ্যক; অনেকে উহার ভাব জানিবার জন্য কৌতুহল প্রদর্শন করিয়াছেন। গত মাসে "ভিক্টোরিয়া আলোচনা সভায়" মাসিক অধিবেশনে আমি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ তদ্বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলাম। উক্ত সভা কেবল স্ত্রীলোকদিগের জন্য। বিগত ১৩ আগষ্ট দিবসে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আদেশানুসারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। আমাদের দেশে ৬০,০০০ বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে ইহা শুনি-

য়া তিনি ও রাজকুমারী লুইস অতীব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। মহারাণী হিন্দু মহিলাদের বিষয়ে যে সকল প্রশ্ন করিলেন তাহাতে তাঁহার অনুরাগ প্রকাশিত হইল। আমার হস্ত হইতে আমার সহধর্ম্মিণীর দুই খানি ছবি গ্রহণ করিয়া তাঁহার অনুরাগের বিশেষ পরিচয় দিলেন। এ সংবাদ পাইয়া দেশের ভগ্নিরা বিশেষতঃ ব্রাহ্মিকারা উল্লসিত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সংবাদ শুনিয়া যেন তাঁহারা আর অলস বা নিরুদ্যম হইয়া না থাকেন। মহারাণীর প্রসন্নতা দর্শনে তাঁহারা যেন আপনাদের ও দেশের হিতসাধনে সম্যকরূপে যত্নবতী হন, এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। এ সময়ে চারিদিকে উন্নতি দেখিতেছি; দয়াময় ঈশ্বর আমার দেশস্থ ভগ্নীদের অবস্থা ভাল করুন, তাঁহাদিগকে অজ্ঞান অসত্য ও অসদাচার হইতে রক্ষা করিয়া পুণ্য ও শান্তির পথে অগ্রসর করুন!

আমাদিগের কোন শ্রদ্ধাস্পদ ভগিনী ইংলণ্ড বাসিনী কুমারী সফিয়া ডবসন্ কলেট নাম্নী একটী বিদ্যাবতী ও পরম ধার্ম্মিকা বিবীর নিকট হইতে একখানি প্রণয়গর্ভ পত্র পাইয়াছেন তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল:—

"তুমি যদি এতদূরে না থাকিতে আমি যার পর নাই আনন্দিত হইতাম। তাহা হইলে কত আনন্দে তোমার সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিতাম, তোমার অন্তঃপুরস্থ জীবন কিরূপ জানিতাম এবং তোমার সন্তানগণের আকার প্রকার নিরীক্ষণ করিতাম। কিন্তু আমি গতিশক্তি হীন, দুর্ব্বল ও দুঃখিনী এবং পৃথিবীতে লেখনী চালনা ব্যতীত আর কোন কার্য্য করিতে পারি না। অতএব আমি গৃহে বসিয়া এবং লিখিয়া ঈশ্বরের সেবা করিব। ভারতের বিশেষতঃ তত্রত্য অবলাকুলের কোন প্রকারে উপকার করিবার জন্য আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যগ্র, আমি যদি লেখা দ্বারা তদ্বিষয়ে কিছু সাহায্য করিতে পারি অত্যন্ত সুখী হইব। ভারতীয় নারীগণকে প্রতিদিন অনেক আত্মবঞ্চনাও নিরুৎসাহ বশতঃ কষ্ট পাইতে হয় আমি জানি, কিন্তু হে ভগিনি! ঈশ্বর তোমাকে এ প্রকার * * দিয়া অত্যন্ত দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তুমি ইহাতে ইহলোকে ও পরলোকে চিরকাল পরম পিতার সাহায্য ও স্নেহলাভে নিশ্চয় আশান্বিত হইতে পার। কোন বিঘ্নে নিরাশ হইয়া পড়িও না; নিশ্চয় জানিও তোমরা যদি প্রতিদিন সাধ্যমত আপনাদিগের কর্ত্তব্য সাধন কর এবং তোমাদিশের যত্ন সফল হইবার জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর তিনি যথা সময়ে তোমাকে ও তোমার ভগিনীদিগকে সুফল প্রদান করিবেন। কুমারী সার্প কে তুমি যে পত্র লিখিয়াছ তাহা তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পড়িতে দিয়াছেন তাহা

পড়িয়া আমার হৃদয় মুগ্ধ হইল। তোমার কোন প্রকার মঙ্গলসাধন যদি আমার সাধ্য হয় তাহা জানাইবে। আমি ত্বরায় বাঙ্গলা শিখিতে পারিব আশা করিতেছি। তাহা হইলে তোমাকে তোমাদের ভাষাতেই পত্র লিখিতে পারিব। * * *

আমি খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বিনী, কিন্তু তা বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আমার আন্তরিক সম্পূর্ণ অনুরাগ কম নহে। এখানে *** যে সকল উপাসনা ও হৃদয়াদ্র্ কর প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাতে যোগ দিয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। আমি একদিন কলিকাতার মন্দিরে তাহা শুনিতে বাসনা করি। যদি ভাগ্যে না ঘটে, ঈশ্বরের প্রেমরাজ্যে এক দিন সকলে চির পরিবারে বদ্ধ হইয়া মিলিত হইব আশান্বিত হৃদয়ে তাহারই প্রত্যাশায় থাকিব।"

নূতন সংবাদ।

১। ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী বিক্রমপুরের শ্রীমতী বিধুমুখী নাম্নী একটী কুলীন কন্যা লইয়া ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। ইহাঁর বয়স প্রায় ১৮ বৎসর। ইনি শিক্ষিতা, সুশীলা ও ধর্ম্মপরায়ণা। ইনি ইহাঁর মাতা ঠাকুরাণীর খুড়ার আশ্রয়ে থাকিতেন, তিনি ১২।১১ টী স্ত্রীবিশিষ্ট একটী কুলীন ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির করেন। বিধুমুখীঅনন্যগতি হইয়া তাহার উন্নত প্রকৃতি মাতুলদিগের নিকট তাহার উদ্ধারার্থ বার বার লিখনে, অন্যথা বিবাহ হইবার অগ্রে প্রাণত্যাগ করিবার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করেন। তাহার মাতুলেরা খুড়াকে অন্যমত করিবার উপায় না দেখিয়া গোপনে তাহাকে কলিকাতায় আনিয়াছেন। খুড়া রাগান্ধ হইয়া ভাইপো দিগকে জব্দ করিবার জন্য মকর্দ্দমায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিধুমুখী বয়ঃপ্রাপ্তা এবং স্বেচ্ছাক্রমে ধর্ম্মরক্ষার জন্য সকল কার্য্য করিয়াছেন আপনি আদালতে তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। এইরূপ অভাগিনীদিগের সাহায্য দান করিয়া সমাজ সংস্কার করা দেশহিতৈষী সকল ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য।

২। উত্তর আমেরিকার ফিলেডেলফিয়ানগরে ১১৯৪ জন শিক্ষকের মধ্যে ১১১০ জন স্ত্রীলোক ও ৮৪ পুরুষ আছেন এবং নিউইয়র্কে ২৬০০০ শিক্ষকের মধ্যে ২১০০০ স্ত্রীলোক ও ৫০০০ পুরুষ আছেন। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক উৎকৃষ্ট শিক্ষক, ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে।

৩। আমরা সংবাদ পত্র সকলে অনেকগুলি স্থানে বহুবিবাহ ও কন্যা বিক্রয় প্রথা রহিত করিবার চেষ্টার কথা পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইলাম।

ফরিদপুর ছোট আদালতের জজ বাবু কালীকিঙ্কর রায় তত্রত্য লোকদিগকে লইয়া বহুবিবাহ ও কন্যা

বিক্রয় প্রথা রহিত করিবার জন্য একটী সভা স্থাপিত করিয়াছেন।

অযোধ্যার কয়েক জন লোক বহুবিবাহ নিবারণের নিমিত্ত যত্নবান হইয়াছেন। অদ্যাপিও তত্রত্য কোন কোন ব্রাহ্মণ ৮০।৯০টী বিবাহ করিয়া থাকেন।

রায়ের কাটী নামক স্থানের জমিদার রাজা মাধবনারায়ণ রায় প্রভৃতি কন্যা বিক্রয় রহিত করিবার জন্য শীঘ্র একটী সভা করিবেন। কন্যাপণ ও বহুবিবাহ নিবারণ করিবার জন্য রাজনগর জপসা প্রভৃতি দক্ষিন বিক্রমপুরস্থ গ্রামে অনেক সভা হইয়াছে।

৪। মুলফতগঞ্জের কীর্ত্তিপুর গ্রামে একজন ব্রাহ্মণ পণ লইয়া কন্যার বিবাহ দেওয়াতে গ্রামস্থ ভদ্রলোকে তাহাকে সমাজচ্যুত করিয়াছেন। পণগ্রহণ অতি অসভ্য, জঘন্য ও অনিষ্টকর প্রথা, এই জন্য শাস্ত্রকারেরা ইহাদ্বারা নরকগামী হইতে হয় বলিয়াছেন।

বামাগণের রচনা।*

প্রশ্ন। প্রকৃত সতী নারীর জীবন কিরূপ তাহা বর্ণন কর।

উ। যিনি সতী তাঁহার জীবন নির্ম্মল চন্দ্রের ন্যায় পবিত্র। সকল প্রকার কুপ্রবৃত্তি গুলি ত্যাগ করিয়া আপন প্রবৃত্তি সকলকে যিনি বশবর্ত্তী করিয়াছেন তিনিই সতী। সকল লোকের সহিত সদ্ব্যবহার শ্রদ্ধা স্নেহ মমতা সতীর হৃদয়ভূষণ। যদি প্রত্যেক স্ত্রী আপনাকে সতী বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন তাহা হইলে সংসারের আনন্দের পরিসীমা থাকে না। যে স্ত্রী সতী তিনি পিতা মাতা ও গুরুজনের প্রতি ভক্তিমতী, স্বামীর প্রতি অনুরাগিনী, সন্তানগণের প্রতি স্নেহান্বিতা হন এবং দাস দাসীগণের প্রতি কৃপা করেন। সতী পরদুঃখ শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হন, পরের ক্লেশ দেখিলে দুঃখ নিবারণ করিতে তাহার হৃদয় ব্যাকুলিত হয়। যিনি গৃহকার্য্যে সুদক্ষা পরিমিত ব্যয়শালী, ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগামিনী, সখীর ন্যায় তাঁহার হিত কর্ম্ম সাধন করেন, তিনি প্রকৃত সতী। সতী স্ত্রী জ্ঞান দ্বারা আপনার বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করেন, সুশীলতা দ্বারা প্রকৃতিকে অনুরঞ্জিত করেন এবং সর্ব্বদা সাধুকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ লাভ করেন। ধর্ম্ম যাঁহার অস্ত্র ও সতীত্ব যাঁহার অঙ্গের আভরণ তিনিই সতী। যিনি আপনার সুখ বিসর্জ্জন দিয়া দুঃস্থ পরিবার ও দীনহীন মানবের সেবায় জীবন সমর্পণ করেন, যিনি সম্পদের সময়ে উন্মত্ত এবং বিপদের সময় অবসন্ন না হইয়া স্থির চিত্তে আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারেন, যিনি অহঙ্কার ও স্বেচ্ছাচারিতাপরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম ও সৎপথের অনুসরণ করেন, তিনি যথার্থ সতী।

কৃষ্ণকামিনী দেবী।

* অন্তঃপুর পরীক্ষার রচনা।

I. C. Chatterjea & Co's Press, 115 Amherst Street.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৮৮ সংখ্যা। } অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১২৭৭। { ৬ষ্ঠ ভাগ।

আসামী স্ত্রীলোক।

জন সমাজকে জ্ঞান ধর্ম্ম, সভ্যতা ও সুখে সুশোভিত করিবার জন্য স্ত্রীজাতি একটী প্রধান অঙ্গ বলিতে হইবে। তাহাদের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি, তাহাদের উপকারে সমাজের উপকার। কিন্তু আবার এই স্ত্রী-জাতির দুর্নীতি ও অজ্ঞানতায় সমাজের তেমনি অনিষ্ট ও দুরবস্থা। আসামী স্ত্রীলোক তাহার বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থল। পাঠিকাগণ! তোমরা হয় ত ভূগোল পাঠে জানিয়াছ যে আসাম একটী আইন বহির্ভূত দেশ। ইহা ভারতবর্ষের একেবারে উত্তর পূর্ব্ব সীমায় এবং বড় পর্ব্বতময় দেশ। এদেশ বড় অসভ্য, স্ত্রীজাতিই এখানকার এক প্রকার হর্ত্তাকর্ত্তা। তাহা-দের আধিপত্যই সর্ব্বদা পুরুষদের উপর চলিয়া থাকে। এদেশের স্ত্রী-লোকেরা পুরুষ অপেক্ষা দেখিতে সুন্দর। ইহাদের মুখ গোল, নাক চেপ্টা, আকৃতি খর্ব্ব, বর্ণ ঈষৎ তাম্রের ন্যায়। বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকের ন্যায় ইহারা অলস ও বাবু নয়, জীবিকা সম্বন্ধে ইহাদিগকে স্বামীর উপর নির্ভর করিতে হয় না বরং স্বামীরা ইহাদের শ্রমোপার্জ্জিত ধনে প্রতি-পালিত হয়। এদেশের সাধারণ পুরুষগণ অত্যন্ত অলস, ভীরু ও দুর্ব্বল। কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে সামাজিক অভাব সকল পূর্ণ না হইয়া থাকিতে পারে না, এই জন্য এদেশের নারী জাতি অত্যন্ত বলিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও কার্য্য-

কুশল হইয়াছে। এদেশের মেয়েরা তাই ক্ষেতে গিয়া ধান কাটে ও ধান রুয়ে দেয়, কাপড় বোনে ও বাজারে নানাবিধ দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করে। সাধারণ পুরুষেরা ঘরে বসিয়া আফিম খায়, ছেলে রাখে ও রাঁদে বাড়ে। পাঠিকাগণ! আর একটী কথা শুনিলে তোমরা হাসিবে। কখন কখন মেয়েরা স্বামীর কাঁদে ভার দিয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে যায়। স্ত্রী অগ্রে বীরের মত সাহসী হইয়া চলে, আর স্বামী দাসের মত বা ভেড়ার ন্যায় কুণ্ঠিত ভাবে তাহার পাছে পাছে চলে। কেহ তাহাকে দর জিজ্ঞাসা করিলে বলে "মই না জানে" আমি জানি না। এখানকার মেয়েরা আবার এত সাহসী যে, কোন মকদ্দমা হইলে তাহাদের উকীল মোক্তার প্রয়োজন হয় না, নিজেই কমিসনার সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উত্তর প্রত্যুত্তর করে। তাহারা কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। পৌষ ও চৈত্র মাসের সংক্রান্তি দিবসে ইহাদের একটী প্রকাণ্ড পরব। এই পরবের নাম 'বিহু'। সমস্ত লোক সে দিন স্ত্রী-পুরুষে নৃত্য গীতাদি করে, এমন কি, তাহাতে আর পবিত্রতার লেশ মাত্র থাকে না। কুৎসিত ভাবে নৃত্য ও অশ্লীল ভাবেই গীতাদি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে হিন্দু রাজাদিগের মধ্যেও এইরূপ পরব প্রচলিত ছিল, সংস্কৃত নাটকাদিতে তাহার বিশেষ উল্লেখ আছে। তাহাও চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিনে হইত, তাহার নাম মদনোৎসব। ইহার নামানুসারেই অপবিত্রতা ও অশ্লীলভাব বুঝিতে পারা যায়। ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ঈশ্বরপরায়ণতা বিরহে স্ত্রীজাতি যে নরকের আলয় তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। দূষিত রমণীর যত সৌন্দর্য্য ও সদ্গুণ থাকে, তাহাতে তাহাকে আরও শ্রীভ্রষ্ট ও কুৎসিত বলিয়া বোধ হয়। এদেশের স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিবাহ পদ্ধতি এক প্রকার নাই বলিলেই হয়। তবে ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকটা আছে। কিন্তু অন্যান্য জাতিদের মধ্যে যাহা আছে, তাহাও আবার বড় রহস্য-জনক। বাল্য বিবাহ এখানে প্রচলিত নাই, কেবল ব্রাহ্মণেরাই যা এ দোষে দোষী। বড় হইলে পরস্পরের মিলন হয়। বাহিরে কোন স্ত্রী-পুরুষের যেরূপ ব্যবহারাদি হউক, তাহাতে সমাজের চক্ষে কোন দোষ বলিয়া গণ্য হয় না। হয় ত দুই একটী সন্তানও হইল, কিন্তু তখন সে পুরুষ ঐ স্ত্রীর হাতে

খায় না। এ এক মন্দ সংস্কার নহে। আবার ঐ হতভাগিনী এত নির্দয় ও নির্ম্মম যে তৎকালে ঐ পুরুষটী কিছু বলিলে ছেলেটী ফেলিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়। তাই লইয়া ঐ স্ত্রী পুরুষে বিচারালয়ে মকদ্দমা হয়। এখানকার বিচারালয়ে প্রায়ই এইরূপ স্ত্রী ঘটিত মকদ্দমা। টাকা কড়ি সম্বন্ধে মকদ্দমা বড় নাই। পাঠিকাগণ! স্ত্রীজাতি কি এত নিষ্ঠুর হইতে পারে? এ সব শুনিলে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। নিতান্ত অসভ্য ও ধর্ম্ম হীন হইলেই এই দশা ঘটিয়া থাকে! পৃথিবীতে যত পর্ব্বতবাসী লোক আছে, তাহাদের মধ্যেও এইরূপ রীতিপদ্ধতি। জ্ঞান ধর্ম্ম বিনা মনুষ্যের মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব কিছুই নাই। এ দেশের সংস্কারটীও আছে, যে বিবাহ না হইলে হাতের জল শুদ্ধ হয় না, তাই কেহ মরিবার পূর্ব্বেই কেহ বা পাকা চুল নিয়ে ও কেহ বা তিন চারিটী ছেলে শুদ্ধ বিবাহ করিতে বসে। অনেক ছেলেরা পণ্ডিত ও মাষ্টারদের নিকট হইতে এই কথা বলিয়া ছুটি লইয়া থাকে যে "আজ আমার মার বিয়ে" এ কথা শুনিলে আর লজ্জা ও হাসি রাখা যায় না।

এদেশের অবিবাহিত স্ত্রীলোককে ছোয়ালি বলে। এক এক জনের তিন চারিটী করিয়া ছোয়ালি থাকে, তাহারাই এক প্রকার সম্পত্তি ও তালুক। যার অনেক ছোয়ালি সেই ডাঙ্গুরে মানু অর্থাৎ বড় মানুষ। এই সকল সম্ভ্রান্ত লোক অনেক স্ত্রীলোক রাখিয়া দেয় এবং তাহাদের দ্বারা অনেক কার্য্য সাধন করিয়া লয়। ইহাদের পরিচ্ছদ দুই রকম, এক অসভ্য ও এক সভ্য রকমের। কতক লোক বুক হইতে পা পর্য্যন্ত একটা কাপড় পরে, ইহা দেখিতে বড় অসভ্য ও কদাকার। কিন্তু লোক বাহিরে ভাল রূপ পরিচ্ছদ পরিধান করে। ভাল পরিচ্ছদে তিনটা কাপড় ব্যবহৃত হয়। কটী দেশ হইতে পা পর্য্যন্ত একটা স্বতন্ত্র কাপড় তাহার নাম মেখলা, বক্ষের আচ্ছাদন আর একটা অত্যন্ত লম্বা কাপড় তাহাকে রাহা বলে এবং তাহার উপর আপাদ মস্তক ঢাকা একটা ওড়না কাপড়। প্রায় অধিকাংশ কাপড় রেশমের। এদেশের রেশমকে মোগা বলে। আমাদের দেশে যেমন পোলু পোকাকে তুঁত গাছের পাতা খাওয়াইলে দিশি রেশম হয়, এদেশে তেমনি এক রকম লম্বা পোকাকে জ্যারান্দা গাছের